সাময়িক সমালোচনার

সমালোচন ও মীমাংসা

জনৈক ঢাকানিবাসিকর্ত্তৃক প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

" ঢাকা—আর্য্যযন্ত্র।

১২৮৯ সন। ভাদ্র।

প্রিণ্টার শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বরাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আবশ্যক বিবেচনায় কোন২ অংশের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন এ
কোন২ অংশের পরিবর্দ্ধন করিয়া এই পুস্তক পুনর্মুদ্রণ করা গেল।
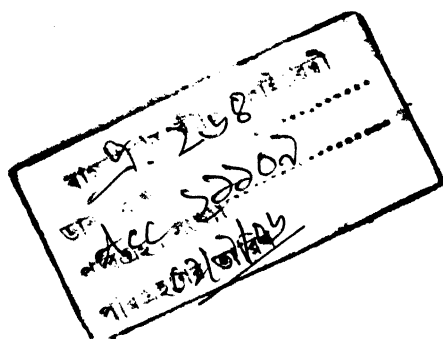
ভূমিকা।

ত্রিপুরক্ষত্রিয়সমাজের প্রতি বিপক্ষতাচরণ উদ্দেশ্যে কয়েক মাস হইল কুমিল্লার নামমাত্র হিন্দু নব্য সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় অনুকরণপ্রিয় যুবকের কৌশলে, "ত্রিপুরাহিন্দুসমাজরক্ষিণী" নামে এক সভা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে!!! সেই সভার সংস্থাপক ও সংরক্ষকগণ যে রুচি ও প্রকৃতির লোক তাহাদের প্রচারিত সাময়িক সমালোচনা নামক পুস্তক পাঠেই মনস্বি পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। ত্রিপুরক্ষত্রিয়বংশের কুৎসা ভিন্ন উহার কোনও উদ্দেশ্য লক্ষিত হয় না। সাময়িক সমালোচনা লেখক শাস্ত্রের অযথা তাৎপর্য্য ঘটাইয়া এবং কতকগুলি স্বকপোল কল্পিত দোষারোপ করিয়া আদ্যোপান্ত নানাপ্রকারে চতুরতা প্রকাশ ও বঞ্চনা করিয়াছেন। সমদর্শী নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা এরূপ অকিঞ্চিৎকর অভদ্রোচিত সমালোচনার প্রতিবাদ করা অনুচিত ও অনাবশ্যক মনে করিতে পারেন; কিন্তু হিন্দুসমাজে নানাপ্রকার লোক আছে, এই সমালোচনা দ্বারা ত্রিপুরা রাজপরিবারের ইতিবৃত্তানভিজ্ঞ কোন২ পাঠকের অন্তঃকরণ আন্দোলিত বা বিচলিত হইতে পারে, এই আশঙ্কায় এতৎ সম্পর্কে আমরা দুই একটী কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না।

যযাতি তনয় দ্রুহ্যুর পশ্চিম দিকে গমন এবং তদ্বংশজ গণের ম্লেচ্ছতা প্রাপ্তি সপ্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে সমালোচক শাস্ত্রীয় প্রশস্ত প্রমাণ সংগোপিত রাখিয়া দুই একটী অপ্রশস্ত শ্লোক বাহির করিয়া লইয়াছেন। পুরুবংশের সহিত ত্রিপুররাজবংশের পুরুষ গণনা বিষয়ে অনৈক্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত কপটতার সাহায্য গ্রহণ করিয়া নিজ স্বভাবের পরিচয় দিয়াছেন; ত্রিপুরদেশ দৈত্য দেশ, কিরাত দেশ অথবা জাতিভেদশূন্য দেশ প্রমাণিত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়া বিশিষ্ট প্রমাণাভাবে অস্থিভ্রমে ত্রিপুরপর্ব্বত হইতে কতকগুলি প্রস্তর, অকাট্য প্রমাণ জ্ঞানে দুই একটী বিদেশীয়ের অমূলক ব্যবস্থা এবং বেদবাক্য জ্ঞানে কাশীরাম দাসের অনুবাদিত মহাভারত হইতে প্রহেলিকা পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন! ত্রিপুরক্ষত্রিয়কুলের

আচার ঘটিত দোষ সপ্রমানার্থ কুকি, রিয়াং প্রভৃতি ত্রিপুরপার্ব্বত্যজাতি সকলের আচার ব্যবহার ত্রিপুরক্ষত্রিয়বংশের প্রতি আরোপিত করিবার উদ্দেশ্যে আদালতের অগ্রাহ্য ত্রিপুররাজবিদ্রোহী কয়েকজন সাক্ষীর মিথ্যা সাক্ষ্য বাক্যের আশ্রয় লইয়াছেন, হস্তকণ্ডূয়নঅনুরোধে কতিপয় চাটুর্য্যা, মুখর্য্যা এবং বাড়ুয্যা প্রভৃতি সামাজিকগণের সহিত রজক, ক্ষৌরকার, শ্বপচ প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির নাম সঙ্কলন করিয়া দ্বিতীয় খণ্ড সমালোচনা প্রকাশ পূর্ব্বক নীচাশয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বদলে লোক সংখ্যার আধিক্য প্রদর্শন করণাভিপ্রায়ে নিজ২ পরিবারস্থ অপোগণ্ড শিশু এবং কুলকামিনী গণের নামোল্লেখ করিয়া বালস্বভাবসুলভ অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাজন প্রতিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে সুচির প্রচলিত সংহিতার প্রমাণ সমূহের প্রতিকূলতায় অপ্রচলিত পুরাণের কবিতা উপস্থিত করিয়া স্মৃতি-ব্যবসায়ি পণ্ডিত দিগের বিস্ময় জন্মাইয়া দিয়াছেন। এই ধর্ম্মকণ্টকী দিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ সমালোচনা সম্বন্ধীয় বিদ্বেষ মূলক যত্ন ও পরিশ্রম সম্পূর্ণ বিফল হইয়াছে, বোধ হয় পাঠকবর্গ আমাদের প্রতিকূল সমালোচন ও মীমাংসা ব্যতীতই অযৌক্তিক ও অসম্বদ্ধ প্রলাপপূর্ণ সাময়িক সমালোচনার অসারতা ও অসত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

বহুসংখ্যক লোক সাময়িক সমালোচনার প্রতিবাদ ও মীমাংসা পাঠের নিমিত্ত কৌতূহলী হইয়া নানাস্থান হইতে আমাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছেন। পাঠকবর্গের আগ্রহ ও কৌতূহল তৃপ্তি করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমরা সাময়িক সমালোচনার মীমাংসা সূচক সংক্ষিপ্ত সমালোচন প্রকাশ করিতে যত্নবান হইলাম। প্রথম পরিচ্ছেদে—শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—ত্রিপুরক্ষত্রিয় গণের আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় মীমাংসা, তৃতীয় পরিচ্ছেদে—মোকদ্দমা ঘটিত নির্দ্ধারণ সহকারে সাময়িক সমালোচনার সমালোচন প্রকাশিত হইল, পাঠকবর্গের বিচার ও বিবেচনা স্থলে স্থান প্রাপ্ত হইলেই যত্ন সফল মনে করিব।

সন ১২৮৯ বাং }
ভাদ্র }

জনৈক ঢাকানিবাসী।

সাময়িক সমালোচনার

সমালোচন ও

মীমাংসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শাস্ত্র বিষয়ক।

সাময়িক সমালোচনাতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"কালচক্রের কুটিল ঘূর্ণায়মান গতিতে এবং ভারতের শিরে সময়েঃ বিপদের ঝঞ্ঝাবাত ও শিলাবৃষ্টি পতনে ভারতের রাজবর্গ কতক চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া একবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। কোনটী ভগ্নাবশেষ মাত্র ও কতক কোন প্রকার জীবিত রহিয়াছে। যদিও এই সুযোগ অবলম্বনে একজাতি অন্য জাতি এক বংশ অন্য বংশ বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা করিতে পারেন্, কিন্তু এইক্ষণও আমাদের দেশে যে সকল গ্রন্থ বিদ্যমান রহিয়াছে তদ্দ্বারা মূল বিষয় ঠিক করা অসাধ্য হয় না।"

মীমাংসা।

বিদেশীয় আক্রমণকারীদিগের ক্রমশঃ দৌরাত্ম্যে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের অশেষ দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষের রাশি রাশি গ্রন্থ মুসলমানদিগের কর্তৃক দগ্ধীভূত হইয়াছে। মহাভারত, রামায়ণ এবং কয়েকখানি পুরাণ ব্যতীত ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন ক্ষত্রিয়গণের বিবরণ জানিবার উপায়ান্তর নাই। মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণ সমূহে ক্ষত্রিয়

গণের বংশ বিবরণ যে পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়া নিঃশেষিত হইয়াছে, তাহার পর অবধি ক্ষত্রিয়গণের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত জানিবার উপায় কি? ভারতবর্ষীয় প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে জন্মেজয়ের সর্পস্থূয় যাগই এক প্রকার শেষ ঘটনা। তাহার পর অবধি একাল পর্য্যন্ত বহু সহস্র বর্ষের বহু বিস্তৃত ঘটনা জানিতে হইলে কোন প্রামাণিক পুস্তকের আবশ্যক। কেবল জনশ্রুতির উপর এরূপ গুরুতর বিষয়ক বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করা যাইতে পারে না। ক্ষত্রিয়গণের ইতিহাস সম্বন্ধে উহাদিগের বংশচরিত পুস্তকই বিশিষ্ট প্রমাণ।

চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের একটী সাধারণ প্রথা এই তৎতৎ বংশীয় নৃপতিগণ পুরুষানুক্রমে নিজ নিজ বংশচরিত ক্রমশঃ সঙ্কলন করিয়া থাকেন। তাহার কতিপয় বংশচরিত অবলম্বন করিয়াই টড্ সাহেব রাজস্থানের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে মুদ্রা কার্য্যের বহুল পরিমাণে প্রচলনাভাবে সেই সমুদয় বংশচরিত রাজতরঙ্গিনীর ন্যায় মুদ্রিত হইয়া সাধারণ সমীপে প্রকাশিত হয় নাই।

ত্রিপুরনৃপতিগণের এক বংশচরিত সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। তাহার নাম "রাজ রত্নাকর।" ত্রিপুরেশ্বরগণ কর্ত্তৃক পুরুষানুক্রমে ক্রমশঃ সঙ্কলিত হইয়া উহাতে চন্দ্রদেব হইতে বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বরের পিতৃজীবনচরিত পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রামাণিক ইতিবৃত্ত রাজরত্নাকর দ্বারা বিশদরূপে ত্রিপুররাজবংশের প্রকৃত পরিচয় নির্ণীত হইতেছে।

সাময়িক সমালোচনাতে প্রকাশিত হইয়াছে——

"জাতিভ্রষ্ট দ্রুহ্যুর সন্তানগণ সমাজে গৃহীত হইতে পারে না।"

দ্রুহ্যুর জাতিচ্যুতির কারণ কি, সাময়িক সমালোচনায়

ইহার কোন ও প্রমাণ প্রদর্শিত হয় নাই। কোন প্রাচীন গ্রন্থেও ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মহাভাগ যযাতি স্বীয় তনয়দিগকে জরা গ্রহণে অসম্মত দেখিয়া যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে দ্রুহ্যুর জাতিচ্যুতির কোন ও কারণ লক্ষিত হয় না।

দ্রুহ্যুং প্রতি যযাতিরুবাচ।
যত্ত্বংমে হৃদয়াজ্জাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি।
তস্যাৎদ্রুহ্যোপ্রিয়ঃ কামো ন চ সম্পৎস্যতেকচিৎ॥ (২০)
যত্রাশ্বরথমুখ্যানামশ্বানাং স্যাদ্গতং ন চ:
হস্তিনাং পীঠকানাঞ্চ গর্দ্দভানাং তথৈবচ।
বস্তানাঞ্চ গবাঞ্চৈব শিবিকায়া স্তথৈবচ॥ (২১)
উডুপপ্লব সন্তারো যত্র নিত্যং ভবিষ্যতি।
অরাজা ভোজশব্দত্বং তত্র প্রাপ্স্যসি সান্বয়। (২২শ্লোক)
মহাঃ আঃ ৮১ অঃ

(অন্যার্থ) যযাতি বলিলেন, হে দ্রুহ্যো! তুমি আমার হৃদয় হইতে সঞ্জাত হইয়া ও স্বীয় যৌবন প্রদান করিলে না, অতএব কখনও তোমার মনোরথ সফল হইবে না। যে স্থানে মুখ্য অশ্বরথ, হস্তী, পীঠক, গর্দ্দভ, ছাগ, গো ও শিবিকার গতায়াত থাকিবে না, যেখানে নিত্যভেলা ও সন্তরণ দ্বারা যাতায়াত করিতে হইবে তুমি সেই স্থানে সবংশে নামমাত্রে রাজা ও ভোজাশব্দত্ব প্রাপ্ত হইবে।

সমালোচক প্রকাশ করিয়াছেন——

"সর্ব্বসমাদৃত বেদ তুল্য মহাভারতের আদিপর্ব্বের চতুরশীতিতম অধ্যায়ের শেষভাগে লিখিত হইয়াছে যযাতির পাঁচ পুত্র মধ্যে যদুর পুত্রেরা যাদব, তুর্ব্বসুর পুত্রেরা যবন, দ্রুহ্যের পুত্রেরা ভোজ, অনুর পুত্রেরা ম্লেচ্ছ বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। পুরু হইতে পৌরব বংশ উৎপত্তি হইয়াছে।

এইক্ষণ আমরা জিজ্ঞাসা করি ত্রিপুররাজ্য কি ভোজ রাজ্য ? না ভোজ রাজ্য একটী স্বতন্ত্র।"

ভারতবর্ষে নানাস্থানে বহুবিধ ভোজবংশ বিদ্যমান আছে, মহাভারতস্থ সভাপর্ব্বের ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"ঐলবংশ্যাশ্চ যে রাজন্ তথৈবৈক্ষ্বাকবোনৃপাঃ
তানিচৈকশতং বিদ্ধি কুলানি ভরতর্ষভ।
যযাতিস্ত্বেব ভোজানাং বিস্তরো গুণতোমহান্
ভজতেঽদ্য মহারাজ বিস্তরংস চতুর্দ্দিশম্।

অনুবাদ।

রাজন্! চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ হইতে একশত কুল উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে ভোজবংশীয় নৃপতি যযাতির বংশই ভূমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল।"

সপ্রমাণ হইতেছে যযাতি স্বয়ং ভোজ শব্দে অভিহিত ছিলেন। যযাতির যে যে পুত্র শাপগ্রস্ত হইয়া জাতিভ্রষ্ট হইয়াছিল তদ্ব্যতীত যযাতির বংশধরগণ সাধারণতঃ ভোজ শব্দে অভিহিত। যযাতি দ্রুহ্যকে নিজ ভোজাখ্যা প্রদান করাতে ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে যে তিনি তুর্ব্বসু ও অনুর ন্যায় দ্রুহ্যকে জাতিচ্যুত করেন নাই।

অশ্বমেধ পর্ব্বের ৮৭ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা কহিলে ভোজবংশাবতংশ মহাত্মাহৃষী-কেশ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন"। সপ্রমাণ হইতেছে শ্রীকৃষ্ণও ভোজ বংশীয় ছিলেন। গান্ধার পতি সুবল ভোজ বংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। আদিপর্ব্বের ৯৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে, "ভোজদুহিতা পৃথা ও মাদ্রী, পাণ্ডুর সহধর্ম্মিনী"। মথুরার কংশ মহারাজও ভোজবংশীয় ছিলেন। অভিধানেও ভোজ শব্দের অর্থ স্বনামখ্যাতবংশ বিশেষ দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ

ভোজ আখ্যাটী বংশগত, স্থানগত নহে। ভোজ আখ্যাদ্বারা কোনরূপ জাতিগত দোষও বুঝায় না।

বিহার অঞ্চলে ভোজপুর নামক একটী স্থান আছে, কেহ কেহ উহাকে ভোজ রাজ্য বলিয়া অনুমান করেন। সেই আনুমানিক জ্ঞান লাভ করিয়াই সমালোচক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেই ভোজপুরে যে সমুদয় ক্ষত্রিয় বাস করিবে, সমুদয়ই ভোজবংশীয় বলিয়া পরিচিত হইবেক, অথবা ভোজ বংশীয়েরা যে স্থানে যাইয়া অবস্থিতি করিবেক, সেই স্থানই ভোজরাজ্য হইবেক। সমালোচক মহাশয় এরূপ জ্ঞানলাভদ্বারা ঘোরতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণের বংশধরগণ ভোজবংশীয় হইলেও যদুবংশীয় বলিয়া পরিচিত এবং তাঁহাদিগের আবাস রাজ্য ভোজরাজ্য নহে। সেই প্রকার ত্রিপুর ক্ষত্রিয়গণ ভোজবংশীয় হইলেও দ্রুহ্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত, এবং ইহাদিগের আবাস রাজ্য ত্রিপুরাপ্রদেশ ভোজরাজ্য নহে।

সমালোচনাতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"মহাভারতীয় আদিপর্ব্বে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ে এক স্থানে লিখিত আছে দ্রুহ্য তস্য পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে তিনি দ্রুহ্যকে বলিলেন যে দেশে অশ্বরথাদি থাকিতেও কি অশ্বরথ, কি রাজার যোগ্য যান, কি গর্দ্দভ, কি ছাগ, কি শিবিকা কিছুরই যাইবার পথ থাকিবেক না। সকলে উড়ুপ দ্বারাই সর্ব্বদা গতায়াত করিবেক। তুমি সেই স্থানের নাম মাত্র রাজা হইবে। উড়ুপ শব্দে ভেলা, ত্রিপুরপর্ব্বতে কি উড়ুপ দ্বারা চলাচল হয়?"

দ্রুহ্য শাপগ্রস্থ হইয়া কপিলাশ্রমে ও তৎসমীপস্থ ত্রিবেগ নগরে বাস করেন। সেই স্থানে অশ্ব রথাদির গমনাগমন ছিল না, দ্রুহ্য ত্রিবেগে থাকিয়া জীবিত কাল, এবং তদ্বংশীয়-

গণ ২৩ পুরুষ পর্য্যন্ত সেই শাপ ভোগ করিয়াছেন। ভোগে পাপক্ষয় বশতঃ এবং কপিল মুনির বর নিবন্ধন দ্রুহ্যু বংশীয়গণের প্রতি সেই পূর্ব্ব শাপ ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়াছে।

রাজরত্নাকরে উক্ত হইয়াছে—

" মহামুনি কপিল উবাচ—

পিতৃশাপবিপন্নস্য প্রীতোঽহং তবসেবয়া
বরং গৃহাণ দ্রুহ্যোত্বং স্ববংশশুভকাঙ্ক্ষিণঃ
মদ্বরেণচ ভোগেন পাপক্ষয়ো ভবিষ্যতি
যযাতেঃ শাপতোমুক্তিং লপ্স্যন্তে তববংশজাঃ।

অনুবাদ।

মহামুনি কপিল কহিলেন দ্রুহ্যু! তুমি পিতৃশাপে বিপদগ্রস্ত হইয়া স্বীয় বংশের শুভকামনায় আমার সেবা করিতেছ, আমি তোমার সেবায় পরমপ্রীতিলাভ করিয়াছি। বর গ্রহণ কর। আমার বরে এবং বহুকাল শাপভোগে পাপক্ষয় হইবেক, তোমার বংশীয়গণ কালে যযাতির শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবেক।

সমালোচক যদি দ্রুহ্যু এবং তদ্বংশীয়গণের সম্পূর্ণ ইতিহাস জানিতেন তাহা হইলে "জাতিভ্রষ্ট দ্রুহ্যু" ওরূপ কথা উল্লেখ করিতে অবশ্যই কুণ্ঠিত হইতেন।

সাময়িক সমালোচনাতে প্রকাশিত হইয়াছে—

" দিশি দক্ষিণ পূর্ব্বস্যাং তুর্ব্বসুং প্রত্যথা দিশৎ
প্রতীচ্যাঞ্চ তথা দ্রুহ্যুং দক্ষিণা পথতো যদুং।
উদীচ্যাঞ্চ তথৈবানুংকৃত্বা মণ্ডলিনো নৃপান্
সর্ব্বপৃথ্বী পতিং পূরুং সোভিষিচ্যবনং যযৌ।

যযাতি দক্ষিণপূর্ব্বদিকে তুর্ব্বসুকে, পশ্চিম দিকে দ্রুহ্যুকে, দক্ষিণা পথে যদুকে, উত্তর দিকে অনুকে, অধীন শাসন কর্ত্তা করিয়া পূরুকে সর্ব্ব পৃথ্বী রাজ্যে অভিষেক পূর্ব্বক বনগমন করিলেন।"

ত্রিপুরদেশ ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে স্থিত। বিষ্ণুপুরাণের মতে দ্রুহ্যু পশ্চিম দিকে গমন করিয়াছিলেন। এইরূপ নিদ-

র্শন যোজনা দ্বারা সমালোচনা লেখক দ্রুহ্য কি তৎসন্তান গণের ত্রিপুরাগমন অসম্ভব প্রমাণিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

মীমাংসা।

সর্ব্ব পুরাণশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধে ঊনবিংশ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

" ইত্যুক্ত্বা নাহুষোজায়াং তদীয়ং পূরবে বয়ঃ
দত্ত্বা সজ্বরসং তস্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দ্রুহ্যুং, দক্ষিণতো যদুং,
প্রতীচ্যাং তুর্ব্বসুং চক্রে উদীচ্যামনুমীশ্বরম্
ভূমণ্ডলস্য সর্ব্বস্য পূরু মর্হত্তমং বিশাং
অভিষিচ্যাগ্রজাংস্তস্য বশে স্থাপ্য বনং যযৌ"

ভাগবতের প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে দ্রুহ্য দক্ষিণপূর্ব্বদিকে, যদু দক্ষিণ দিকে, তুর্ব্বসু পশ্চিম দিকে, অনু উত্তর দিকে, গমন পূর্ব্বক সম্রাট পূরুর অধীন হইয়া আধিপত্য করিয়াছিলেন।"

রাজা রাধাকান্ত দেবকর্ত্তৃক সঙ্কলিত প্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুমে পুরাণ ইতিহাস সমূহের পরস্পর দ্বৈধ মীমাংসা সহকারে যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

"যযাতি মরণসময়ে কনিষ্ঠপুত্রং পূরুং রাজচক্রবর্ত্তিনং কৃতবান্।
যদবে দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং কিঞ্চিদ্রাজ্যখণ্ডং দত্তবান্।
তথা দ্রুহ্যবে পূর্ব্বস্যাং দিশি পশ্চিমায়াং
তুর্ব্বসবে উত্তরস্যামনবে সর্ব্বান পূরোরধীনাংশ্চক্রে।

সম্রাট যযাতি মরণ সময়ে কনিষ্ঠ পুত্র পূরুকে রাজচক্রবর্ত্তি পদে স্থাপন পূর্ব্বক, যদুকে দক্ষিণপূর্ব্বদিকে কিঞ্চিৎ রাজ্যখণ্ড প্রদান করিয়া দ্রুহ্যকে পূর্ব্বদিকে, তুর্ব্বসুকে পশ্চিমদিকে, অনুকে উত্তরদিকে সম্রাট পূরুর অধীন শাসন কর্ত্তা করিলেন।"

ত্রিপুররাজেতিবৃত্ত রাজরত্নাকরে বর্ণিত হইয়াছে—

"সদ্রুহ্যঃ পিতৃশাপেন নিজদেশবহির্গতঃ
কপিলস্য মুনেঃ পূর্ব্বমাশ্রমঃ প্রগতস্তদা।
যত্রগঙ্গা দক্ষিণগা ভূত্বা সাগরসঙ্গমং
চকার যত্রগঙ্গায়াঃ সমুদ্রস্যচ মধ্যতঃ।
ক্ষুদ্র দ্বীপেঽবসৎ পূর্ব্বং স মহান্ কপিলোমুনিঃ
যত্র ভাগীরথী পুন্যা তদাশ্রম তলং গতা।
কপিলেতিচ সাগঙ্গা যত্রচ খ্যাতিমাগতা
তস্মিন্ দেশে গজাদীনাং গতিমাত্রং ন বিদ্যতে।
কিয়ৎকালং তস্য মুনেরাশ্রমে ভূমিপাত্মজঃ
উষিত্বা তন্মুনেরাজ্ঞা বশতশ্চাশ্রমাত্ততঃ।
জগাম কপিলাযত্র ভূতা ত্রিপথগামিনী
তস্যাস্তীরে তু কৃতবাংস্ত্রিবেগনগরং ততঃ।

অনুবাদ।

দ্রুহ্যু পিতৃশাপে স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া কপিল মুনির পূর্ব্বতন আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দক্ষিণগা সাগর সঙ্গতাগঙ্গা এবং সমুদ্রের মধ্যগত এক ক্ষুদ্র দ্বীপে মহামুনি কপিল বাস করিতেন। সেই কপিলাশ্রমের তলবাহিনী বলিয়া পুন্যা ভাগীরথী কপিলাগঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছে। সেই প্রদেশে গজাশ্ব প্রভৃতির গমনাগমন লক্ষিত হয় না। রাজতনয় কিয়ৎকাল সেই মুনির আশ্রমে বাস করিয়া মুনির আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক যে স্থানে কপিলাগঙ্গা ত্রিপথগামিনী হইয়াছে সেই স্থানে গমন করিলেন এবং তথাবিধ কপিলাগঙ্গার তীরভাগে ত্রিবেগ নামক এক নগর সংস্থাপন করিলেন।"

দ্রুহ্যু বহুকাল ত্রিবেগ নগরে বাস করিয়া পরলোকগমন করেন।

যযাতির রাজধানী দিল্লী কি তন্নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল। গঙ্গাসাগর সঙ্গম স্থানের সমীপস্থ ত্রিবেগ নগর বঙ্গদেশের দক্ষিণপশ্চিম প্রান্তে, সুতরাং যযাতির রাজধানী হ-

ইতে দ্রুহ্যু স্থাপিত ত্রিবেগ নগর কিঞ্চিৎ দক্ষিণ সংস্পৃষ্ট পূর্ব্ব দিকে স্থিত। শ্রীমদ্ভাগবত, শব্দকল্পদ্রুম এবং রাজরত্নাকরদ্বারা দ্রুহ্যুর দক্ষিণপূর্ব্বদিকে গমন প্রতিপন্ন হইল।

সমালোচনাতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"বিষ্ণুপুরাণের সপ্তদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

দ্রুহ্যোস্তুতনয়ো বভ্রুঃ ততঃ সেতুঃ সেতু পুত্র আরদ্বান্ নাম,
তদাত্মজো গান্ধারঃ ততো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মাৎ ধৃতঃ ধৃতাৎ দুর্গমঃ
ততঃ প্রচেতাঃ প্রচেতসঃ পুত্রশতং অধর্ম্মবহুলানাং।
ম্লেচ্ছানামুদীচ্যাদীনামাধিপত্যমকরোৎ।

দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু, বভ্রুর পুত্র সেতু, সেতুর পুত্র আরদ্বান্, আরদ্বানের ত্রে গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে ধৃত, ধৃত হইতে দুর্গম, দুর্গম ইতে প্রচেতা, প্রচেতার একশত পুত্র হইয়াছিল। ইহারা সকলেই উদীচ্য প্রভৃতি দেশে অধর্ম্মনিয়তম্লেচ্ছজাতির উপর রাজত্ব করিতে লাগিলেন।"

মীমাংসা।

প্রচেতার একশত পুত্র উত্তর প্রভৃতি প্রদেশীয় ম্লেচ্ছ াতির উপর আধিপত্য করিয়াছিল, বিষ্ণুপুরাণের এরূপ র্ণনাদ্বারা প্রচেতার বংশীয় কেহ দ্রুহ্যুস্থাপিত ত্রিবেগন-রে ছিল না, এবং উহাদিগের কেহ কখনও ত্রিপুরা প্রদেশে মন করে নাই, এরূপ প্রমাণিত হয় না।

রাজরত্নাকরে লিখিত আছে দ্রুহ্যুর পুত্র বভ্রু, বভ্রুর ত্র হেসতু, সেতুর পুত্র আনর্ত্ত, আনর্ত্তের পুত্র গান্ধার, গান্ধা-রের পুত্র ধর্ম্ম, ধর্ম্মের পুত্র ধ্বত, ধ্বতের পুত্র দুর্ম্মদ, দুর্ম্মদের ত্র প্রচেতা। প্রচেতার একশত পুত্র জন্মে। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠের াম পরাচি।

মালোচকের ভ্রম সংশোধনার্থ রাজরত্নাকরের দুইটী শ্লোক দ্ধৃত করা গেল—

"নপ্রত্যাগমনং চেতি শঙ্কয়া চলমানসঃ
নৃপাসনে সুতং জ্যেষ্ঠমভিষিচ্য পরাবসুং
পরাচির্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধমেকোনশত সংখ্যকৈ
র্বিজয়ায় দিশাং বীর ঔদীচ্যাভিমুখো যযৌ।"

ত্রিবেগে পুনঃ প্রত্যাগমন ঘটে কিনা এই আশঙ্কায় মহারাজ পরাচি জ্যেষ্ঠতনয় পরাবসুকে রাজাসনে স্থাপিত করিয়া একোনশত সহোদরের সহিত দিগ্বিজয়ার্থ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পরাচি প্রভৃতি একশত ভ্রাতার এতদতিরিক্ত বৃত্তান্ত রাজরত্নাকরে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরাচিতনয় পরাবসুর চতুর্দ্দশ পুরুষ পর তৎবংশে প্রতর্দ্দন জন্ম গ্রহণ করেন। মহাত্মা প্রতর্দ্দনই প্রথমতঃ ত্রিবেগ হইতে ত্রিপুররাজ্যে গমন করিয়া সেই রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক তথায় নিয়ত বাস করেন, প্রতর্দ্দন হইতে বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরসিংহাসনে একমাত্র বংশীয়গণেরই ধারাবাহিক অভিষেক চলিয়া আসিয়াছে।

প্রচেতার তনয় পরাচি ম্লেচ্ছদেশবাসে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদি এরূপ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলেও পরাচিতনয় পরাবসুর প্রতিতদ্দোষস্পর্শ লক্ষিত হয় না। যেহেতুক পরাচির ম্লেচ্ছদেশ গমনের পূর্ব্বেই পরাবসু ত্রিবেগের অধিকার লাভ করিয়া তথায় নিয়ত বাস করিয়াছিলেন। পরাচি প্রভৃতির ত্রিবেগ প্রত্যাগমন রাজরত্নাকরে লিখিত নাই, এবং কোন পুরাণ ইতিহাসেও তৎপ্রত্যাগমন বর্ণন-দৃষ্ট হয় না। নির্দ্দোষ পরাবসুবংশীয় ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ পরাচি প্রভৃতির ম্লেচ্ছদেশ-বাসদোষে দূষিত নহে, ইহা বিশদরূপে মীমাংসিত হইল।

সমালোচনাতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞেও ত্রিপুরাধিপতির নিমন্ত্রণ ও গমনবৃত্তান্ত মহাভারতে দৃষ্ট হয়না। তবে কি ত্রিপুররাজবংশীয় রাজমালাতে যযাতির প্রপৌত্র ত্রিলোচন যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় কালে হস্তিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এরূপ লিখিত হইয়াছে। ওদিগে যযাতি হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত গণনা করিলে ৫০ পুরুষ হয়, ইহাতে দ্রুহ্যুর পৌত্র ত্রিলোচন যযাতির চতুর্থ পুরুষের ব্যক্তি সেই যযাতির পঞ্চাশৎ পুরুষের যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে কি রূপ উপস্থিত হওয়া সম্ভব।"

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ত্রিপুরাধিপতির নিমন্ত্রণ মহাভারতে বর্ণিত হয় নাই সত্য, কিন্তু মহাভারতীয় সভা পর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—

"ত্রৈপুরং স বশেকৃত্বা রাজানমমিতৌজসং
নিজগ্রাহ মহাবাহুস্তরসা পৌরবেশ্বরম্।

দিগ্বিজয়ার্থী সহদেব অপরিমিত তেজোরাশিসমন্বিত ত্রিপুররাজকে বশীভূত করিয়া পরে পৌরবেশ্বরকে বল পূর্ব্বক পরাভূত করিলেন।"

মহাভারতীয় এই শ্লোকের মর্ম্মদ্বারা সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সহিত ইতিপূর্ব্বে ত্রিপুরেশ্বরের যে সদ্ভাব ছিলনা ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে। পরস্পর অসৌহার্দ্দ বশতঃ রাজসূয় যজ্ঞে যাঁহাদের আসিবার সম্ভাবনা ছিলনা এবং নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে যাঁহারা রাজসূয় যজ্ঞে আসিয়া সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের সহিতই দিগ্বিজয় উপলক্ষে পাণ্ডবদিগের সমর সংঘটিত হইয়াছিল।

"রাজানমমিতৌজসং—অপরিমিত তেজোরাশি সমন্বিত রাজা।"

এরূপ বিশেষণ অক্ষত্রিয় কোন ভূপতির প্রতি প্রযুক্ত হইবার নহে। মহাভারতে পার্ব্বত্য ভূপতিগণের সহিত দিগ্বিজয় উপলক্ষে পাণ্ডবগণের যুদ্ধ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে,

তাহা পাঠ করিলে এবং ত্রিপুরাধিপতির সহিত দিগ্বিজয়ার্থী সহদেব যুদ্ধে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইলে ত্রিপুরেশ্বর যে পার্ব্বত্য প্রভৃতি জাতীয় ভূপতি হইতে পৃথক, ইহা স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবেক এবং নিঃসন্দেহ রূপে ত্রিপুরেশ্বরকে প্রধান ক্ষত্রিয়রাজা বলিয়া বিশ্বাস হইবেক।

দ্রুহ্যুর প্রপৌত্র ত্রিলোচন, এবং যুধিষ্ঠির যযাতির পঞ্চাশত্তম উত্তর পুরুষ, এরূপ বংশাবলী কোথা হইতে সংগৃহীত হইল? সমালোচকের ভ্রম সংশোধন অথবা চতুরতা নিবারণের নিমিত্ত মহাভারত হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত পুরু বংশাবলী এবং রাজরত্নাকর হইতে চিত্ররথ পর্য্যন্ত ত্রিপুর রাজ-বংশাবলী উদ্ধৃত হইল।

রাজরত্নাকরে লিখিত আছে —

"ততঃক্রমশ আগত্য দেশে ত্রিপুরসংজ্ঞকে
সহদেবো মহাবীর আত্মন্যেতদচিন্তয়ৎ
মহারাজশ্চিত্ররথো বিশ্রুতস্ত্রিপুরেশ্বরঃ
সোঽপ্যয়ং ভয়মাগত্য কিস্মিন্মে বশমেষ্যতি
সহদেবাগতিং শ্রুত্বা যুদ্ধায় স উপস্থিতঃ
সহদেবোপি ভীতাত্মা মত্বা বা স্বীয় বংশজং
অস্মিন্ প্রদর্শ্য সৌজন্যমানীয় স্ববশে চ তং
মুদাতেনাপি সার্দ্ধং স যজ্ঞস্থানমুপাগতঃ
মহারাজশ্চিত্ররথো রাজসূয়ে মহাক্রতৌ
বহুসম্মানিতস্তত্র নিজ রাজ্যমুপাগমৎ।"

অনুবাদ।

মহাবীর সহদেব ক্রমশঃ ত্রিপুররাজ্যে আগমন করিয়া এইরূপ চিন্তা করিলেন, শুনিয়াছি মহারাজ চিত্ররথ ত্রিপুর রাজ্যের অধীশ্বর। ইনি কি ভয় পাইয়া বশীভূত হইবেন?

ত্রিপুর রাজ বংশাবলী।

১। চন্দ্র
২। বুধ।
৩। পুরূরবা।
৪। আয়ু।
৫। নহুষ।
৬। যযাতি।
৭। দ্রুহ্যু।
৮। বভ্রু।
৯। সেতু।
১০। আনর্ত্ত।
১১। গান্ধার।
১২। ধর্ম্ম।
১৩। ধৃত।
১৪। দুর্মদ।
১৫। প্রচেতা।
১৬। পরাচি।
১৭। পরাবসু।
১৮। পারিষদ।
১৯। অরিজিৎ।
২০। সুজিৎ।
২১। পুরূরবা।
২২। বিবর্ণ।
২৩। পুরুসেন।
২৪। মেঘবর্ণ।
২৫। বিকর্ণ।
২৬। বসুমান্।
২৭। কীর্ত্তি
২৮। কনীয়ান্
২৯। প্রতিশ্রবা।
৩০। প্রতিষ্ঠ।
৩১। শক্রজিৎ।
৩২। প্রতর্দ্দন।
৩৩। প্রমথ।
৩৪। কলিন্দ।
৩৫। ক্রথ।
৩৬। মিত্রারি।
৩৭। বারিবর্হ।
৩৮। কার্ম্মুক।
৩৯। কলিঙ্গ।
৪০। ভীষণ।
৪১। ভানুমিত্র।
৪২। চিত্রসেন।
৪৩। চিত্ররথ।

পুরুবংশাবলী।

১। চন্দ্র
২। বুধ
৩। পুরূরবা
৪। আয়ু
৫। নহুষ।
৬। যযাতি।
৭। পুরু।
৮। জন্মেজয়।
৯। প্রাচীম্বান্।
১০। সংযাতি।
১১। অহংযাতি।
১২। সার্ব্বভৌম।
১৩। জগৎসেন।
১৪। অরাচীন।
১৫। অরিহ।
১৬। মহাভৌম
১৭। অযুতনায়ী
১৮। অক্রোধন।
১৯। দেবাতিথি।
২০। দ্বিররিহ।
২১। ঋক্ষ।
২২। মতিনার।
২৩। তংসু।
২৪। ইলিন।
২৫। দুষ্মন্ত।
২৬। ভরত।
২৭। ভুমন্যু।
২৮। সুহোত্র।
২৯। হস্তি।
৩০। বিকুণ্ঠন।
৩১। অজমীঢ়।
৩২। সম্বরণ।
৩৩। কুরু।
৩৪। বিদূরথ।
৩৫। অনশ্বা।
৩৬। পরীক্ষিত।
৩৭। ভীমসেন।
৩৮। প্রতিশ্রবা।
৩৯। প্রতীপ।
৪০। শান্তনু।
৪১। বিচিত্রবীর্য্য
৪২। পাণ্ডু।
৪৩। যুধিষ্ঠির।

মহাভারত আদিপর্ব্ব ৯৩ অধ্যায়।

কখনই নহে। সহদেবের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া চিত্র-রথ সমরক্ষেত্রে সম্মুখীন হইলেন। সহদেব শঙ্কা বশতই হউক, অথবা নিজবংশীয় বলিয়াই হউক, সৌজন্য প্রদর্শন পুর্ব্বক চিত্ররথকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। ত্রিপুরাধিপতি চিত্র-রথ সহদেবের সহিত পরমাহ্লাদে যজ্ঞ স্থলে উপস্থিত হই-লেন। মহারাজ চিত্ররথ রাজসূয় যজ্ঞে বহুসম্মানিত হইয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

রাজরত্নাকরের এই প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে ত্রি-পুরেশ্বর চিত্ররথ এবং সম্রাট যুধিষ্ঠির সমকালীন নৃপতি ছিলেন। যযাতি হইতে যুধিষ্ঠির পর্য্যন্ত ৩৮ পুরুষ, এদিকে যযাতি হইতে ত্রিপুরাধিপতি চিত্ররথ পর্য্যন্তও ঠিক ৩৮ পুরুষ। পাণ্ডব রাজসূয় যজ্ঞে গমন বিষয়ে যে ত্রিলোচনের কথা সমালোচনাতে উল্লিখিত হইয়াছে, সেই ত্রিলোচন নৃ-পতি চিত্ররথের প্রপৌত্র, সুতরাং যযাতির ৪১ উত্তর পুরুষ। সমালোচক কর্ত্তৃক চতুরতা সহকারে লোকের ভ্রম জন্মাইবার চেষ্টা বিফল প্রতিপন্ন করা গেল। অথবা তাঁহার ভ্রম সং-শোধিত হইল।

সমালোচনাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

"পৌরাণিক মতে পার্ব্বতীয় ত্রিপুরাদেশ দৈত্যদেশ বলিয়া বিখ্যাত। ত্রিপুর পর্ব্বতের অংশ চণ্ডীমুড়া স্থানে চণ্ডীদেবী অসুরগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এপ্রদেশে সাধারণে প্রবাদ আছে। ঐ অসুরের অস্থি প্র-স্তরবৎ এখনও বর্ত্তমান আছে বলিয়া লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। সম্ভ-বতঃ এই পার্ব্বতীয় ত্রিপুরদেশ ত্রিপুরাসুরের বাস স্থান ও তন্নামে খ্যাত সেই অসুরকে ভূতভাবন ভবানীপতি সংহার করিয়া ত্রিপুরারি নাম ধারণ করিয়াছেন। ঐ ত্রিপুরাসুর হইতেই ত্রিপুরজাতির নামাকরণ যুক্তি সঙ্গত হয়।"

ত্রিপুরাদেশ দৈত্যদেশ ইহা কোন্ পুরাণে লিখিত আছে? যদি কোন পুরাণে এরূপ লিখিত না থাকে, তাহা হইলে সমালোচকের এই অনুমান কোথা হইতে উদ্ভূত হইল? চন্দ্রের মধ্যে একটী কদম্ গাছ আছে, উহার তলে এক বুড়ী বসিয়া চড়কা দ্বারা সুতা কাটিতেছে। এইরূপ অনেকগুলি প্রবাদ কথা বঙ্গদেশে প্রচলিত আছে। যাহারা এরূপ প্রবাদ কথা বিশ্বাস করে, তাহারাই চণ্ডীমুড়ার কতক গুলি পাথর দেখিয়া অসুরের হাড় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে।

শিবের ত্রিপুরমথন, ত্রিপুরদহন, ত্রিপুরারি নাম জানিতে পারিয়াই বোধ হয় সমালোচক ত্রিপুর নামক এক অসুর ছিল এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ কোন কালে ত্রিপুর নামক কোন এক অসুর বিদ্যমান ছিল এরূপ জানা যায় না।

মৎস্য পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—

দেবদ্রোহী অসুরগণ আত্মরক্ষার অনুরোধে স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহময় তিনটী পুরী নির্ম্মাণ করে। বিদ্যুন্মালী, ময় এবং তারকাক্ষ এই অসুরত্রয় সেই তিন পুরস্থ অসুরগণের অধিপতি ছিল। সেই দুর্ভেদ্য পুরীত্রয় একস্থানে অবস্থিত থাকিত না, কখন গগণে কখন সমুদ্রে কখন ভূতলে স্থিতি করিত। দেবগণ সেই পুরত্রয়স্থিত অসুরগণকে সমূলে বধ করিতে অপারগ হইলে শিবের আরাধনা করেন। শিব দেবগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সমরে তিন পুরীর সহিত অসুরদিগকে সমূলে দগ্ধ করিলেন। সেই জন্যই শিবের ত্রিপুরদহন, ত্রিপুরমথন ত্রিপুরারি নাম হইয়াছে।

মহাভারতের কর্ণপর্ব্বস্থ পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—

"তারকাক্ষ, কমলাক্ষ ও বিদ্যুন্মালী নামে তারকাসুরের তিন পুত্র ছিল। তাহারা প্রজাপতির বরানুসারে স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও মর্ত্তে তিন পুরী

নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। ভগবান্ ভবানীপতি তাহাদিগের নিধন মানসে অস্ত্র সংযোজন করিলে পর তিনপুরী সমবেত হয়। ভূতনাথ কর্তৃক শর নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র সেই পুরত্রয় ধরাতলে নিপতিত হইলে দৈত্যগণ ঘোরতর আর্ত্তনাদের সহিত প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর ভগবান্ ঈশান সেই ত্রিপুরদৈত্যদিগকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিম সাগরে নিঃক্ষেপ করিলেন।"

রাজা রাধাকান্ত দেব কর্তৃক সংগৃীত শব্দ কল্পদ্রুমে ত্রিপুর শব্দের অর্থ স্থলে শ্রীভাগবতের তাৎপর্য্যার্থ যাহা সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা অবিকল উদ্ধৃত করা গেল।—

"ত্রিপুরং (ক্লীং) ময়দানব নির্ম্মিতং পুরত্রয়ং পুরা অসুরা দেবৈর্নির্জিতাঃ সন্তঃ মায়িনাং পরমাচার্য্যং ময়ং শরণমাযযুঃ স গমনাগমনে অদৃশ্যা দুর্ব্বিতর্ক্য পরিচ্ছদা হৈমী রোপ্যায়সীতি তিস্রঃপুরো নির্ম্মায় তেভ্যোদদৌ তেঅসুরাস্তাভিঃ পুরীভিরলক্ষিতাঃ পূর্ব্ব বৈর মনুস্মরন্তঃ সেশ্বরান ত্রীণ লোকান নাশয়াঞ্চক্রুস্ততঃ সেশ্বরালোকা হরং উপাসাঞ্চক্রিরে। হরো মা ভৈষ্টেতি সুরানুচ্চার্য্য ধনুষি শরং সন্ধায় পুরেষু ব্যমুঞ্চত তৈঃ শরৈঃ স্পৃষ্টাঃ পুরৌকসঃ সুরা ব্যসবঃ সন্তো নিপেতুঃ মহাযোগী ময়স্তানসুরানানীয় ত্রিপুরস্থিতসিদ্ধামৃত রসকূপে ক্ষিপৎ। তেসুরাস্তদ্রসং স্পৃষ্ট্বা দৃঢ়শরীরাং সন্ত উত্তস্থুস্তদা বিষ্ণু র্গো ব্রহ্মাচ বৎসো ভূত্বা ত্রিপুরং প্রবিশ্য রসকূপামৃতং পপৌ অসুরা বিষ্ণুমায়য়া মোহিতাঃ সন্তো ন ন্যষেধন। তদা বিষ্ণুঃ স্বাভিঃ শক্তিভিঃ সম্ভোর্যুদ্ধোপকরণং রথসারথি ধনুর্ব্বাণাদিকং ব্যধাৎ ততঃ শম্ভুঃ সন্নদ্ধরথমাস্থায় শরং ধনুষি সন্ধায় মধ্যাহ্নকালে ত্রিপুরং দদাহ" ইতি শ্রীভাগবতাৎ।—

পূর্ব্বকালে অসুরগণ দেবগণকর্তৃক পরাজিত হইয়া মায়িকুলের পরমাচার্য্য ময় নামক দৈত্যের শরণাগত হইল। ময়দানব, গমনাগমনে অদৃশ্য ও দুর্লক্ষ আবরণে আবৃত স্বর্ণ রৌপ্য ও লৌহময় তিনটী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অসুরদিগকে প্রদান করিল। সেই সমুদয় অসুরগণ পুরীত্রয় দ্বারা অলক্ষিত হইয়া পূর্ব্ব বৈর স্মরণ পূর্ব্বক ত্রিলোক বিনাশ করিতে উদ্যত হইল। ত্রিলোকবাসী সমুদয় শিবের আরাধনা করিতে লাগিল।

শিব দেবগণের প্রতি ভয় নাই বলিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক ধনুকে শর সন্ধান করিয়া ত্রিপুরাভিমুখে নিঃক্ষেপ করিলেন। ত্রিপুরস্থ অসুরেরা শিব শরে আহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল। মহাযোগী ময় সেই সমুদয় অসুরগণকে আনয়ন করিয়া ত্রিপুরস্থিত সিদ্ধামৃতরসকুপে নিঃক্ষেপ করিল। অসুরগণ অমৃতরস স্পর্শ মাত্র দৃঢ় শরীর হইয়া উত্থিত হইল। সেই সময়ে বিষ্ণু গো, ব্রহ্মা বৎস হইয়া পুরত্রয়ে প্রবেশ পূর্ব্বক রসকূপামৃত পান করিল। অসুরগণ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া নিবারণ করিতে সমর্থ হইলনা। বিষ্ণু স্বীয় শক্তিদ্বারা রথ সারথি ধনুর্ব্বাণাদি যুদ্ধোপকরণ সমুদয় সংঘটন করিলেন। শম্ভু রথে আরোহণ করিয়া ধনুকে শরসন্ধান পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন কালে ত্রিপুর দহন করিলেন।

স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে ত্রিপুর নামক কোন অসুর ছিল না। তন্নামানুসারে দেশের নাম ত্রিপুর হয় নাই। অসুরগণের যে তিন পুরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ও কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছিল না, সুতরাং সেই তিন পুর ত্রিপুর প্রদেশে দগ্ধ হইয়াছিল বল পুর্ব্বক এরূপ কল্পনাও করিতে পারা যায় না।

পুরাকালে চণ্ডীদেবী ত্রিপুররাজ্যে কোন অসুর বধ করিয়াছিলেন এরূপ কাল্পনিক কিংবদন্তী বিশ্বাস করিলেও ত্রিপুর রাজ্যের পবিত্রতার হানি দেখা যায় না। দেবকর্ত্তৃক যে স্থানে অসুর নিপাতিত হয়, শাস্ত্রানুসারে সে স্থান অতি পবিত্র। বিষ্ণু কর্ত্তৃক যে স্থানে গয়াসুর নিপাতিত হইয়াছিল সেই স্থান অতি পবিত্র তীর্থ গয়া নামে প্রখ্যাত হইয়াছে।

সমালোচনাতে লিখিত হইয়াছে—

"এসিয়াটিক সোসাইটীর ১৮৫০ ইং ৭ সংখ্যার জর্ণেলের ৫৩৩ পৃষ্ঠায় মেঃ জেম্‌স লং সাহেব যাহা সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে ও পর্ব্বত ত্রিপুরার প্রাচীন নাম কিরাত অর্থাৎ ব্যাধ স্থান বলিয়া লিখিত আছে।"

মীমাংসা।

পীঠমালা তন্ত্রে শিব পার্ব্বতী সংবাদে একপঞ্চাশৎ বিদ্যোৎপত্তিতে উক্ত হইয়াছে—

" ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরসুন্দরী
ভৈরবস্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভিষ্টফলপ্রদঃ।,,

ত্রিপুরাদেশে সতীর দক্ষিণপদ পতিত হওয়াতে তথায় পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী এবং ত্রিপুরেশ ভৈরব অবতীর্ণ হইয়াছেন।,,

অদ্যাপি পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী ত্রিপুরস্থ উদয়পুরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ত্রিপুরাদেশ পীঠস্থান বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। মহাভারতেও আর্য্য স্থানোচিতরূপে ত্রিপুরদেশের উল্লেখ আছে। কোন পুরাণ ইতিহাস কিম্বা তন্ত্রে ত্রিপুরদেশ কিরাতদেশ বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই। মেঃ জেমস্ লং সাহেব কোন্ প্রমাণের বলে ত্রিপুরাদেশকে কিরাতদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন? ইউরোপীয় লোকেরা অনেক বিষয়ের সুক্ষ্মানুসন্ধান করিয়া থাকেন, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কখন২ হঠাৎ এরূপ এক একটি সিদ্ধান্ত করেন যে, তাহা শুনিলে কোন ব্যক্তিই হাস্য সংবরণ করিতে পারে না। কোন সাহেব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। আর এক সাহেব মীমাংসা করিয়াছেন রামলীলার পুর্ব্বে যুধিষ্ঠিরাদির লীলা সংঘটিত হইয়াছিল। কেহবা স্থির করিয়াছেন বহুসংখ্যক কালিদাস এবং বহুসংখ্যক বিক্রমাদিত্য ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বিদেশীয় কোন ব্যক্তি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন নুতন কথা বলিলে ভারতবর্ষীয় লোকেরা বিনা প্রমাণে তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না।

রাজরাজেশ্বরী তন্ত্রে সপ্তমোল্লাসে দেশ ব্যবস্থা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে—

" শারদামঠমারভ্য কঙ্কনাদ্রিতটান্তকং
তাবৎ কাশ্মীরদেশঃ স্যাৎ পঞ্চাশদ্যোজনান্তকং
কালেশ্বরং শ্বেতগিরিং ত্রৈপুরং নীলপর্ব্বতং
কামরূপাভিধোদেশো গণেশগিরিমূর্দ্ধনি।

শারদা মঠ বলিয়া এক প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, ঐ স্থান অবধি করিয়া কঙ্কন পর্ব্বতের তটপর্য্যন্তই কাশ্মীরদেশ বলিয়া খ্যাত। তাহার পরিমাণ পঞ্চাশ যোজন। কালেশ্বর, শ্বেতগিরি, নীলপর্ব্বত এবং ত্রৈপুর, এই চারি পর্ব্বত—সীমা ব্যাপক স্থান কামরূপ দেশ বলিয়া খ্যাত।"

উক্ত বচনদ্বয় দ্বারা ত্রৈপুরপর্ব্বত কামরূপ মধ্যে নিবিষ্ট ইহা প্রতিপন্ন হয়।

ঐ তন্ত্রের ঐ পটলে এইরূপ ক্রমে হিন্দুদেশের নাম উল্লেখ করিয়া পরে—

"পাঞ্চালদেশমারভ্য ম্লেচ্ছদক্ষিণপূর্ব্বতঃ
কাম্বোজদেশো দেবেশি বাজিরাজিপরায়ণঃ।

পাঞ্চাল দেশের পর ম্লেচ্ছ নামক দেশের দক্ষিণপূর্ব্বভাগে কাম্বোজ দেশ।"

এই বচন কহিয়া পরে—

"কাম্বোজাদ্দক্ষভাগেতু ইন্দ্রপ্রস্থস্য পশ্চিমে
পাণ্ড্যদেশো মহেশানি মহাশূরত্বকারকঃ।

কাম্বোজ দেশের দক্ষিণে ইন্দ্রপ্রস্থের পশ্চিমে পাণ্ড্যদেশ, ঐ দেশস্থ মনুষ্যগণ মহাশূরত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে।"

এইরূপে ক্রমে যবন দেশ কহিয়া পরে—

"তণ্ডুলানাং সমারভ্য রামক্ষেত্রান্তরং শিবে
কিরাত দেশো দেবেশি বিন্ধ্যশৈলান্তগো মহান্।

তণ্ডুল নামক দেশ অবধি করিয়া রামক্ষেত্রের অন্তপর্য্যন্ত কিরাত

দেশ। ঐ দেশ বিন্ধ্য পর্ব্বতকেও এক সীমা করিয়াছে, সুতরাং ঐ দেশ মহান্।"

উপরি উক্ত প্রমাণ সমূহ দ্বারা ক্রমে হিন্দু, ম্লেচ্ছ ও কিরাত দেশ সমূহের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রিপুরা-দেশ আর্য্য শাস্ত্রানুসারে আর্য্য জাতির আবাসভূমি প্রতিপন্ন হইল।

সমালোচক প্রকাশ করিয়াছেন--

"কবিবর কাশীরাম দাসের অনুবাদিত মহাভারত যে সচরাচর বিক্রয় হয়, ঐ পুস্তকের যযাতির যৌবন প্রাপ্তি বিবরণে মূল সংস্কৃত শ্লোকাংশের (অরাজা ভোজ শব্দত্বং তত্র প্রাপ্স্যসি সান্বয়ঃ।) এইরূপ অনুবাদ করিয়া লিখিত হইয়াছে।

চারি জাতি ভেদ না থাকিবে যেই দেশে
সেই দেশে রাজা হবে তোমার ঔরসে।

উপরোল্লিখিত অবস্থায় চারি জাতি ভেদ বিহীন প্রদেশে দ্রুহ্যুর বংশধরগণ রাজা হইয়া থাকিলে আমরা কি প্রকারে তাঁহাদিগকে আর্য্যজাতির সমাজে গ্রহণ করিতে পারি?"

মীমাংসা।

কবিবর কাশীরাম দাস মহাভারত মূলগ্রন্থের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া এক নূতনবিধ কাব্য রচনা করিয়াছেন। সেই পুস্তকের পয়ার কি শাস্ত্রীয় প্রমাণ স্থলে গ্রহণ যোগ্য? অরাজা ইত্যাদি শ্লোকার্দ্ধের অর্থ এই—ত্বং অরাজা অপ্রশস্ত রাজা সন্ সান্বয়ঃ অন্বয়েন স্ববংশেন সহ বর্ত্তমানঃ তত্র বসন্ ভোজশব্দং ভোজাখ্যাং প্রাপস্যসি। তুমি নাম মাত্র রাজা হইয়া সবংশে সেই স্থানে (যে স্থানে গজাশ্ব প্রভৃতির গমনাগমন লক্ষিত হয় না) বাস করিবে এবং ভোজাখ্যা প্রাপ্ত হইবে। এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ ও ব্যাখ্যা দ্বারা চারি জাতি ভেদ নাই ইত্যাদি অর্থ কোন প্রকারেই প্রতিপন্ন হয় না।

যযাতির শাপানুসারে দ্রুহ্যু নাম মাত্র রাজত্ব করিয়াছে এবং ভোজাখ্যা লাভ করিয়াছে, ইহা দ্বারা দ্রুহ্যু জাতিভ্রষ্ট হইয়াছে এরূপ প্রমাণিত হয় না। পূর্ব্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে ভোজ আখ্যাটী কোন রূপ জাতিগত দোষমূলক নহে।

সমালোচনাতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"পত্র লেখক যে ত্রিপুররাজবংশকে চন্দ্রবংশ বলিয়া লিখিয়াছেন তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না।"

মীমাংসা।

কোন জাতি বা বংশ নির্ণয় করিতে হইলে তদীয় ইতিহাস, আচার ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং স্বভাব আলোচনা করিয়াই মীমাংসা করিতে হইবেক। ক্ষত্রিয় বংশ সমুদয়ের কোন সাধারণ ইতিহাস নাই। উহাদিগের নিজ নিজ বংশচরিত যাহা ক্রমশঃ সঙ্কলিত হইয়া আসিয়াছে তাহাই এবিষয়ে একমাত্র প্রধান অবলম্বন। অধুনা ভারতবর্ষে অসংখ্য চান্দ্র সৌর ক্ষত্রিয়বংশ বিদ্যমান আছে। মহাভারতে উহার অধিকাংশেরই নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সে জন্য সেই সমুদয় বংশ অক্ষত্রিয় এরূপ বলা যাইতে পারে না। এতৎসম্বন্ধে ক্ষত্রিয়গণের নিজ নিজ বংশচরিত যে প্রামাণিক তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ত্রিপুররাজবংশচরিত রাজরত্নাকর দ্বারা ত্রিপুররাজবংশ চন্দ্রবংশ সপ্রমাণ হইতেছে। বিশেষতঃ মহাভারতেও ত্রিপুররাজবংশের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এক স্থলে মহাভারতীয় সভা পর্ব্বের—

---

* ইতিপূর্ব্বে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক যে বিজ্ঞাপন পত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার অনেকাংশ সাময়িক সমালোচনার স্থানে স্থানে প্রতিবাদ উদ্দেশ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ত্রৈপুরং স্ববশেকৃত্বা" ইত্যাদি এক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে— সেই স্থানের কিয়দংশ প্রতাপচন্দ্ররায়কৃত অনুবাদ উদ্ধৃত করা গেল। যথা—

"মহাবাহু সহদেব তেজোরাশি সমন্বিত ত্রৈপুরনৃপতিকে পরাজিত করিয়া পৌরবেশ্বরকে ও তৎপরে কৌশিকাচার্য্য স্বরাষ্ট্রাধিপতি অকৃতিকে পরাস্ত করিয়া রাশি রাশি মহামূল্য রত্ন সংগ্রহ করিলেন। কিছুদিনের জন্য সুরাষ্ট্র রাজ্যে স্কন্ধাবার সংস্থাপন করিয়া ভোজকটস্থ মহাপাত্র রুক্মী ও পরম ধার্ম্মিক বাসবসুহৃদ মহারাজ ভীষ্মকের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ভীষ্মক ও তাঁহার পুত্র উভয়েই সহদেবের শাসন শিরোধার্য্য করিলেন।
যাইতে যাইতে সহদেব বাসুদেবের সহিত সাক্ষাৎ ও তাঁহার নিকট হইতে উৎকৃষ্টরত্নরাশি গ্রহণ পূর্ব্বক শূর্পাকর, তালাকট, ও দণ্ডিদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রমান্বয়ে তাহাদিগকে জয় করিলেন। অনন্তর সাগরদ্বীপবাসী ও ম্লেচ্ছযোনিসম্ভূত ভূপতি, নিষাদ, রাক্ষস, কর্ণ, প্রবরণ, নররাক্ষসযোনিসম্ভব কালামুখ, কোলগিরি, সুরভীপট্টন, তাম্রাখ্য দ্বীপ, রামক পর্ব্বত, ও তিমিঙ্গিল বশীভূত করিয়া এক পাদ পুরুষ, বনবাসী কেরক, সঞ্জয়ন্তী নগরী ও করহাটক, এই সকলকে কেবল দূত দ্বারা আপনার বশবর্ত্তী করিয়া কর আহরণ করিলেন।"

অভিনিবেশপূর্ব্বক এই মহাভারতীয় উদ্ধৃত অংশটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে দৃষ্ট হইবে, ক্ষত্রিয়রাজগণের পরাজয়, পার্ব্বত্য, বন্য ও দ্বীপনিবাসী প্রভৃতি অধিপতিগণের পরাজয় হইতে পৃথক রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরু ও দ্রুহ্যুবংশের পুরুষগণনা নির্দ্ধারণ উপলক্ষে সহদেবের সহিত ত্রিপুরেশ্বর চিত্ররথের রাজসূয় যজ্ঞে গমন এবং তথায় বহুসম্মান লাভ বিষয়ে যে কিয়দংশ রাজরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা এবং মহভারতের এই উদ্ধৃত অংশ একত্র পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মিবে—রাজরত্নাকর ও মহাভারত একত্র

হইয়া ত্রিপুররাজবংশের ক্ষত্রিয়তার সাক্ষ্য প্রদান করি-তেছে।

মহাভারতীয় বনপর্ব্বে (ঘোষযাত্রা) ২৫৩ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

"পূর্ব্বাং দিশং বিনির্জ্জিত্য বৎসভূমিং তথাগমৎ
বৎসভূমিং বিনির্জ্জিত্য কেরলীং মৃত্তিকাবতীং
মোহনং পত্তনঞ্চৈব ত্রিপুরাং কোশলাং তথা
এতান্ সর্ব্বান্ বিনির্জ্জিত্য করমাদায় সর্ব্বশঃ
দক্ষিণাং দিশমাস্থায় কর্ণো জিত্বা মহারথান্। ইত্যাদি—

স্থানের প্রতাপ চন্দ্র রায় কৃত বাঙ্গলা অনুবাদ উদ্ধৃত করা গেল। (বীরবর কর্ণ) এই রূপে পূর্ব্বদিক্ জয় করিয়া বৎসভূমিতে উপনীত হইলেন, এবং তথায় জয়লাভ পূর্ব্বক কেরলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পত্তন, ত্রিপুরা ও কোশলা জয় করতঃ তথায় কর গ্রহণ করিয়া পরে দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন।

অনন্তর অবন্তীদেশে আগমন পূর্ব্বক সন্ধিদ্বারা তত্রত্য নরপতিকে বশী-ভূত করিয়া পরে বৃষ্ণিবংশীয় দিগের সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে গমন, এবং যবন, বর্ব্বর প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজন্যগণকে বশীভূত ও করপ্রদ করি-লেন। অরণ্য ও পর্ব্বতবাসী ম্লেচ্ছ, ভদ্র, রোহিত, আগ্নেয়, শশক, মালয় প্রভৃতি পৃথিবীর সমুদয় জাতি এবং নাগ্নজিৎ মহারথগণকে ও অনায়াসে পরাজয় করিলেন।"

কেরলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পত্তন, ত্রিপুরা ও কোশলা এইরূপ শব্দ নিবেশ এবং অপরদিকে অরণ্য ও পর্ব্বতবাসী ম্লেচ্ছ, ভদ্র, রোহিত, আগ্নেয়, শশক ও মালয় এইরূপ শব্দ যোজনা দ্বারা মহাভারতে ত্রিপুররাজবংশের জাতীয় শ্রেণীর বিভাগ নির্ণীত হইয়াছে। কেরলী ও কোশলা প্রভৃতি দেশীয় রাজগণ যেরূপ ক্ষত্রিয়, ত্রিপুররাজগণকেও ব্যাসদেবের বর্ণ-নানুসারে সেইরূপ ক্ষত্রিয় স্বীকার করিতে হইবে।

ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ চন্দ্রবংশীয় কিনা এবিষয়ে উঁহাদিগের বংশচরিত রাজরত্নাকরই বিশিষ্ট প্রমাণ। আকবরনামা যদি আকবর বাদসাহের ঐতিহাসিক জীবনচরিত হয়, রাজতরঙ্গিণী যদি কাশ্মীরদেশীয় পূর্ব্ব নৃপতিগণের ইতিহাস হয়, তবে রাজরত্নাকরও ত্রিপুররাজবংশের ঐতিহাসিক প্রমাণ স্থলে অবশ্যই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রাজরত্নাকরে উক্ত হইয়াছে—

"রাজংস্তে পূর্ব্বজাতানাং পুরুষাণাং মহাত্মনাং
বংশবিস্তারবৃত্তান্তং শ্রোতৃণাং বিস্ময়প্রদং
দক্ষপ্রজাপতেঃ কন্যাঃ সপ্তবিংশতি সংখ্যকাঃ
স সমুদ্‌বাহা রোহিণ্যাং জনয়ামাস তং বুধং।

অনুবাদ।

মহারাজ! (ত্রিপুরেশ্বর শ্রীধর্ম্ম মাণিক্যের প্রতি সম্বোধন) আপনকার পূর্ব্ব পুরুষ মহোদয়গণের বংশ বিস্তার বৃত্তান্ত শ্রোতৃগণের অত্যান্ত বিস্ময় জনক। সাবধানে তৎ সমুদয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ভগবান চন্দ্রই ভবদীয় বংশের আদি পুরুষ। ইনি দক্ষ প্রজাপতির সপ্তবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। দক্ষতনয়া রোহিণীর গর্ব্ভে চন্দ্রদেবের ঔরসে বুধ নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল।"

রাজরত্নাকরীয় ঐতিহাসিক নিদর্শন দ্বারা ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ নিঃসন্দেহরূপে চন্দ্রবংশীয় প্রমাণিত হইল।

ত্রিপুররাজবংশের কুল ক্রমাগত আচার ব্যবহার দেখিলেও উঁহাদিগকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া প্রতীত হয়। চন্দ্রবংশীয়গণের একটী লক্ষণ এই—উহারা প্রত্যেক মঙ্গল সূচক ক্রিয়ানুষ্ঠানের পুর্ব্বে ভগবান্ চন্দ্রদেবের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ত্রিপুররাজবংশীয়গণ আবহমানকালই প্রত্যেক মঙ্গল সূচক ক্রিয়ানুষ্ঠানের প্রাক্‌কালে স্বীয় আদি পুরুষ চন্দ্র

দেবের অর্চ্চনা করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রবংশীয়গণের আর একটী লক্ষণ এই—রাজকীয় কুলাদর্শে এবং রাজকীয় পতাকাতে চন্দ্রের আকৃতি অঙ্কিত থাকে। ত্রিপুররাজকীয় কুলাদর্শে এবং ত্রিপুররাজকীয় পতাকাতে আবহমান কালই চন্দ্রের আকৃতি অঙ্কিত হইয়া আসিয়াছে।

চন্দ্রবংশীয়েরা যে যে পদ্ধতি ও নিয়মানুসারে সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন, ত্রিপুরেশ্বরগণও অতি প্রাচীন কাল হইতে সেই পদ্ধতি ও নিয়ম রক্ষা পূর্ব্বক সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া আসিতেছেন। অভিষেকের পূর্ব্ব দিবস ত্রিপুরেশ্বর অধিবাস সংযম এবং ভূমিতে শয়ন করেন। দুইটী নাম লক্ষ্য করিয়া দীপাধারে দুইটী প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হইলে যে নামে দীপ সমধিক উজ্জ্বল হয়, সেই নাম গ্রহণ পূর্ব্বক নৃপতি প্রাতঃকৃত্যাদি যথাবিধি সমাপন করেন। স্থাপিত নবঘটে—গণেশ, বিষ্ণু, শিব, পার্ব্বতী এবং ইন্দ্রের অর্চ্চনা হইলে হোম সমাপনান্তর সিংহাসনের অর্চ্চনা হয়। পরে নৃপতি —পর্ব্বত শিখরস্থ মৃত্তিকাদ্বারা মস্তক, বল্মীকাগ্রস্থ মৃত্তিকাদ্বারা কর্ণদ্বয়, মনুষ্যালয়ের মৃত্তিকাদ্বারা বদন, ইন্দ্রালয়ের মৃত্তিকাদ্বারা গ্রীবা, নৃপালয়ের মৃত্তিকাদ্বারা হৃদয়, হস্তি দন্তোদ্ধৃত মৃত্তিকাদ্বারা দক্ষিণ ভুজ, বৃষশৃঙ্গোদ্ধৃত মৃত্তিকা দ্বারা বাম ভুজ, সরোবরের মৃত্তিকাদ্বারা পৃষ্ঠ, বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকাদ্বারা কটি, যজ্ঞ স্থানের মৃত্তিকাদ্বারা উরুদ্বয়, গোগৃহের মৃত্তিকাদ্বারা জানুদ্বয়, অশ্বগৃহের মৃত্তিকাদ্বারা জংঘাদ্বয়, রথচক্রের মৃত্তিকাদ্বারা চরণদ্বয়, মার্জ্জন ও শৌচ করিয়া পঞ্চ গব্যদ্বারা মস্তকসিক্ত করেন। ঘৃতপূর্ণস্বর্ণকুম্ভ লইয়া ব্রাহ্মণ পূর্ব্বদিক হইতে দুগ্ধ পূর্ণ রৌপ্যঘট লইয়া ক্ষত্রিয় দক্ষি

ণদিক হইতে, দধিপূর্ণ তাম্রকুম্ভ লইয়া বৈশ্য উত্তরদিক হইতে, জলপুর্ণ মৃণ্ময়ঘট লইয়া শূদ্র পশ্চিমদিক হইতে, ঘৃত দুগ্ধ, দধি ও জলদ্বারা ত্রিপুরেশ্বরের শরীরে প্রক্ষেপ করিয়াথাকে। অনন্তর গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থবারিদ্বারা নবোপবীতধারী ত্রিপুরেশ্বরকে স্নান করাইয়া সিংহাসনোপরি যথাবিধি স্থাপিত করিলে ব্রাহ্মণগণ ঋত্বিক ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণদ্বারা অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। ত্রিপুরেশ্বরের মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধৃত হয়, হনুমানধ্বজ, দণ্ড, ধবলচ্ছত্র, আরঙ্গী, চন্দ্রবাণ, সূর্য্যবাণ, মীনমানব, মানবহস্ত, তাম্বুলপত্র, এই নয়টী চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের অভিষেক চিহ্নবিশেষ। ত্রিপুরেশ্বর রাজাসনে আসীন হইয়া যখন কল্পতরু হন, তখন সিংহাসনের অতি সন্নিহিত পুরোভাগে ষট্‌ত্রিংশৎ শালগ্রাম স্থাপিত করা হয়। এ সময়ে নূতন মোহর ও নূতন টাকা প্রস্তুত হয়। মুদ্রার পৃষ্ঠে অগ্রে ঈশ্বরনাম অঙ্কিত হইয়া তৎপর মহারাজ ও (ঈশ্বরী) রাজ্ঞীর নাম এবং সন অঙ্কিত হইয়া থাকে।

ত্রিপুরেশ্বরগণের চন্দ্রবংশোচিত উদারতা, ক্ষমাশীলতা, দয়া, বদান্যতা প্রভৃতি গুণের খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ত্রিপুররাজগণ পুরুষানুক্রমে দেবতা, দ্বিজ এবং গুরু ভক্তি পরায়ণ। ত্রিপুররাজত্বের প্রায় অর্দ্ধাংশ ভুমি দেবত্র, ব্রহ্মত্র, এবং পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মোগলরাজত্বকাল হইতে বর্ত্তমান ইংরাজশাসন কালে ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে সর্ব্বদা অসংখ্য অবধ্য পশু হত্যা হইতেছে। পাঠক মহাশয়গণ অবগত থাকিতে

পারেন—ত্রিপুরাধিকারের সীমান্তর্গত স্থানে ওরূপ হিন্দুধর্ম্ম-বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না।

সম্রাট্ যুধিষ্ঠিরের সমকালীন ত্রিপুররাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় প্রমাণিত হইলেও বিপক্ষবাদী কেহ বলিতে পারেন—বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর যে সেই ত্রিপুররাজবংশীয় তাহার প্রমাণ কি ?—হয়ত অন্যকোন বংশীয় ক্ষত্রিয় পুর্ব্বতন ত্রিপুররাজবংশের ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করিয়া ত্রিপুরপ্রদেশে রাজত্ব ও বংশবিস্তার করিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তর স্থলে বক্তব্য এই—রাজরত্নাকরে অথবা অন্যকোন ইতিহাসে প্রতর্দ্দন হইতে বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরসিংহাসনে অপর কোন বংশীয়ের রাজত্ব বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়না। ত্রিবেগ ও তৎপরে ত্রিপুররাজ্যে দ্রুহ্যবংশীয়গণের ধারাবাহিক রাজত্ব রাজরত্নাকরে বর্ণিত হইয়াছে। অতি প্রাচীন কালের বহুতর কুলপ্রথা ত্রিপুররাজবংশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। যে চিত্ররথ নৃপতি সহদেবের বশীভুত হইয়া রাজসূয় যজ্ঞে গমন করেন্, তাঁহার কনিষ্ঠপুত্র দৈত্যের বিবরণ কিয়দংশ রাজরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করাগেল—

"একস্মিন্ দিবসে দৈত্য আশ্রমস্য চ সন্নিধৌ
একাকী ভ্রমণঞ্চক্রে কাননে বিজনে শুভে।
তদা দ্রোণসুতং তত্র দদর্শ স্বীয়সন্নিধৌ
ততস্তদাত্মবৃত্তান্তং সর্ব্বংতস্মৈ ন্যবেদয়ৎ।
অশ্বত্থামাপি তদ্জ্ঞাত্বা স্নেহপ্রবণমানসঃ
শিক্ষয়ামাস তং যত্নাদ্ধনুর্বিদ্যা অশেষতঃ।
ততশ্চারাজকং রাজ্যং পুনর্লব্ধুঞ্চ দৈত্যকে
উপদেশং চকারাশু পৃথরাজস্য পূজনং
দ্রোণ্যাদিষ্টবিধানেন গিরিমধ্যেপ্যথার্চ্চয়ৎ

অভীষ্টপূরকং দৈত্যঃ পৃথুরাজং প্রযত্নতঃ।
পূজাং কৃত্বা পতাকান্তু বিজয়ীং লব্ধবাংস্তদা
ততোগেহে সমাগত্য সর্ব্বংমাত্রে ন্যবেদয়ং।

অনুবাদ।

এক দিবস দৈত্য আশ্রমের সমীপস্থ বিজনবনে ভ্রমণ করিতেছে, এই সময়ে নিকটে অশ্বথামাকে দেখিতে পাইয়া উহার নিকট আত্ম-বৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন করিল। অশ্বথামা সেই সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া স্নেহার্দ্রচিত্তে যত্নপূর্ব্বক উহাকে অশেষ প্রকার ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন এবং অরাজকরাজ্য পুনর্লাভার্থ পৃথুরাজের পূজা বিষয়ে উপদেশ দিলেন। অশ্বথামার আদেশ অনুযায়ি বিধানানুসারে দৈত্য ভক্তিপূর্ব্বক অভীষ্ট সিদ্ধিদাতা পৃথুরাজের অর্চ্চনা করিয়া বিজয় পতাকা লাভ করিল এবং গৃহে আসিয়া মাতার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

ভগবদ্রহস্যীয় গৌতম গালব সংবাদে গালব উবাচ।

"সপ্তদ্বীপাধিপস্যাত্র যা পূজা কথিতা মুনে
সা পূজা চ কৃতা কেন তদদ্য কথয়ৈব মে।"

গৌতম উবাচ।

"সোমবংশোদ্ভবেনৈব সুশীলানন্দনেন চ
দৈত্যেন হি কৃতা পূজা ভক্তিযুক্তেন চেতসা।
পূজাং কৃত্বা পতাকান্তু গৃহীত্বা বিজয়াঙ্কিতাং
তেনৈব কারণেনাশু প্রাচীদেশমবাপ্তবান্।

অনুবাদ।

ভগবদ্রহস্যীয় গৌতম গালব সংবাদে লিখিত আছে—গালব জিজ্ঞাসা করিল—মুনিবর! সপ্তদ্বীপাধিপতির পূজা বিষয় যে কথিত হইল সেই পূজা কাহার কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা অদ্য আমার নিকট বলুন। গৌতম বলিতে লাগিলেন—চন্দ্রবংশজাত সুশীলানন্দন দৈত্য দ্রৌণির আদিষ্ট বিধানানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক গিরি মধ্যে গোপনে অর্চ্চনা

করিয়া বিজয়পতাকালাভ করিয়াছিল, সেই কারণেই অতিসত্বর পূর্ব্ব-দেশভাগ তাহার অধিকৃত হইয়াছিল।"

ত্রিপুরাধিপতি দৈত্যের পরহইতে তদ্বংশীয় কোন২ নৃপতি ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কায় সময়ে২ পৃথুরাজের পূজানুষ্ঠান-পূর্ব্বক বিজয় পতাকা ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর ও ইতিপূর্ব্বে কোনরূপ অমঙ্গলাশঙ্কাবশতঃ পৃথুরাজেরঅর্চ্চনা সহকারে সেই বিজয় পতাকা কয়েকবার গ্রহণ করিয়াছেন।

মহারাজ দৈত্যের পৌত্র মহারাজ ত্রিলোচনের বিবাহকা-লীন বিবরণ কিয়দংশ রাজরত্নাকর হইতে উদ্ধৃত করা গেল।--

"বহিঃ পুরেচ কৃতবান্ বেদিকাং সুমনোহরাং
উপর্য্যুপরি তস্যাশ্চ একবিংশতি সংখ্যকান।
চন্দ্রাতপান স্থাপয়িত্বা চতুষ্কোণে সুমঙ্গলান্
রম্ভাতরুং স্তৎফলানি দারুভির্নির্ম্মিতানি চ।
বেদিকায়াশ্চতুষ্পার্শ্বে প্রসূনফলপল্লবৈঃ
শোভিতান্ কলসাংশ্চৈব স্থাপয়ামাস যত্নতঃ।

অনুবাদ ;

বহিঃপুরে এক মনোহর বেদিকার উর্য্যুপরি একবিংশতি চন্দ্রাতপ স্থাপনপূর্ব্বক তাহার চারিকোণে মঙ্গলসূচক রম্ভাতরু, কাষ্ঠনির্ম্মিত রম্ভাফল, এবং বেদিকার চতুষ্পার্শ্বে—ফলপুষ্পপল্লবেশোভিত কলস সকল স্থাপিত করিলেন।"

ত্রিপুররাজবংশীয়গণ বিবাহকালে অদ্যাপি সেইরূপ বে-দিকার উপর্য্যুপরি ২১ চন্দ্রাতপ, কাষ্ঠনির্ম্মিত রম্ভাফল এবং রম্ভাতরু স্থাপন করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে জন্মকালে মহারাজ ত্রিলোচনের তিনটী চক্ষু দৃষ্ট হইয়াছিল, সেই কারণ বশতঃ ত্রিপুররাজবংশীয়গণ বিবাহকালে চন্দনদ্বারা আর একটি চক্ষু অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

" হরোমা-হরিমা বাণী-কুমার গণপা বিধিঃ
ক্ষ্মাব্ধির্গঙ্গা শিখী কামো হিমাদ্রিশ্চ চতুর্দ্দশ।

শিব, উমা, বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, ব্রহ্মা, পৃথিবী, সমুদ্র, গঙ্গা, অগ্নি, কামদেব, হিমালয়, এই চতুর্দ্দশ—ত্রিপুররাজবংশের প্রধান অর্চ্চনীয় দেবতা।

মহারাজ ত্রিলোচন এই চতুর্দ্দশ দেবতা স্থাপনপূর্ব্বক যে প্রকার পদ্ধতি ও নিয়মানুসারে অর্চ্চনা করিয়াছেন, এপর্য্যন্ত তাহার বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তিত বা পরিত্যক্ত হয় নাই।

রাজরত্নাকরে লিখিত আছে।—

" প্রতর্দ্দনসমানীতাঃ ক্ষত্রা দ্বাদশসংখ্যকাঃ
তদ্বংশ্যা ত্রিপুরে খ্যাতাঃ পশ্চাদ্দ্বাদশ গেহিনঃ।

প্রতর্দ্দনকর্ত্তৃক যে দ্বাদশজন ক্ষত্রিয় ত্রিপুররাজ্যে আনীত হন, তাঁহাদিগের বংশীয়েরাই বারঘরিয়া নামে খ্যাত হইয়াছেন।,,

ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ অদ্যাপি বারঘরিয়াঠাকুর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। প্রদর্শিত প্রমাণ সমূহদ্বারা ত্রিপুররাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়, এবং ত্রিপুরপ্রদেশে দ্রুহ্যুকুলজ প্রতর্দ্দন হইতে বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বর পর্য্যন্ত একমাত্র বংশের ধারাবাহিক রাজত্ব প্রমাণিত হইল।

সাহসপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে—বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে কোন দেশের কোন চন্দ্র কি সূর্য্যবংশীয়গণই ইহা অপেক্ষা অধিকতর সন্তোষজনক প্রমাণ প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইবেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

জাতি ও আচার ব্যবহার বিষয়ক।

সাময়িক সমালোচনার জাতি ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় আপত্তি মীমাংসার পূর্ব্বে ত্রিপুরপার্ব্বত্য সমুদয় অধিবাসীগণের জাতি বিষয়ক আলোচনা আবশ্যক। ত্রিপুর পর্ব্বতবাসীগণ, আদিম নিবাসী এবং ঔপনিবেশিক, এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত।

ত্রিপুরপর্ব্বতের আদিম নিবাসী জাতি সমুদয়——

১। কুকি।

ইহারা প্রধানতঃ ১৬ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—অমড়ই, পাইতু, চোট্‌লাং, খরেং, বাইফেই, চম্‌লেল্‌. বল্‌তে, বিয়েতে, বাল্‌তে, হ্রাংচন, রাংচিয়ে, ছাইলই, জংতে, পাটলেই, বেতলু, পাইতে। এই ১৬ শ্রেণীর ভাষা মূলতঃ পরস্পর বিভিন্ন নহে। তবে এই মাত্র প্রভেদ যে বর্দ্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদিগের ভাষার সহিত পুর্ব্ববাঙ্গালার লোকদিগের ভাষার উচ্চারণ ও ধ্বনিগত যেরূপ বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, ইহাদিগের শ্রেণী সমুদয়ের ভাষাতেও পরস্পর সেইরূপ পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের আচারব্যবহার আর্য্যদিগের আচার ব্যবহার হইতে সম্পুর্ণ পৃথক এবং কোন২ অংশে সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহাদিগের শ্রেণী সমুদয়ের পরস্পর আচারব্যবহার সম্বন্ধে কোন রূপ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। ইহারা যাবতীয় পশু পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করে এবং জাতিভেদ স্বীকার করে না। ইহারা একমাত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু পরকাল বা পুনর্জ্জন্ম বিশ্বাস করে না।

ইহাদিগের সমুদয় ধর্ম্মানুষ্ঠানই রোগশান্তি প্রভৃতি ঐহিক ফলের প্রত্যাশায় হইয়া থাকে। ইহাদিগের এইরূপ বিশ্বাস যে, গবয়, ছাগী, কুক্কুট প্রভৃতি বলিদান দ্বারা পুজা করিলে উপস্থিত কিম্বা ভাবী বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়। ইহাদিগের প্রত্যেক শ্রেণীর বিশেষ কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। ইহাদিগের দুই তিন শ্রেণী এক পর্ব্বতে অথবা এক শ্রেণী দুই তিন পর্ব্বতে বাস করিয়া থাকে।

২। হালাম--

হালাম জাতি প্রধানতঃ ১২ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদিগের ভাষাও পরস্পর স্বতন্ত্র। কোন২ ভাষার সহিত কোন কোনটীর আংশিক সাদৃশ্য আছে। কোনটীর সহিত আবার কোনটীর কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই। ইহাদের প্রত্যেকের জাতি বিষয়ক তিন প্রকার শ্রেণী—উত্তম, মধ্যম, অধম। এই ১২ শ্রেণীর পরস্পর বিবাহাদি সচরাচর হয় না। কদাচিৎ কোন শ্রেণীর সহিত অপর কোন শ্রেণীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের বসতি স্থান গোমতী নদীর উত্তর ও কৈলাসহরের দক্ষিণ, এই সীমার মধ্যগত। ইহাদিগকে ১২ খীল হালামও বলে। এই ১২ খীল ব্যতীত আর ও ১০।১২ প্রকার অতিরিক্ত হালাম আছে। অতিরিক্ত হালাম জাতি, চড়ই, এই সাধারণ নামে আখ্যাত। চড়ইদিগের ভাষা ও স্বতন্ত্র। সমুদয় হালাম জাতিরই প্রায় আচারব্যবহার রীতিনীতি পরস্পর বিভিন্ন। কেবল কোন শ্রেণীর আচার ব্যবহারের সহিত কোন২ শ্রেণীর আচার ব্যবহারগত আংশিক সাদৃশ্য আছে।

৩। নোওয়াতিয়া এবং রিয়াং-

ইহাদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহার পরস্পর বিভিন্ন। ইহারা গোমতী নদীর দক্ষিণে ফেণী নদীর উত্তরে সম্প্রতি কেহ২ ফেণী নদীর দক্ষিণে বাস করে। রিয়াং নোওয়াতিয়ার ন্যায় আর ও ১০।১২ কি ততোধিক প্রকার শ্রেণী আছে।

৪। জুলাই--

ইহারা প্রায় পঞ্চাশ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদিগের কোন২ শ্রেণীর ভাষার সহিত কুকি ও মণিপুরী ভাষার সাদৃশ্য আছে।

হালাম, রিয়াং, নোওয়াতিয়া, জুলাই প্রভৃতি জাতির সাধারণ নাম ত্রিপুরা শব্দের অপভ্রংস তিপ্‌রা বা টিপ্‌রা, এবং ইহাদিগের ভাষা সমুদয়ের সাধারণ নাম তিপ্‌রা ভাষা। উহা সংস্কৃত বা হিন্দীমূলক নহে। জুম্‌ কৃষি এবং জঙ্গল আবাদই ইহাদিগের প্রধান ব্যবসায়। বুড়াচা, লাম্প্রা প্রভৃতি ইহাদিগের উপাস্য দেবতা। ইহাদিগের কোন২ শ্রেণীর লোকেরা উপস্থিত ও ভাবী বিপদ শান্তির কামনায় নিজ২ উপাস্য দেবতার নিকট কুক্কুট ছাগী প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে। এবং ছাগী, শূকর, কুক্কুট, গোশাপ প্রভৃতির মাংশ ভক্ষণ করে। ইহাদিগের প্রায় যাবতীয় আচার ব্যবহারই হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ।

ত্রিপুরপর্ব্বতে ঔপনিবেশিক জাতি সমুদয়—

১। চাক্‌মা—

ইহারা ব্রহ্মাপ্রদেশের আদিম নিবাসী, বহুকাল যাবৎ ত্রিপুরপর্ব্বতে বাস করিতেছে। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।

২। আসামী—

ইহারা বহুকাল যাবৎ ত্রিপুরাধিকারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

৩। মণিপুরি —

(নামান্তর) মেখলী।

ইহারা বহুশতাব্দী যাবৎ ত্রিপুরার অধিবাসী হইয়াছে। রাজবংশীয় এবং সাধারণ মেখলী, এই দুই প্রকার মণিপুরী লোকই ত্রিপুরাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদিগের আচার ব্যবহার অতি পবিত্র, ইহারা গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী।

৪। বাঙ্গালী—

ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি যাবতীয় শ্রেণীর হিন্দু, খ্রীষ্টান, মুসলমান বহুকাল যাবৎ ত্রিপুরপর্ব্বতে বাস করিতেছে।

৫। ফিরিঙ্গি—

ত্রিপুর পর্ব্বতে বহুসংখ্যক ফিরিঙ্গি লোক আছে।

৬। ত্রিপুর ক্ষত্রিয়—

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, মহারাজ প্রতর্দ্দন ত্রিবেগ হইতে ত্রিপুরা পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রথম আসিয়া সেই স্থান অধিকার করেন। সেই অবধিই ইহাঁরা ত্রিপুরার অধিবাসী হইয়াছেন। ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ—রাজসন্তান, রাজবংশীয়, এবং সেবক, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। রাজসন্তানগণের—কর্ত্তা, রাজবংশীয়গণের—ঠাকুর খ্যাতি প্রচলিত। রাজসন্তানগণ দুই

পুরুষ পর কর্ত্তার পরিবর্ত্তে ঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মহারাজ প্রতর্দ্দনের সহিত যে ১২ জন প্রধান ও অপরাপর ক্ষত্রিয় সপরিবারে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগের সন্তানগণ সমুদয়ের ঠাকুর খ্যাতি। প্রতর্দ্দন নৃপতির সহিত বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত সেবক ও পরিচারক (জমায়েত্) আসিয়াছিল, উহাদিগের সন্তানগণ জমাতিয়া নামে খ্যাত। জমাতিয়াদিগের অধিকাংশই রাজসন্তান ও রাজবংশীয়গণের পরিচারক। ত্রিপুর-ক্ষত্রিয়গণের আচার ব্যবহার বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী। রাজ-পরিবার এবং অধিকাংশ ঠাকুরগণ কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত; কোন কোন ঠাকুর-পরিবার শক্তির উপাসক। বহুশতাব্দী যাবৎ বাঙ্গলা ইঁহাদিগের মাতৃভাষা।

সমালোচক প্রকাশ করিয়াছেন—

"আর একটী তর্কের বিষয় এই যে, চন্দ্রবংশোদ্ভব দ্রুহ্য ত্রিপুরাপর্ব্বতে আগমন করিয়া থাকিলে তৎ সময়ে ত্রিপুরা পর্ব্বত জনশূন্য ছিল না।সুতরাং দ্রুহ্যের বংশধরগণ পর্ব্বত ত্রিপুরার আদি বাসিগণের সংস্রবে অভিন্ন রূপে পার্ব্বত্য ত্রিপুরাজাতি হইয়াছেন"

মীমাংসা।

ত্রিপুররাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ প্রতর্দ্দন যখন ত্রিপুরদেশে প্রথম আগমন করেন, তাঁহার সঙ্গে দ্বাদশজন প্রধান ও অপরাপর কতিপয় ক্ষত্রিয় সপরিবারে আগত হন্। অতি প্রাচীন কালে ত্রিপুররাজ পরিবারের আদান প্রদান সমভিব্যাহারী ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে এবং সময়ে সময়ে মধ্য-ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়কুলের সঙ্গে সম্পন্ন হইত। সমভিব্যাহারী ক্ষত্রিয়গণের কালে জনতা বৃদ্ধি হইলে বহু শতাব্দী হইতে রাজপরিবারের আদান প্রদান মধ্য-ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয় কুলের সহিত আর সম্পন্ন হয় না। অতি প্রাচীনকাল হইতে মণিপুরীয় ক্ষত্রিয়কুলের কন্যা গ্রহণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে হেরম্বদেশীয় রাজপরিবারের সহিত ইঁহাদিগের আদান প্রদান

প্রচলিত ছিল। ত্রিপুররাজান্তঃপুরের পরিচারিকা সমুদয়ই মণিপুরী ও ত্রিপুরী ক্ষত্রিয়া। রাজপরিচারক ভৃত্য সমুদয় মণিপুরীয় ও ত্রিপুরীয় ক্ষত্রিয় এবং চৌদ্দগ্রাম নিবাসী শূদ্র। ত্রিপুররাজপরিবারের ভোজন ও পান সম্বন্ধে যে রূপ কঠোর নিয়ম, তাহাতে পরকীয় অন্নপানীয় গ্রহণের কোন রূপ সম্ভাবনা নাই, এমন কি—যাগ যজ্ঞীয় ক্রিয়ানুষ্ঠানের সম্পর্ক ব্যতীত রাজপরিবার বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের স্পৃষ্ট অন্ন জল ও গ্রহণ করিতে সম্মত হন্ না। অপরাপর ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ রাজপরিবারের আচরণের সম্পূর্ণ অনুসরণ করিয়া থাকেন। বৈবাহিক আদান প্রদান এবং পান ভোজন ঘটিত সংস্রব না হইলে কেবল পার্ব্বত্য লোকের প্রতিবেশী বলিয়া ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণের জাতি দূষিত হইতে পারে না। বঙ্গদেশে অনেক পল্লীতে অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণের চতুষ্পার্শ্বে বহু সংখ্যক মুসলমান ও নানা শ্রেণীর অন্ত্যজ জাতি বাস করে, সে জন্য ব্রাহ্মণগণ আদান প্রদান এবং পান ভোজন বিষয়ে মুসলমান অথবা অন্ত্যজ জাতি সমূহের সংসৃষ্ট—কখনই এরূপ অনুমান করা যায় না।

সমালোচক প্রকাশ করিয়াছেন—

"পার্ব্বত্য জাতির ভাষা একটী স্বতন্ত্র। ইহা সংস্কৃত, বাঙ্গলা, কি হিন্দুস্থানীমূলক নয় ইত্যাদি।"

মীমাংসা।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—ত্রিপুর পর্ব্বতে নানা প্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, সেই সমুদয় পার্ব্বত্য ভাষা সংস্কৃত বা হিন্দী মূলক নহে। উহা এরূপ অসম্পূর্ণ যে তদ্দ্বারা মনের ভাব ভালরূপ ব্যক্ত করা যায় না, এবং কোন প্রকারেই রাজ কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবার নহে। সেই সমুদয় ভাষাতে কোন রূপ অক্ষর প্রচলন নাই। সেই সমুদয়কে স্থূলরূপে মনের ভাব ব্যক্ত করিবার একরূপ সঙ্কেত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ত্রিপুরপার্ব্বত্যভাষার কোনটীই ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণের মাতৃভাষা নহে। বহুশতাব্দী কাল যাবৎ ক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুরপর্ব্বত প্রান্তে বাস করিতেছেন বলিয়া ত্রিপুরভাষায় অনায়াসে অধিকার লাভ করিয়া আসিতেছেন। ভারতবর্ষীয় পশ্চিমাঞ্চলীয় লোকেরা কতিপয় পুরুষ বঙ্গদেশে বাস করিলে বঙ্গভাষা যেরূপ উহাদিগের এক প্রকার মাতৃভাষা হইয়া দাঁড়ায়। ত্রিপুরক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে ত্রিপুরপার্ব্বত্যভাষাও ঠিক সেইরূপ। বহু পুরুষ পূর্ব্বে ইহাঁদিগের মাতৃভাষা যে হিন্দুস্থানী ছিল তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ

বিদ্যমান আছে। এখনও ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণের কথ্য বাঙ্গালা ভাষায় অনেক হিন্দুস্থানী শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতি নিকটস্থ নূরনগর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির কথ্য বাঙ্গালা ভাষাতে সেই সমুদয় হিন্দুস্থানী শব্দ ব্যবহৃত হয় না। পশ্চিম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়েরাও যেরূপ রাজা-সাহেব, ঠাকুরসাহেব প্রভৃতি আখ্যা ধারণ করিয়া থাকে, সেরূপ এখনও ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণের ঠাকুরসাহেব আখ্যা সম্বোধন সচরাচর কথা বার্ত্তায় প্রচলন আছে। বহু শতাব্দীর পূর্ব্বে ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ যে হিন্দী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং রাজকীয় কার্য্য হিন্দী ভাষায় নির্ব্বাহ করিতেন তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অধুনা বাঙ্গালাই ইহাঁদিগের মাতৃভাষা।

ত্রিবেগাঞ্চলের ভাষা বিশুদ্ধ হিন্দী নহে, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার অনেক সংস্রব আছে। ত্রিপুরক্ষত্রিয়দিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ ত্রিবেগ বসতি কালে বহু পুরুষ পশ্চিম ও মধ্য ভারতবর্ষীয় লোকের সহিত বিশেষ সংস্রব বশতঃ ত্রিবেগাঞ্চলীয় ভাষা ব্যবহার করিতেন না, বিশুদ্ধ হিন্দীই উঁহাদিগের কথ্য ভাষা ছিল; এরূপ অনুমান হয়। বহু পুরুষ ত্রিপুরপার্ব্বত্য ভাষায় অভিজ্ঞ বলিয়া ত্রিপুর ক্ষত্রিয়গণকে ত্রিপুর পার্ব্বত্য জাতি অনুমান করা কতদূর ন্যায় সঙ্গত তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন্।

সমালোচক প্রকাশ করিয়াছেন—

"ত্রিপুর জাতীয় লোকের আকৃতি বঙ্গদেশীয় লোকের আকৃতি হইতে পার্থক্য ইত্যাদি।"

মীমাংসা।

ত্রিপুর-পর্ব্বতে বহুসংখ্যক পার্ব্বত্য জাতি বাস করে, উহাদিগের মধ্যেও পরস্পর আকৃতিগত বৈষম্য লক্ষিত হয়। ত্রিপুরপার্ব্বত্যজাতীয় লোকের আকৃতি যে বাঙ্গালীর আকৃতি হইতে পৃথক্ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণের আকৃতি বাঙ্গালীর আকৃতির বিসদৃশ নহে। আকৃতি বিষয়ে মহারাষ্ট্রীয় কি কাশ্মীরীয় লোকের সহিত উৎকল দেশীয় লোকের যে প্রকার বিভিন্নতা। ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণের সহিত বাঙ্গালীদিগের বিভিন্নতা ও সেই প্রকার।

রিয়াং জাতীয় পার্ব্বত্য লোকেরা সর্ব্বদা কুমিল্লাতে যাতায়াত করিয়া থাকে। উহাদিগকে দেখিয়াই বোধ হয় সমালোচকের ন্যায় কুমিল্লার কোন কোন অদূরদর্শী বাবু ত্রিপুর-

ক্ষত্রিয়গণের আকৃতি বিষয়ে ওরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

ত্রিপুরপার্ব্বত্যজাতির আকার দেখিয়া সমালোচক আবার এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

"ত্রিপুরপার্ব্বত্যজাতীয় লোক সমুদয় দৈত্য বংশীয়!"

মীমাংসা।

এবিষয়ের আলোচনায় আমাদিগের সম্পূর্ণ অনধিকার। কারণ—আমরা কখন ও দৈত্য দেখি নাই, উহার আকার কিরূপ তাহা জানি না। সমালোচক দৈত্য কোথায় দেখিলেন? কোন শাস্ত্রে কি দৈত্যের ধ্যান পাইয়াছেন? অথবা বঙ্গদেশে ইতর শ্রেণীর স্ত্রীলোকের মধ্যে কেহ কেহ কখন কখন নাকি স্বপ্নে দৈত্য দেখে, সেই শ্রেণীর নিজ আত্মীয় কোন স্ত্রী লোকের নিকট কি দৈত্যর আকৃতি বিষয়ক বর্ণন শুনিয়াছেন? যে সকল পার্ব্বত্যজাতীয় লোককে নির্দ্দেশ করিয়া সমালোচক এই নূতন বিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছেন, ত্রিপুর ক্ষত্রিয়গণ যে সেই সমুদয় জাতীয় লোক নহেন তাহা বলা বাহুল্য। সমালোচকের অনভিজ্ঞতা মূলক কাল্পনিক কুতর্কের অনুরোধে ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণকে যদি দৈত্যবংশীয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে ও শাস্ত্রানুসারে উঁহাদিগের ক্ষত্রিয়তা এবং জাতিগত পবিত্রতার হানি দৃষ্ট হয় না। কারণ—দৈত্যগণ দেবতাদিগের ন্যায় কশ্যপ মুনির সন্তান। দৈত্যরাজবৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা দেবী পুরু ও দ্রুহ্যুবংশের আদিমাতা। দৈত্যতনয় মহাত্মা প্রহ্লাদ আর্য্যকুলের পরমপূজ্য। সমালোচকের এরূপ হিংসাজ্বরবিকারজনিতপ্রলাপের ঔষধ নাই।

সমালোচক বলেন—

"পরিচ্ছদ দেখিয়া পার্ব্বত্যজাতি স্থির করা যাইতে পারে।"

মীমাংসা।

ত্রিপুর পার্ব্বত্য জাতির পরিচ্ছদ মাত্র দেখিয়াই উহাদিগের অসভ্য জাতীয় পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে সত্য; কিন্তু এই স্থলে ত্রিপুরক্ষত্রিয়বংশকে লক্ষ্য করিয়া সমালোচক নিজ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ, টুপি, চাপকান্, এবং কাছোটা করা ধুতি সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকেরা ওরণা ও আঙ্গিয়া সচরাচর ব্যবহার করেন। অতি অল্পকাল যাবৎ ত্রিপুরক্ষত্রিয়যুবকগণ বাঙ্গালী পোষাকের অনুকরণ করিতেছেন। ভারতবর্ষস্থ পশ্চিমাঞ্চলীয় ক্ষত্রিয়েরা যেরূপ উলঙ্গ মস্তকে বাহির হইতে সঙ্কোচ বোধ করেন। সেইরূপ ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ ও টুপি শূন্য মস্তকে বাহির হইতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। পরিচ্ছদ দ্বারা ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ যে ঔপনিবেশিক ক্ষত্রিয় তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

সমালোচক প্রকাশ করিয়াছেন—

"মহারাজ কুল্যাণ মাণিক্যের পূর্ব্বে রাজা মুচুং মাচুং থাহান দানকুরফা, মালাতরফা, প্রভৃতি ত্রিপুরার রাজগণের নাম শুনিলে ও পার্ব্বতীয় বলিয়া বোধ হয়।"

মীমাংসা।

ইতিপূর্ব্বে দিল্লীর প্রসিদ্ধ দরবারে ভারতবর্ষীয় সমুদয় রাজা একত্র হইয়া মহারাণী বিক্টোরিয়ার "কৈশরেহিন্দ্" এই নাম দিয়াছেন। কৈশরেহিন্দ্ এইটী পারশী ভাষার শব্দ। ভাবীকালের পুরাবৃত্তসমালোচকেরা ইংলণ্ডেশ্বরীর পারশী নাম

দেখিয়া কি তাঁহাকে মোগল জাতীয়া রাজ্ঞী অনুমান করিবেন? মুসলমানের রাজত্বকালে রাজা রাজবল্লভকে সাধারণতঃ "সুবাদার" বলিয়া ডাকিত, এতদ্ভিন্ন খাসনবিশ, মহালানবিশ, তপাদার, চাকলাদার, মোড়ল, মণ্ডল এবং খাঁ প্রভৃতি যবনাখ্যাধারী হিন্দু সম্প্রদায় এখনও সমাজে বিদ্যমান আছে; এজন্য তাঁহাদিগকে মুসলমান কল্পনা করা যাইতে পারেনা। কোন কোন মোগল সম্রাট্কে ও আর্য্যজাতীয় গৌরবান্বিত উপাধিগত নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। ত্রিপুরপার্ব্বত্য প্রজাগণ স্ব ভাষায় ভক্তিপূর্ব্বক কোন কোন ত্রিপুরাধিপতির উপাধিগত নাম রাখিয়াছে, এবং মহিমাসূচক গান রচনা করিয়া প্রচার করিয়াছে। ত্রিপুরপার্ব্বত্য কোন ভাষায় ফা শব্দে পিতাকে বুঝায়। ত্রিপুরপর্ব্বতের কোন সম্প্রদায়ী প্রজাগণ রাজাকে, ফা, অর্থাৎ পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। ত্রৈপুরপার্ব্বত্য প্রজাগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত কোন ত্রিপুরমহারাজের উপাধিসূচক নাম শুনিয়া ত্রিপুরমহারাজগণকে পার্ব্বত্যজাতীয় লোক স্থির করা কি অদ্ভুত বিবেচনা!!!

সমালোচনাতে প্রকাশিত হইয়াছে—

"ত্রিপুরার রাজবংশ সম্বন্ধে কর্ণেল, ডেল্টন্ সাহেব তৎকৃত বঙ্গ দেশের ডিস্ক্রিব্টিব্ এথন লজি পুস্তকে লিখেন, "ব্রাহ্মণগণ অনুগ্রহ করিয়া ত্রিপুরাররাজপরিবারকে ভিন্ন বংশ সমুৎপন্ন করিয়াছেন।"

মীমাংসা।

ত্রিপুরাররাজপরিবার এবং তৎস্বগণবর্গ আবহমানকালই পার্ব্বত্যজাতির ভিন্নবংশ বলিয়া হিন্দুসমাজে পরিগৃহীত ও আদৃত। ব্রাহ্মণগণ যে ত্রিপুররাজপরিবার ও তদীয় স্বগণবর্গকে পার্ব্বত্যজাতির ভিন্নবংশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা

অনুগ্রহ বা পক্ষপাত পূর্ব্বক নহে। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণগণ প্রসিদ্ধ কোন এক বংশকে কখনও অন্য বংশ করিতে পারেন না।

সমালোচক প্রকাশ করিয়াছেন—

"পার্ব্বত্য টিপ্‌রা জাতির মধ্যে বিবাহ প্রণালী ও বিভিন্ন। ত্রিপুরার রাজবংশে আর্য্য স্থানের কোন ক্ষত্রিয়ের সহিত বিবাহে আদান প্রদান ও সম্বন্ধাদি হয় না। পক্ষান্তরে পার্ব্বতীয় ত্রিপুরাজাতির সহিতই বিবাহ হইয়া আসিতেছে। কোন কোন রাজা পার্ব্বতীয় কুকী জাতির কন্যা ও বিবাহ করিয়াছেন। মণিপুর মেখলীজাতির কন্যার সহিত কোন রাজার বিবাহ হইলে ও কন্যার পিতা মাতা প্রভৃতি বিবাহ অবধি কন্যাকে জাত্যন্তর জ্ঞান করিয়া তাহাদের স্পৃষ্ট জল ব্যবহার করে না।"

মীমাংসা।

পার্ব্বত্যত্রিপুরাজাতির বিবাহপ্রণালী বিভিন্ন; সত্য—কিন্তু ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণের বিবাহ প্রণালী সম্পূর্ণ শাস্ত্রানুযায়ী। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে স্থানীয় ক্ষত্রিয় সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে মধ্য ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়বংশের সহিত ত্রিপুররাজবংশের আদান প্রদান প্রায় রহিত হইয়াছে। কিন্তু বর্দ্ধমানঅঞ্চলীয় ক্ষত্রিয়বংশের সহিত ইঁহাদিগের এখনও আদান প্রদান আছে। স্বর্গপ্রাপ্ত মহারাজ ঈশান চন্দ্র মাণিক্য এবং বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু ঠাকুর বর্দ্ধমানস্থ ক্ষত্রিয় বংশে বিবাহ করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের যে সকল ক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুররাজবংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে নিবদ্ধ তাঁহারা নিজ সমাজে কিরূপ ব্যবহৃত, তাহা সমালোচক একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখুন্। কোন রাজা কুকিজাতির কন্যা বিবাহ করিয়াছেন, এইটী সমালোচকের এক অদ্ভুত স্বপ্ন !! কোনও কালে কোনও ত্রিপুরাধিপতি কুকিজাতির

কন্যা গ্রহণ করেন্ নাই। মেখলীজাতির বিষয় যেভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও সমালোচকের কল্পনা অথবা ভ্রান্তিমূলক। রাজপরিবারের একটী প্রথা এই—তাঁহারা বিবাহের পর পাত্রীকে পিত্রালয়ে আর যাইতে দেননা। ভারতবর্ষের অনেক পৌরাণিক সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে এখনও এই নিয়ম প্রচলিত আছে। মেখলীরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্পৃষ্টজল ও ব্যবহার করেনা। (কিন্তু রাজপরিবারের স্পৃষ্টজল ব্যবহার করিয়া থাকে।) পাত্রী সম্বন্ধে রাজপরিবারের প্রথা এবং পান ভোজন সম্বন্ধে মেখলীজাতির ব্যবহার, এই দুইটী মূল সুত্র অবলম্বন করিয়া সমালোচক ওরূপ একটী কাল্পনিক অপবাদ সংগ্রহ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, অথবা তদ্দ্বারা তাঁহার ভ্রান্তি জন্মিয়াছে।

সমালোচক প্রকাশ করিয়াছেন—

"কত কত রাজমহিলা ও রাজমাতা গণ যে ত্রিপুরবংশীয় কন্যা তাহা বোধ হয় অনেকেরই জানা আছে।"

মীমাংসা।

ত্রিপুরক্ষত্রিয়কন্যাগণ আবহমান কালই রাজমহিলা ও রাজমাতা হইয়া আসিতেছে। একাল পর্য্যন্ত কোনও ত্রিপুর পার্ব্বত্যজাতীয়া কন্যা কোনও কালে রাজমহিলা বা রাজমাতা হয় নাই, ইহা সকলেরই জানা আছে। সমালোচকের এরূপ কল্পনা বিদ্বেষমূলকভিন্ন আর কিছুই নহে।

সমালোচক বলেন—

"সন্তান জন্মিবার পর রাজবংশে ঐ সন্তানের মাতাকে বৈধ স্ত্রী করার দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

মীমাংসা।

ত্রিপুররাজমহিলা গণের মধ্যে "ঈশ্বরী" এই উপাধি লাভের

প্রথা প্রচলন আছে। কোন কোন রাজমহিলা সন্তান জন্মিবার পর ঈশ্বরী উপাধি লাভ করিয়াছেন—এই প্রকৃত ঘটনার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া সমালোচক দোষ ঘোষণার এক কাল্পনিক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সমালোচক প্রকাশ করিয়াছেন—

"পার্ব্বতীয় টিপ্‌রা জাতি শূকর, কুক্কুট, ছাগী, গব, গুই' (গোসাপ) ও অন্যান্য নানা প্রকার অভক্ষ্য বন্য জন্তুর মাংসাদি ভক্ষণ করে।"

মীমাংসা।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ত্রিপুর মহারাজের অধিকারে হালাম প্রভৃতি অসংখ্য টিপ্‌রা জাতি বাস করে। তাহাদিগের আচরণ হিন্দু সমাজের বিষদৃশ। ইহাতে ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণের কিছু মাত্র দোষ নাই। সমালোচক চতুরতা পূর্ব্বক বারংবার অসভ্য টিপ্রাজাতীর আচার ব্যবহার উল্লেখ করিয়া বিমলত্রিপুরক্ষত্রিয়-গণের পবিত্রকুলে কালিম সংস্পার্শ করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। অথবা তিনি সাধারণের মনে নিরর্থ কুসংস্কার বদ্ধমূল করিবার জন্য চতুরতা করিয়াছেন।

সমালোচক বলেন—

"ত্রিপুরাতে কয়েকটী দেবতা যে পূজা হইয়া থাকে, তাহার নাম ও পূজার বিধি আমাদিগের প্রচলিত কোন গ্রন্থে দেখিতে পাই না। কের, খার্চ্চি, লাম্‌পাড়া, পূজার নাম নিয়ম ও বিধান কোন শাস্ত্রে দেখা যায়না। ঐ সকল দেবতার নিকট শূকর, কুক্কুট, ছাগী, গব প্রভৃতি বলি দেওয়া হইয়া থাকে"।

মীমাংসা।

পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে—ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ ত্রিপুরপার্ব্বত্য-জাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং অসংসৃষ্ট। ত্রিপুরবংশের প্রধান

অর্চ্চনীয়—শিব, উমা, হরি, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি চতুর্দ্দশ দেবতা।* সহস্রাধিকবর্ষ যাবৎ এই চতুর্দ্দশ দেবতার পূজা পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৃন্দাবনচন্দ্র প্রভৃতি আরও অনেক দেব বিগ্রহ রাজধানীতে স্থাপিত আছে, তাঁহাদিগের অর্চ্চনা রাজভক্তি সহকারে অতি বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন হয়। সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে—সাত্বিক দেবার্চ্চনা এবং রাজসিক দৈবোৎসব বিষয়ে ত্রিপুররাজবংশ বঙ্গদেশে সর্ব্ব প্রধান। ইন্দ্রযাগ প্রভৃতি যজ্ঞ ইদানীং আগড়তলা ভিন্ন আর কুত্রাপি ও দৃষ্ট হয় না।

ত্রিপুররাজবংশের নানা দৈব ক্রিয়ার প্রতি প্রতিকূল লক্ষ্য করিয়া সমালোচক এক অদ্ভুত উপমা সঙ্কলন করিয়াছেন।

"হিন্দুজাতি ভুক্ত সাহা, নাথ, ধীবর প্রভৃতি জাতির মধ্যে ও দোল দুর্গোৎসব ক্রিয়া কলাপ প্রচলিত আছে। সাহা শ্রেণীর লোক অনেকে পরম বৈষ্ণব। তাহাদিগের আচার অপেক্ষাকৃত উত্তম। সেজন্য হিন্দুজাতির বর্ণ চতুষ্টয় কি তাহাদের স্পৃষ্টজল ব্যবহার ও তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করিয়া থাকেন ?„

মীমাংসা।

সাহা সুবর্ণ বণিক্ প্রভৃতি কতিপয় অধমজাতির মধ্যে অসংখ্য বিপুলঐশ্বর্য্যশালী লোক আছে। উহারা ব্রাহ্মণ কে দান গ্রহণ করাইবার জন্য কতদূর লালায়িত, তাহা পাঠকবর্গের অবিদিত নহে। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুধর্ম্মশাসনের এত শিথি-

* বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে যেরূপ সত্যপীর, ত্রিনাথ, কুলাইচণ্ডী প্রভৃতি কতকগুলি উপদেবতা অশাস্ত্রীয় বিধানে অর্চ্চিত হইয়া থাকে। ত্রিপুর-ক্ষত্রিয়সমাজে ও সেইরূপ লাম্ পারা প্রভৃতি কয়েকটী উপদেবতা কখন কখন গার্হস্থ বিধানানুসারে পূজিত হয়।

লতা এবং ব্রাহ্মণগণের এত দরিদ্রতা সত্ত্বেও সাহা সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতিরা একাল পর্য্যন্ত কোন ব্রাহ্মণকে কোন প্রকার দান গ্রহণ করাইতে সমর্থ হয় নাই। সমালোচক ত্রিপুররাজবংশের সহিত সাহাও সুবর্ণবনিক্ প্রভৃতির উপমা প্রদর্শন করিয়া অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন অথবা তাহার অর্ব্বাচীনতা প্রকাশ পাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করি সোণাকে রাং বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলে বিজ্ঞ সমাজ কি তাহাই শুনিবেন?

নবদ্বীপ* বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের অধ্যাপক পণ্ডিত এবং অপরাপর বিশুদ্ধব্রাহ্মণগণ আবহমানকালই ত্রিপুররাজবংশের সিধা বিদায় এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি দান গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বিশুদ্ধব্রাহ্মণগণ—যাঁহাদিগের সিধা বিদায় এবং স্বর্ণ রৌপ্যাদি দানগ্রহণ করিতে পারেন; যাঁহাদিগের আলয়ে ফলাহার বা অন্ন ভোজন করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিতে পারেন; যাঁহাদিগের পৌরোহিত্য কর্ম্ম নিয়ত সম্পাদন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় ভোজ্যান্ন গ্রহণ করিতে পারেন; তাঁহাদিগের স্পৃষ্টজল ব্রাহ্মণের অনাচরণীয়—এরূপ অশ্রদ্ধেয় এবং অপ্রমাণিক কথা শু-

---

* নবদ্বীপস্থ প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হরমোহন তর্কচূড়ামণি। ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন। বিক্রমপুরস্থ কৃষ্ণকান্ত বিদ্যালঙ্কার। রাধাকান্ত শিরোমণি। পীতাম্বর বিদ্যাভূষণ। রাজারাম তর্কবাগীশ। গুরুচরণ বিদ্যাভূষণ। কমলাকান্ত সার্ব্বভৌম। গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম। কালীকান্ত শিরোমণি, মহাদেব চক্রবর্ত্তী। ত্রিপুরাস্থ—কুলচন্দ্র শিরোমণি, হরিহর তর্কবাগীশ কৃষ্ণসুন্দর দর্শনশিরোরত্ন, পীতাম্বর তর্কভূষণ, প্রতাপচন্দ্র তর্কচূড়ামণি, রামদুলাল বিদ্যাভূষণ, দুর্গাচরণ তর্কপঞ্চানন, কৃষ্ণকিশোর বিদ্যাসাগর প্রভৃতি পণ্ডিতগণ।

নিলে নিতান্ত তরলমতিবালকেরও হাসি সংবরণ করা কঠিন হয়।

মুনিবর সুমন্ত কহিয়াছেন—

"শৌকরিকব্যাধামিষাদরজকবরুড়চর্ম্মকারা অভোজ্যান্না অপ্রতিগ্রাহ্যাঃ তদন্নাশনপ্রতিগ্রহয়ো শ্চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ।

অনুবাদ।

"রজক চর্ম্মকার প্রভৃতির অন্ন অভোজ্য এবং দান অগ্রাহ্য, উহাদিগের অন্নভোক্তা এবং দানগ্রহিতা এই উভয়েই চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক।"

যম কহিয়াছেন—

"এতেষাস্তু স্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্যচ
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি।"

অনুবাদ।

"অজ্ঞানে ইহাদিগের (অন্ত্যজ জাতীয়গণের) স্ত্রী গমন, অন্ন ভক্ষণ এবং দান গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হন্। জ্ঞানপূর্ব্বক এই সমুদয় পাপ করিলে সেই জাতি প্রাপ্ত হন্।"

উক্ত বচন দ্বয় দ্বারা অন্ন ভোজন এবং দানগ্রহণ তুল্য পাপ প্রতিপন্ন হইতেছে।

"যাজনং যোনিসম্বন্ধং সাধ্যায়ং সহভোজনং
কৃত্বা সদ্যঃ পতন্ত্যেতে পতিতেন ন সংশয়ঃ।"

দেবলোক্ত এই বচন দ্বারা যাজন ও সহভোজন সমপাপ প্রতিপাদিত হওয়াতে সুতরাং যাজনে দানগ্রহণে এবং সহ-ভোজনে তুল্য পাপ প্রতিপন্ন হইল।

প্রসিদ্ধ স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন পণ্ডিত এইরূপ শাস্ত্রীয় নানা প্রমাণ দ্বারা মীমাংসা করিয়াছেন—

"চাণ্ডালাদ্যন্ন ভক্ষণে তপ্তকৃচ্ছ্রমজ্ঞানাৎ তদশক্তৌ পা-
দোতুনধেনুচষ্টয়ং সপাদৈকাদশকার্ষ্যপণা বা দেয়াঃ।

চান্দ্রায়ণং জ্ঞানাৎ তদশক্তৌ ধেন্বষ্টকং সার্দ্ধদ্বাবিংশতি কার্ষ্যাপণা বা দেয়াঃ। পরাকো বলাৎকারে তদশক্তৌ পঞ্চধেনবঃ পঞ্চদশ কার্ষাপণা বা দেয়াঃ। শুষ্কান্নে সর্ব্বত্রার্দ্ধং জলপায়িনঃ সর্ব্বত্র তুরীয়াংশঃ।”

অনুবাদ।

"চণ্ডালাদি অন্ত্যজ জাতির অন্ন জ্ঞানপূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত করিবেক; সেই প্রায়শ্চিত্তে অশক্ত হইলে একোন চারি ধেনু অর্থাৎ তিন ধেনু অথবা সোওয়া এগার কাহন কড়ি দান করিবেক। জ্ঞানপূর্ব্বক সেই পাপ করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক; তাহাতে অশক্ত হইলে অষ্ট ধেনু অথবা সাড়ে বত্রিশ কাহন কড়ি দান করিবেক। বলপূর্ব্বক উহাদিগের অন্ন ভক্ষণ করাইলে পরাক নামক প্রায়শ্চিত্ত করিবেক; তাহাতে অশক্ত হইলে পঞ্চধেনু অথবা পঞ্চদশকাহন কড়িদান করিবেক। শুষ্কান্ন ভক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পাপের অর্দ্ধ এবং চণ্ডালাদির স্পৃষ্ট জলপানে চতুর্থাংশ পাপ নির্দ্দিষ্ট হইল।”

স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের এই ব্যাখ্যা দ্বারা অন্ত্যজ জাতির অন্ন ভক্ষণে যে পাপ, জল পানে তাহার চতুর্থাংশ। পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা যাজনে দান গ্রহণে ও অন্ন ভক্ষণে সমান পাপ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে, সুতরাং জলপানে যাজন ও দানগ্রহণের চতুর্থাংশ পাপ প্রমাণিত হইতেছে। যাজন ও দানগ্রহণ হইতে স্পৃষ্ট জলপান যে অপেক্ষাকৃত লঘু পাপ, ইহা শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা অতি বিশদরূপে মীমাংসিত হইল। সমালোচক এই সমুদয় প্রসিদ্ধ প্রমাণ অনুসন্ধান না করিয়াই হিন্দুজাতীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কতকগুলি অমূলক বাগ্‌বিতণ্ডা বিস্তার করিয়াছেন। স্বার্থসাধন বা আত্মমতসমর্থন উদ্দেশ্যে সাস্ত্রের গলায় তীক্ষ্ণধারক্ষুর নিক্ষেপ করা নিতান্ত লজ্জার বিষয়।

সমালোচক বলেন—

"ত্রিপুরা রাজ বাটীতে হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত যে সকল দেবার্চ্চনাদি হয়, ঐ দেবালয়ে রাজপরিবারস্থ কি অন্য ত্রিপুরাজাতি পূজা শেষ না হইলে প্রবেশ করিতে পারে না। তদ্রূপ স্থাপিতদেবালয়েও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।"

মীমাংসা।

ত্রিপুরপার্ব্বত্যলোকেরা যে দেববিগ্রহ মণ্ডপে প্রবেশ করিতে পারে না, এবিষয় উল্লেখ করাই বাহুল্য। মহারাজ এবং তদীয় স্বগণবর্গ দেবমন্দিরে প্রবেশ করেন না, এবিষয় সমালোচক কাহার নিকট শুনিলেন? ব্রাহ্মণের ন্যায় ক্ষত্রিয়-দিগের ও দেব বিগ্রহ স্পর্শ করিবার অধিকার আছে, তদনুসারে ত্রিপুরেশ্বরগণ আবহমানকাল স্থাপিত বিগ্রহ বৃন্দাবনচন্দ্র প্রভৃ-তিকে স্পর্শ করিয়া তাঁহাদিগের চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছেন। সমালোচকের এই গুরুতর ভ্রম সংশোধিত হওয়া উচিত।

সমালোচক বলেন—

"বর্ত্তমান মহারাজের পিতা মৃত কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের সময় হইতে বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র, গলেসূত্রধারণ ও একমাস স্থলে ১৩ দিন অশৌচ প্রতি-পালন আরম্ভ হইয়াছে।"

সমালোচক এই মাত্র প্রকাশ করিয়াই বোধ হয় চিন্তা করিলেন—রাজবংশের বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র প্রভৃতি যদি অতি প্রাচীনকালহইতে প্রচলিত, এরূপ হয়, তাহাহইলে আমার এই কথা নিতান্ত বিফল ও উপহাসজনক হইয়া দাঁড়াইবে; এই আশঙ্কায় আবার তৎসঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ করিলেন—

"গোত্র দ্বারা ও জল আচরণীয় সিদ্ধান্ত হইতে পারেনা। আমাদের

দেশীয় নাথ উপাধিধারী যোগীগণ শীবগোত্র।”

মীমাংসা।

কুমার নবদ্বীপ চন্দ্রের মোকদ্দমার সাক্ষী ঈশান ঠাকুরের জবানবন্দীর উপর নির্ভর করিয়াই বোধ হয় সমালোচকের এরূপ ভ্রম জন্মিয়াছে। স্বার্থ, পক্ষপাত, ও বিদ্বেষে যাহাদিগের অন্তঃকরণ কলুষিত এবং ধর্ম্মজ্ঞান তিরোহিত হয়, তাহারা শক্র-পক্ষের অপবাদ ঘোষণা করিবার সময়ে তৎসঙ্গে সঙ্গে যে নিজ অপবাদ রটনা হইতেছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করেনা। ঈশান ঠাকুর পার্ব্বত্য রিয়াং জাতির সংস্রবে ত্রিপুরক্ষত্রিয়সমাজ হইতে চ্যুত, সেই কারণ বশতঃ ত্রিপুরক্ষত্রিয়সমাজের প্রতি তাঁহার মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ও আক্রোশ। বিশেষতঃ বিদ্রোহিতা দোষে শাস্তি পাইয়াছিল তাহাতে তাহার মনে বর্ত্তমান মহারাজের প্রতি অভক্তি। অভক্তি সহকৃত সেই বিদ্বেষ ও আক্রোশে এবং কুমার নবদ্বীপ চন্দ্রের স্বার্থজনক আশ্বাসে তাহার মত ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য লোকে যে ওরূপ সাক্ষ্য দিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি!! সমালোচক যে সেই প্রকার সাক্ষীর কথায় মাত্র নির্ভর করিয়া একটী প্রধান সমাজের প্রতিকুল সমালোচন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহাই আশ্চর্য্য!

ত্রিপুরমহারাজবংশের বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র, উপনয়ন এবং ১২ দিন অশৌচ পালন আবহমানকালই চলিয়া আসিয়াছে। সেই সকল প্রথা নূতন প্রবর্ত্তিত নহে।

সমালোচক বলেন—

(“উক্ত পত্রে একস্থানে লিখিত হইয়াছে—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামিগণ রাজবংশীয় ও তদীয় স্বগণের কুল গুরু) মহাপ্রভু সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম

অবলম্বন করেন, তাঁহার বংশধর কেহ নাই। মহাপ্রভু শব্দ নিত্যানন্দের বিশেষণ স্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকিলেও তাহা শুদ্ধ নয়। কারণ নিত্যানন্দ কি অদ্বৈত, মহাপ্রভু ছিলেন না, মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন।"

মীমাংসা।

বিশেষণ প্রয়োগ শুদ্ধ হয় নাই ইহা দ্বারা সমালোচক কোন্ বিষয়টী প্রমাণ করিলেন্, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলামনা। পত্রে যাঁহাদিগের বিশেষণ প্রয়োগ শুদ্ধ হয় নাই তাঁহাদিগের শিষ্য বংশ শুদ্ধ নহে, এই কি সমালোচকের মনের ভাব?— বোধ হয় এইটী সমালোচকের ব্যাকরণ ঘটিত তর্ক!! নিত্যানন্দ-বংশীয় গোস্বামিগণ যে ত্রিপুররাজবংশের গুরু, বিশেষণ প্রয়োগের দোষে তাহা অন্যথা হইবার নহে। বৈয়াকরণকেসরী পণ্ডিত মহাশয় অভিধানও ব্যাকরণের মাথা খাইয়া চৈতন্য চরিতামৃতের আশ্রয় লইয়াছেন।

সমালোচক বলেন—

"ত্রিপুরার রাজবংশের আদৌকুলপুরোহিতগণ পতিত বলিয়া তাঁহাদের অন্যান্য ব্রাহ্মণশ্রেণীর সহিত বিবাহ সম্বন্ধাদি প্রচলন নাই। তদনন্তর এক সময়ে এদেশীয় কতকটী ব্রাহ্মণ যদিও রাজার পুরোহিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সহিত ও এজেলাস্থ ভাল২ ব্রাহ্মণশ্রেণী বিবাহ ইত্যাদি ক্রিয়া কার্য্য করেন্ না।"

মীমাংসা।

সমালোচক এই একটী দোষ ঘোষণা দ্বারা বিদেশীয়দিগের ভ্রম জন্মাইতে বিফল চেষ্টা করিয়াছেন। এই রূপ প্রসিদ্ধ ঘটনা কেহ মিথ্যার আবরণ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে পারেনা। ত্রিপুর-মহারাজগণ উদয়পুর থাকা অবধি যে সমুদয় ব্রাহ্মণগণ ত্রিপুর-

ক্ষত্রিয়বংশের পৌরোহিত্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশ ত্রিপুরা জেলার নানা স্থানে বিদ্যমান আছে। নুরনগর পরগণার অন্তর্গত বায়েক গ্রাম নিবাসী ভট্টাচার্য্যগণ, এবং মন্দভাগ নিবাসী কালীনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি, মেহারকুল পরগণাস্থ শালধর নিবাসী ভট্টাচার্য্যগণ, এবং কালীয়াজুরি নিবাসী ভট্টাচার্য্যগণ, ও পাঁচথুরিয়া নিবাসী ব্রহ্মানন্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি, এবং ইঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ আবহমানকাল ত্রিপুরক্ষত্রিয়কুলের পৌরোহিত্য সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন্। ইহাদিগের বৈবাহিক আদান প্রদান এতদ্দেশীয় এবং বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানীয় বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কুলের সহিত আবহমানকালই সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। কোটালীপাড়াস্থ বর্ত্তমান কুলপুরোহিত বংশ কি চন্দ্রদ্বীপ সমাজে অগ্রাহ্য? পণ্ডিতবর কুলচন্দ্র শিরোমণি ও বহুকাল প্রতিনিধি রূপে পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়াছেন্। তিনি কি সমাজে অচল? এইরূপ চিরপ্রসিদ্ধ বিষয়ে অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করা নিষ্প্রয়োজন। মিথ্যাবরণে আবরিত সত্যাগ্নি কখন ও প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারেনা।

সমালোচক বলেন—

"রাজার কুলগুরু নিত্যানন্দ বংশীয় ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা অথবা রাজার স্বগণের কুলগুরু কি রাজার বর্ত্তমান সময়ের পুরোহিতগণ রাজবংশীয় কি টিপ্রাদের স্পৃষ্টজল কখনও ব্যবহার করেন না। এবং তাঁহাদের পাক শালায় ও যাইবার অধিকার নাই।"

মীমাংসা।

মহারাজের গুরু ও পুরোহিতগণ পার্ব্বত্য জাতির স্পৃষ্ট জল ব্যবহার করিবেন কেন?

সমালোচক যখন ত্রিপুরপার্ব্বত্যগণ ও ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণ, একজাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তখন ত্রিপুরক্ষত্রিয়-বংশের প্রতি এরূপ দোষারোপ কল্পনা করা আশ্চর্য্য নহে। মহারাজের বর্ত্তমান পুরোহিতগণ যাজন ও উদক পান জনিত পাপ বিষয়ক শাস্ত্রীয় তারতম্য অবগত আছেন। ত্রিপুরমহা-রাজ যে গোস্বামীদিগের শিষ্য, এইটী গোস্বামীদিগের প্রধান গৌরব। তাঁহারা ত্রিপুর মহারাজকে কখনও ওরূপ অপবিত্র মনে করেন না।

সমালোচক ভারতবর্ষীয় কোনও পৌরাণিক শাস্ত্রে ইষ্টসিদ্ধি হইবে না দেখিয়া, বৃহদ্ধর্ম্মের দোহাই দিয়া একটী অভিনব শ্লোকের আশ্রয় লইয়াছেন। সেই কুশতৃণ অবলম্বন করিয়াই এই দুস্তর বিচার সাগরে ভাসমান হইয়াছেন। সমালোচক লিখি-য়াছেন।

"রাজা দেব অংশ বলিয়া আচার বর্জ্জিত হইলে ও তাঁহার যাজন পূজন শাস্ত্রসন্মত। তজ্জন্য স্পৃষ্টজল পান করা যায়না।"

"রাজানো বহুদেবাংশাযদ্যপ্যাচার বর্জ্জিতাঃ
যাজ্যাঃ পূজ্যাস্তথামান্যাঃ পানাশন বিবর্জ্জিতাঃ
(বৃহৎ ধর্ম্মপুরাণ।")

মীমাংসা।

প্রকাশিত বচনটী বৃহৎধর্ম্ম পুরাণে দৃষ্ট হইল না। সমালো-চক এই শ্লোকরত্ন কোথায় পাইলেন, কে সংগ্রহ করিয়া দিল, কোন সাগর হইতে উঠাইয়া লইলেন, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পুরু ও দ্রুহ্যু বংশাবলী গণার ন্যায় ইহাও চতু-রতা মূলক বলিয়া অনুমিত হয়। পরন্তু লিখকের শ্রম বৃথা যায় মনে করিয়া, যদি ওরূপ কল্পনা করা যায় যে, হস্ত লিখিত কোন

না কোন বৃহৎ ধর্ম্ম পুরাণ—পুস্তকে এই বচনটী আছে, তাহা হইলেও এতদ্দ্বারা সমালোচকের অনুকুল পক্ষ সমর্থিত হয় না। কারণ অমীমাংসিত পুরাণের বচন যদি সংহিতার প্রমাণের প্রতিকূল হয়, তবে আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাহা কখনই গ্রাহ্য নয়।

মনু কহিয়াছেন—

"যোরাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্লাতি লুব্ধ স্যোচ্ছাত্রবর্ত্তিনঃ
স পর্যায়েণ যাতীমান্নরকানেকবিংশতিং।

(মনু-চতুর্থ অধ্যায়)

আচারবর্জ্জিতরাজা হইতে যে ব্যক্তি দান গ্রহণ করে, সে ক্রমান্বয়ে এক বিংশতি নরক ভোগ করে"

পূর্ব্বেই সপ্রমাণ হইয়াছে—প্রতিগ্রহে ও যাজনে তুল্য পাপ; জল পানে তাহার চতুর্থাংশ। সংহিতা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে—আচার বর্জ্জিত রাজা অযাজ্য। পুরাণের মতে আচার বর্জ্জিত রাজা যদি যাজ্য হয়, তাহাহইলে সংহিতার প্রতিকূলতায় উহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। স্মৃতির মতে যাজ্য ব্যক্তির স্পৃষ্ট জল পেয়। অপ্রশস্ত পুরাণের মতে যদি ইহার বিপরীত হয় তাহা কি গ্রাহ্য?

"স্মৃতিপুরাণয়োর্মধ্যে তয়ো র্দ্বৈধে স্মৃতির্ব্বরা।
স্মৃতি পুরাণের দ্বৈধ স্থলে স্মৃতির প্রমাণই বলবৎ।"

ত্রিপুরা হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভাতে হিন্দুধর্ম্মের যে কিরূপ আলোচনা, তাহা সমালোচকের এই শাস্ত্রীয় বিচার দ্বারাই প্রকাশ পাইতেছে।

পূর্ব্ব প্রচারিত বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হইয়াছিল—(ত্রিপুর রাজ্য বাসী রাজ পরিবার ও তাঁহাদের সম্পর্কীয় ক্ষত্রিয়গণ এবং এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্রতা হইয়া আসিতেছিল।)

ইহা লক্ষ্য করিয়া সমালোচক পরস্পর স্বতন্ত্রতার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়াছেন।

এই বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য এই—ভারতবর্ষে নানা প্রদেশীয় হিন্দুসমাজসমূহের পরস্পর স্বতন্ত্রতা সহস্রাধিক বর্ষ হইতে চলিয়া আসিতেছে। রাজপুতানা প্রভৃতি প্রদেশীয় ব্রাহ্মণাদির সহিত বঙ্গীয় কি উৎকল দেশীয় ব্রাহ্মণাদির, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরাঞ্চলীয় ব্রাহ্মণাদির সহিত মহারাষ্ট্রীয় নাম্বুরী ব্রাহ্মণাদির, পরস্পর ভোজ্যান্নতা সংশ্রব নাই, এজন্য এই সকল সম্প্রদায়কে অহিন্দু বা অস্পৃশ্য বিবেচনা করা সমালোচকের অত্যদ্ভুত কল্পনার পরিচায়ক। ভারতবর্ষস্থ সমুদয় প্রদেশীয় ব্রাহ্মণের গায়ত্রী একরূপ। বৈদিক আচার ব্যবহারও মূলতঃ ভিন্ন নহে। কাণোজী পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালী ও রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণদিগকে কান্যকুব্জ হইতে আগত বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু বহুকালের স্বতন্ত্রতা দূর করিতে সহসা সম্মত হন না। ভারতবর্ষে পরস্পর স্বজাতীয় অনৈক্যতাই স্বতন্ত্রতার প্রধান কারণ। স্বতন্ত্রতার যেরূপ লক্ষণ ও কারণ নির্দ্দেশ করা হইল, ত্রিপুরক্ষত্রিয় সমাজের সহিত বিক্রমপুরাদি সমাজের পরস্পর স্বতন্ত্রতার লক্ষণ এবং কারণও ঠিক সেইরূপ। জিজ্ঞাসা করি—ভারতবর্ষস্থ নানা প্রদেশীয় হিন্দুসমাজের পরস্পর এরূপ অমূলক স্বতন্ত্রতা দূর হওয়া কি অধুনা অনুচিত? ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ উন্নতমনা হিন্দুমাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, ভারতবর্ষের যাবতীয় হিন্দুসমাজ হইতে এরূপ স্বতন্ত্রতা তিরোহিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তবে কি নূতন সম্প্রদায়ী সুশিক্ষিতগণের এবিষয়ে আপত্তি?

সমালোচক এই বিষয়টী লক্ষ্য করিয়া অর্থদ্বারা জাতি ও ব্যবস্থা ক্রয় করা, জাতিধ্বংস হওয়া, মৌলবীর ফওতার ন্যায় পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা প্রভৃতি কতকগুলি অভদ্রোচিত গালিবর্ষণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা যে স্বীয় নীচাশয়তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমালোচক বলেন—

"(বিজ্ঞাপন) লেখক ইহাও লিখিয়াছেন, পণ্ডিতগণ পূর্ব্ব হইতে রাজবংশের কুলগৌরব, নির্ম্মল আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, অবগত থাকা প্রযুক্ত নিরাপত্তে অম্লানচিত্তে বিক্রমপুরস্থ ও এতদ্দেশীয় রাঢ়ী, বৈদিক, বারীন্দ্র শ্রেণীর বহুল কুলীন সহযোগে এই অমূলক স্বতন্ত্রতা দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন। জিজ্ঞাস্য যে পণ্ডিত গণ ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত বংশাবলী পূর্ব্ব হইতে কি প্রকারে জানিলেন, কোথায় পাইলেন? এবং কোন্ অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা করিলেন? —"

মীমাংসা।

সম্প্রতি বঙ্গদেশে যে সমস্ত উন্নতহিন্দুভদ্রবংশ আছে, তাহার মধ্যে ত্রিপুররাজবংশ সাধারণ সমীপে যতদূর বিদিত, অন্য কোন বংশ সে রূপ নহে। মহারাজ ধর্ম্ম মাণিক্য হইতে বর্ত্তমান ত্রিপুরাধিপতি পর্য্যন্ত ত্রিপুরেশ্বরগণের বংশাবলী, সংক্ষিপ্তচরিত এবং দৈবক্রিয়ানুষ্ঠানসূচক কীর্ত্তিকলাপ জনশ্রুতি ও প্রত্যক্ষ নিদর্শন দ্বারা বাঙ্গালি ভদ্রলোকেরা সাধারণরূপে অবগত আছেন। এখনও ত্রিপুরা, আসাম, চট্টগ্রাম, শ্রীবৃন্দাবন প্রভৃতি নানাস্থানে ত্রিপুররাজবংশীয়গণের হিন্দুয়ানীর পরিচায়ক বহুতর দেবমন্দির ও দেবদেবী প্রতিষ্ঠাপিত আছে। বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিনিয়ত ঐ সকল দেবদেবীর যথারীতি অর্চ্চনা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন পুরাতন মন্দির ও প্রাসাদ সকলের ভগ্নাব-

শেষ প্রত্যক্ষ করিলেও পূর্ব্বং রাজগণের হিন্দু আচার ব্যবহার মূলক কার্য্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মহারাজ শ্রীধন্য মাণিক্য উদয়পুরে পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর এক মন্দির নির্ম্মাণ করান।

পীঠদেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরসম্মুখসংলগ্ন পুরাতনশ্বেতপ্রস্তরখণ্ডে উজ্জ্বল অক্ষয় অক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোকটী অঙ্কিত রহিয়াছে।

আসীৎপূর্ব্বং নরেন্দ্রঃ সকল গুণযুক্তো ধন্য মাণিক্য দেবো
যাগে যস্য হ্যরীশঃ ক্ষিতিতলমগমৎ কর্ণতুল্যস্য দানে।
শাকে বহ্ন্যক্ষি বেধোমুখ ধরণী যুতে লোক মাত্রেহ স্বিকায়ৈ
প্রাদাৎপ্রাসাদরাজং গগণপরিগতং সেবিতায়ৈ সদেবৈঃ।

(অস্যার্থ) পুরাকালে সর্ব্বগুণ যুক্ত ধন্য মাণিক্য দেব নামক রাজা ছিলেন। যিনি দান বিষয়ে কর্ণতুল্য এবং যাঁহার যজ্ঞে ইন্দ্র ধরাতলে আসিয়াছিলেন। তিনি ১৪২৩ শকাব্দে দেবগণসেবিতা অম্বিকা দেবীকে গগণস্পর্শী রমনীয় প্রাসাদ প্রদান করেন।

শ্রীধন্য মাণিক্য একমণ স্বর্ণদ্বারা ভুবনেশ্বরী দেবী নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিষ্ঠিত করেন্। মহারাজ ধর্ম্মমাণিক্য কলিকালোচিত বহুবিধ যাগ যজ্ঞের যে অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, কুমিল্লার ধর্ম্মসাগর তাঁহার কীর্ত্তির কণিকা মাত্র পরিচয় দিতেছে। মহারাজ বিজয় মাণিক্য, সময়ে সময়ে কল্পতরু হইয়া বিপুল অর্থ ব্যয় করিতেন। মহারাজ অমরমাণিক্য উদয়পুর নগরে অমরসাগর নামক এক বিশাল দীর্ঘিকা খনন করান্, কিম্বদন্তী এইরূপ যে—তাহার উৎসর্গক্রিয়া উপলক্ষে এরূপ রাজসিক আড়ম্বর ও অর্থব্যয় হইয়াছিল যে, সেরূপ বঙ্গদেশে কখনও কোনস্থানে হয় নাই, ইনি বর্ষে বর্ষে ব্রাহ্মণদম্পতিদান, তুলা-

দানাদি বহুবিধ পুণ্যার্হ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য নূরনগর কস্‌বাতে কল্যাণসাগর নামক একবৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার উৎসর্গ উপলক্ষে অসংখ্য অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। মহারাজ (দ্বীতীয়) রত্ন মাণিক্য কুমিল্লাতে "সতর রত্ন" নামক এক কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করান্। মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য সেই সতর রত্ন সমীপে জগন্নাথ বিগ্রহ সংস্থাপন করেন্। মহারাজ রাজধর মাণিক্য অষ্টধাতু দ্বারা "বৃন্দাবনচন্দ্র" বিগ্রহ নির্ম্মাণ করান্। মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য স্বীয়গুরু ও গুরুপত্নীর নামে "ভুবনমোহন ও কিশোরী দেবী" এইবিগ্রহযুগল নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইনি বৃন্দাবনে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে "রাসবিহারী" বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন। এবং মোগরা নামক স্থানে গঙ্গাসাগর নামে একবিশাল দীর্ঘিকা খনন করাইয়া নিজকীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যু সময়ে রামগঙ্গা নৃপতি মস্তকে দীক্ষাগুরুপদ ও বক্ষে শালগ্রাম ধারণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্য তান্ত্রিকক্রিয়াপরায়ণ ছিলেন, ইনি নূতনহাবেলী নামে এক নূতন রাজধানী সংস্থাপন করেন। মহারাজ ঈশান চন্দ্র মাণিক্য গুরুপরায়ণ পরম ধার্ম্মিক বৈষ্ণব ছিলেন। রাজত্ব জগতে ইঁহার কীর্ত্তি ও প্রভাব তাদৃশ না হইলেও ভক্তি এবং ধর্ম্ম জগতে ইনি সর্ব্ব উচ্চাসন পাইতে পারেন। গৃহীদিগের মধ্যে এরূপ বৈষ্ণব মহাত্মা অতি বিরল, প্রাতঃস্মরণীয় রায় রামানন্দের সহিত ইঁহার উপমা হইতে পারে। বর্ত্তমান মহারাজ সিংহাসনস্থ হইয়াছেন অবধি প্রজাবিদ্রোহ, গৃহবিবাদ প্রভৃতি নানা প্রকার নিয়ত উপদ্রবে এরূপ

উৎপীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত আছেন যে কুলক্রমাগত চিরাভ্যস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের এ পর্য্যন্ত অবকাশ পাইতে পারেন নাই। চির-বিপদশান্তির সূচনামাত্র দেখিয়া, সম্যকরূপে বিপদ শান্তি না হইতেই মহারাজ "ত্রিপুরেশ্বর সারস্বত সভা" সংস্থাপন করিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষার উন্নতিসাধনকরাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে কয়েকটী ধর্ম্মানুষ্ঠানসূচক কীর্ত্তির বিষয় উল্লিখিত হইল, তাহার অধিকাংশই বঙ্গদেশে সর্ব্ব সাধারণের বিদিত।

পূর্ব্বতন অধ্যাপকগণ সময়ে সময়ে রাজধানী উদয়পুর ও আগড়তলায় আসিয়া যে মহারাজগণের প্রদত্ত স্বর্ণ রৌপ্যাদি দান ও সিধা বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা এবং ত্রিপুর-রাজবংশের শুদ্ধাচার অবগত থাকিয়াই বর্ত্তমান পণ্ডিতগণ পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। অধিক দিনের কথা নয় বিগত ১২৮১ সনে রাজপ্রতিনিধির আগমনোপলক্ষে ত্রিপুরপতির ঢাকায় অবস্থিতি কালে অত্রত্য জনসাধারণ সভা ও বিক্রমপুরহিতসাধিনী সভা হইতে তাঁহাকে ক্ষত্রিয় ও বিশুদ্ধ হিন্দুরাজ বলিয়া যে অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হয়, এবং ফলপুষ্প দ্বারা ব্রাহ্মণগণ যে ভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহাও পণ্ডিতগণের বর্ত্তমান দানগ্রহণ এবং জলপানাদির অন্যতর পরিচালক। অপর পৃষ্ঠায় উভয় সভার অভিনন্দনপত্রের অবিকল নকল উদ্ধৃত করা গেল। এতদ্ভিন্ন পণ্ডিতগণ মহাভারতে ও নানা পুরাণে ত্রিপুররাজবংশের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়তার বিশিষ্ট প্রমাণ পাইয়াছেন। স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা দ্বারা যাজ্য ব্যক্তির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সাময়িকসমালোচনাতে যত-

দূর অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে সমালোচক ততদূর অজ্ঞ নহেন। স্বার্থলোভ, পরশ্রীকাতরতা, এবং বিদ্বেষে তাঁহার অন্তঃকরণ —বিচারবিবেকশূন্য, চক্ষু—সদ্বিবেচনা দৃষ্টি হীন, কর্ণ—সত্য ও সৎকথা শ্রবণে বধির হইয়া গিয়াছে। এই সকলই ঘোরতর অজ্ঞতার প্রধান কারণ।

ঢাকা জনসাধারণ সভার অভিনন্দনপত্র।

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজে—

নৃপতি কমলচন্দ্রে শ্রীযুতে বীরচন্দ্রে
হৃদ্গত কুমুদচন্দ্রে দীনতাধ্বান্তচন্দ্রে
শ্রুতি সুখকর কর্ত্রী চন্দ্রবংশীয় চন্দ্রে
প্রভবতু খলু পত্রী ভূলষংকীর্ত্তি চন্দ্রে

(১) স্বান্তেস্য ক্ষণ চিন্তক ভয়স্থান্তো ভবেৎ সন্ততং
যংসঞ্চিন্ত্য পুরন্দরোরণজয়ো দুর্দ্দান্ত দৈত্যান্তকৃৎ
ক্ষান্তীকৃত্য নিতান্তকাঙ্ক্ষিত সুখং যশ্চিন্ত্যতে যোগিভিঃ
সোয়ং শান্তি বিধায় কোহবতুরমাকান্তোভবন্তংনৃপম্।

(২) চন্দ্রং শীতল চন্দ্রিকাযুতমথো সংবীক্ষ্য পদ্মান্যরং
বাপীস্থানি বিমুদ্রিতান্যপি পরং সাধ্বীবশান্তংনরম্
আশ্চর্য্যাং কিলচন্দ্রবংশজনিত শ্রীবীরচন্দ্রোদয়ে
সর্ব্বেষাংদৃঢ়বক্ষসাপিহিত হৃৎপদ্মংমুদাকাশতে।

(৩) যদ্বংশীয়গুণাব্ধি মন্থনমণির্গ্রন্থো মহাভারতং
কণ্ঠে কস্তুভবদ্বিরাজতি সতাংবেদোথযৎপঞ্চমঃ
বেদব্যাস মুনির্যদীয় রচনাং কৃত্বা কবেরগ্রণী
স্তদ্বংশীয় নৃপস্য বর্ণনবিধৌ শক্তো ভবেৎকঃকবিঃ॥

(৪) আপূর্ব্বাব্দিধুবংশ্য পাণ্ডব কুলস্যাসীৎসহায়োহরি
স্তদ্বংশীয় বিভূষণ স্তভবতোহবিচ্ছিন্ন রাজ্যাস্পদে
অস্মিন্ কানুপপত্তিরস্তি নৃপতেঃ কিং প্রার্থনীয়ংনৃভিঃ
স্তদ্বাঞ্ছেত্যুপসংহৃতিস্ত্বিব সদাকৃষ্ণঃ সদারোবতাৎ

(৫) ভবতোবহুমানপূর্ব্বকং জনসাধারণ যত্নজা সভা।
কৃপয়াত্র সুভাগতস্তসন্ কুরুতে সাদর ভাষণংমুদা॥

ঢাকা জনসাধারণ সভা।
১২৮১ বঙ্গাব্দাঃ
১লা ভাদ্র।

বহুমানাস্পদানাং ভবতাং নিতান্ত বশম্বদস্য—
শ্রীবরদাকিঙ্কর গুপ্তস্য।
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস
সম্পাদকস্য।

ঢাকা জনসাধারণ সভার অভিনন্দনপত্র।

শ্রীমন্মহারাজাধিরাজে—

নৃপতি কমলচন্দ্রে	শ্রীযুতে বীরচন্দ্রে
অনুগত কুমুদচন্দ্রে	দীনতাধ্বান্ত চন্দ্রে
শ্রুতি সুখকর কর্ত্রী	চন্দ্রবংশীয় চন্দ্রে
প্রভবতু খলুপত্রী	ভুলষং কীর্ত্তিচন্দ্রে

১। চিত্তে যাহাকে ক্ষণকাল চিন্তা করিলে চিন্তাকারীর সমস্ত ভয় নাশ হয়। যাহাকে চিন্তা করিয়া পুরন্দর ইন্দ্র যুদ্ধজয়ী হইয়া দুর্দ্দান্ত দৈত্যকুলের বিনাশ সাধন করিয়াছেন। একান্ত ইপ্সিত সুখ ত্যাগ করিয়া যোগীগণ যাহাকে চিন্তা করিতেছেন; শান্তি বিধায়ক সেই রমাপতি, নৃপতি আপনাকে রক্ষা করুন্।

২। পর পুরুষ শান্তপ্রকৃতি হইলেপরও তাহাকে দর্শন করিয়া পতিব্রতা স্ত্রী যেরূপ সঙ্কোচিতা হয় সেইরূপ শীতলজ্যোৎস্নাযুক্ত চন্দ্রমা দর্শন করিয়াও বাপীস্থিত পদ্ম সকল শীঘ্র বিমুদ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে চন্দ্রবংশজাত শ্রীবীরচন্দ্রের প্রকাশে সকলের দৃঢ় বক্ষ দ্বারা আচ্ছাদিত হৃৎপদ্ম আহ্লাদে প্রকাশিত হইতেছে।

৩। যাহার বংশের গুণরূপ সমুদ্র মন্থনে মহাভারত গ্রন্থরূপ মণিপ্রোদ্ভূত হইয়াছে। যে মহাভারত কস্তুভ মণির ন্যায় সাধুগলে বিরাজমান ও যাহা পঞ্চম বেদ, যাহা রচনা করিয়া বেদব্যাস কবিগণের অগ্রগণ্য হইয়াছেন, তদ্বংশজাত নরপতির বর্ণনা করিতে কোন্ কবি সমর্থ হয়?

৪। কৃষ্ণ প্রাচীনকালাবধি চন্দ্রবংশজাত পাণ্ডব কুলের সহায়, তদ্বংশের বিভূষণ স্বরূপ আপনার অবিচ্ছিন্ন এই রাজ্যাস্পদে কিসের অভাব? সুতরাং মহারাজের সম্বন্ধে কাহারও কিছু প্রার্থনীয় নাই। তবে উপসংহারের ন্যায় এই বাঞ্ছা যে, সকল সময়েই কৃষ্ণ সস্ত্রীক আপনাকে রক্ষা করুন্।

৫। সাধো! জনসাধারণের যত্নে স্থাপিত সভা আপনাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক এইস্থানে আগত দেখিয়া বহু সম্মান পূর্ব্বক প্রহৃষ্টচিত্তে সাদর সম্ভাষণ করিতেছে।

ঢাকা জনসাধারণ সভা
১২৮১ বঙ্গাব্দ
১লা ভাদ্র।

ভবদীয় নিতান্ত বশংবদ
(স্বাক্ষর) শ্রীবরদাকিঙ্কর গুপ্ত।
(স্বাক্ষর) শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।
সম্পাদক।

বিক্রমপুর হিতসাধিনীসভার অভিনন্দনপত্র।

জগদ্বিশ্রুত যযাতিকুলজাত, চক্রবর্ত্তিলক্ষণোপেত, প্রতাপানুরাগাবনতারিমণ্ডল, কাব্যনাটকাখ্যানকালেখ্যব্যাখ্যানব্যায়ামাদিক্রিয়ানিপুণ, নানাভাষাবিচক্ষণ, রাজনীতিশাস্ত্রবিশারদ, সামদানভেদদণ্ডরূপোপায়চতুষ্টয়প্রয়োগকুশল, স্বাধীন (ত্রিপুরেশ্বর) ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রীলশ্রীমন্মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য মহোদয়েষু—

(১) জয়োঽস্তু রাজন্যকুলাবতংস
শ্রীমন্মহারাজ পরাজিতারে।
সদাপ্রজারঞ্জনলব্ধবর্ণ
তবৈব বীরেশ্বর বীরচন্দ্র॥

(২) স্বভাবলোলাপ্যচলা চিরায়,
লক্ষ্মীগৃ'হে যস্যগুণৈর্নিরুদ্ধা।
নিসর্গসাপত্ন্যমহো বিহায়
নিষেবতে বাণিরধীশ্বরংতম্॥

(৩) অদ্যাপ্যস্তি প্রভূতপর্ব্বতভুবি স্বাধীন রাজ্যাশ্রয়ো,
লোকখ্যাত সুধাংশুবংশ প্রভাবা যোস্মান্ সদারঞ্জয়ন্।
সঙ্গীতাদিকলাকলাপকুশল সংলাপ বিজ্ঞানবিদ্,
দিষ্ট্যা রাজতি সাম্প্রতং শুভমিহ শ্রীবীরচন্দ্রস্বসৌ॥

(৪) রাজ্যং রামবদাদিশূর নৃপতির্য্যস্মিন্নরক্ষীৎপুরা।
বল্লালোঽপি শশাস বঙ্গমখিলং যত্র স্থিতঃ পার্থিবঃ॥
তত্রত্যা হিতসাধিনী প্রকুরুতে সম্মানপূর্ব্বং মুদা।
ভাগ্যোদয়ে সমাগতস্য ভবতো রাজেন্দ্রসম্ভাবণম্॥

ঢাকাস্থ
বিক্রমপুর হিতসাধিনী কার্য্যালয়ঃ
ভাদ্রস্য ১ম দিনম্
১২৮১ বঙ্গাব্দাঃ।

বহুমানাস্পদানাং
ভবতাং নিতরাং বশংবদঃ
শ্রীঅভয়চন্দ্র দাসঃ সভাপতিঃ
শুভাশিনঃ
শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মণঃ
সম্পাদকস্য।

বিক্রমপুর হিতসাধিনীসভার অভিনন্দনপত্র।

জগদ্বিশ্রুত যযাতিকুলজাত, চক্রবর্ত্তিলক্ষণোপেত, প্রতাপানুরাগাবনতারিমণ্ডল, কাব্যনাটকাখ্যানকালেখ্যব্যাখ্যান ব্যায়ামাদিক্রিয়ানিপুণ নানাভাষাবিচক্ষণ, রাজনীতিশাস্ত্রবিশারদ, সামদানভেদদণ্ডরূপোপায় চতুষ্টয়প্রয়োগকুশল, স্বাধীন (ত্রিপুরেশ্বর) ত্রিপুরাধীশ্বর শ্রীলশ্রীমন্মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য মহোদয়েষু।

(১) হে ক্ষত্রিয়বংশশিরোভূষণ, হে শ্রীমন্মহারাজ বীরচন্দ্র, হে শত্রুজিৎ, হে লোকরঞ্জন পণ্ডিত, হে বীরেশ্বর বীরচন্দ্র ! সর্ব্বদা আপনার জয় হউক্।

(২) যাহার গৃহে লক্ষ্মী স্বভাবচঞ্চলা হইলেও গুণে আবদ্ধ হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতেছেন, সরস্বতী স্বাভাবিক স্বাপত্ন্যজনিতের্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক অধীশ্বর তাহার সেবা করিতেছেন।

(৩) যিনি ভুবনবিখ্যাত চন্দ্রবংশজাত, যিনি প্রভূত পর্ব্বতময় প্রদেশে অদ্যাপিও স্বাধীন রাজ্য আশ্রয় করিয়া আমাদিগকে রঞ্জন করিতেছেন, যিনি সঙ্গীতাদি কলা কলাপে কুশল এবং যিনি পরস্পর কথোপকথনে বিশেষ বিজ্ঞ, সেই এই শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র সৌভাগ্যবশতঃ এই স্থানে বিরাজমান আছেন।

(৪) হে রাজশ্রেষ্ঠ ! পূর্ব্বকালে আদিশূর নরপতি যে দেশে রামের ন্যায় রাজ্যরক্ষা করিয়াছিলেন। বল্লালসেন রাজাও যেস্থান স্থিত হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশ শাসন করিয়াছিলেন, তত্রত্য হিতসাধিনীসভা আপনাকে সৌভাগ্যবশাৎ এইস্থানে আগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে সম্মানপূর্ব্বক সম্ভাষণ করিতেছে।

বশংবদ—

(স্বাক্ষর) শ্রীঅভয়চন্দ্র দাস সভাপতি।

শুভাশিনঃ

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র শর্ম্মণঃ।

সম্পাদকস্য।

ঢাকাস্থ বিক্রমপুর
হিতসাধিনী কার্য্যালয়
১২৮১ বঙ্গাব্দ
১লা ভাদ্র।

তৃতীয় পরিচেছদ।

মোকদ্দমা বিষয়ক।

অবিদিত নাই—কতিপয় কুচক্রী স্বার্থপর ব্যক্তি বর্ত্তমান ত্রিপুরপতির সহিত দীর্ঘসাময়িক শত্রুতা নিবন্ধন বৈরনির্য্যাতন মানসে কুমার নবদ্বীপ চন্দ্রকে রাজ্য দিবার কুমন্ত্রণা দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়া আপনারা রাজসম্মানের সহিত বিপুল অর্থশালী হইয়া জীবনাতিবাহিত করিবার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় চাক্‌লে রোশনাবাদ জমিদারি আদি সম্পত্তিতে দখল পাওয়ার দাবিতে অল্পদিন হইল মহারাজের প্রতিকূলে কুমিল্লা জজ আদালতে এক বৃহৎ মোকদ্দমা উপস্থিত করেন্। মহারাজার বিরুদ্ধে নীলকৃষ্ণ ঠাকুর বাদীর কৃত পূর্ব্ব এক মোকদ্দমায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক নবদ্বীপ অবৈধ সন্তান বলিয়া প্রিবি কাউন্সেলের নিষ্পত্তিতে উল্লেখ থাকা নিবন্ধন, বাদী, মহারাজ ঈশান চন্দ্র মাণিক্যের বৈধ পুত্র কিনা এই মোকদ্দমায় তৎসম্বন্ধে ইষু ধার্য্য হইয়া প্রমাণের ভার সম্পূর্ণ রূপে বাদীর প্রতি ন্যস্ত হয়। নবদ্বীপ চন্দ্র তাঁহার মাতার প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাহ না হওয়া হেতুতেই হউক অথবা বিবাহ প্রমাণিত না হওয়া আশঙ্কাতেই হউক, এই ইষু সপ্রমাণ করিতে অশক্ত হইবেন মনে করিয়া বিচার আদালতকে এই রূপ ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করেন যে ত্রিপুর-রাজবংশে কোন একটী ধর্ম্ম স্থিরতর নাই। তাহার তাৎপর্য্য এই যে অনিশ্চিত ধর্ম্মাবলম্বী গণের কোনও মোকদ্দমা দায়ভাগ অথবা মিতাক্ষরা মতে বিচার্য্য নহে। সুতরাং অবৈধ পুত্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইলেও রাজ্যাধিকার প্রাপ্তি সম্বন্ধে কোনরূপ বিঘ্ন সংঘটিত হইতে পারিবে না। এই দুরাশায় ত্রিপুর-

রাজবংশীয়গণ পূর্ব্বে কাশ্যপ গোত্র ছিলেন এক্ষণ বৈয়াঘ্রপদ্য-গোত্র হইয়াছেন, পূর্ব্বে মাসাশৌচ গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল এক্ষণ দ্বাদশ রাত্র গ্রহণ করেন, এবং পুত্র হইবার পর ও মাতার বিবাহ হইতে পারে ইত্যাদি অমূলক অলীক কথা প্রমাণ করিবার দুরভিসন্ধিতে তাঁহার প্রাচীন মন্ত্রণা ও সহায়তাকারী ঈশান চন্দ্র ঠাকুর প্রভৃতি কতিপয় স্বার্থপর রাজদ্রোহী লোক দ্বারা অভীষ্টানুরূপ সাক্ষ্য দেওয়াইয়াছিলেন। প্রতিবাদকারী সেই সকল অবিশ্বাসী সাক্ষীগণের সাক্ষ্য হইতে প্রকৃত অংশ পরিত্যাগ করিয়া ইচ্ছানুরূপ কয়েকটী অযৌক্তিক কথা উদ্ধৃত করিয়া সামাজিকগণকে প্রমাদপঙ্কে নিপতিত করিবার যত্ন করিয়াছেন। সুচতুর বারিষ্টার সাহেবের কুট প্রশ্নে মুগ্ধ হইয়া ঐ সকল সাক্ষীগণ মধ্যে মধ্যে যে দুই একটী সত্য কথা বলিয়াছিলেন, প্রতিবাদকারী তাহা গোপন করিয়া কেবল মিথ্যা অংশ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল সাক্ষীর স্বার্থপরতা এবং পক্ষপাতিত্ব দিবাকরের ন্যায় প্রকাশমান, এবং বিচার আদালতে ও এই সকল সাক্ষী অবিশ্বাসী বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এবং নিম্ন ও ঊর্দ্ধতন আদালতে সূক্ষ্ম বিচার হইয়া ত্রিপুরপতির বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছে। বিবাদীর পক্ষের যে সকল সম্মানী সাক্ষী ধর্ম্মাধিকরণ পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া আসিয়াছে, তন্মধ্যে একটী উভয়মানিত ও একটী বিবাদীর মানিত সাক্ষীর আবশ্যকীয় অংশ উদ্ধৃত করা গেল, এবং বাদীর পক্ষীয় যে সকল ব্যক্তিগণ মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহাদের চতুরতা ও পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন জন্য বিবাদীর পক্ষীয় সুচতুর বারিষ্টারের সূক্ষ্ম কুটপ্রশ্নে যে

সকল প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে, এ স্থলে তাহা ও উল্লেখ করা গেল। পাঠক মাত্রই এতৎ পাঠে প্রতিবাদলেখকের চতুরতার বিলক্ষণ পরিচয় পাইবেন।

"উভয় পক্ষের মানিত ৫ নম্বর সাক্ষী—হাজির হইয়া আইনমতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল—আমার নাম শ্রীকালী কুমার দাস পীং মৃত রামরূপ দাস সাকিন বিক্রমপুর। বলিল যে আমি বাদীর পীতা ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের কবিরাজ ছিলাম। মহারাজ ঈশান চন্দ্র মাণিক্যেয় মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস দালান সঞ্চার ও বাড়ী সঞ্চার হইয়াছিল। দালান ও বাড়ী সঞ্চারের অঙ্গীয় আরো ক্রিয়া কাণ্ড সমস্ত হইয়াছিল। মহারাজের আদ্য শ্রাদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম। সপিণ্ড করণ শ্রাদ্ধের সময় আমি উপস্থিত ছিলাম না। বার্ষিক শ্রাদ্ধে ও আমি হাজির ছিলাম, বাদীর মাতা জাতেশ্বরীকে সাধারণতঃ কাছুয়া বলিয়া ডাকে জানি। মহারাজের মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস আমি কোথায় আহার করিয়া ছিলাম তাহা আমার স্মরণ আছে। সেই দিবস মহারাজ দালান সঞ্চার করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ ছিল—তথায় আহার করিয়াছিলাম। সেই সময় দুই তিনজন ঠাকুর লোকও উপস্থিত ছিল স্মরণ হয়। দালান সঞ্চারের দিবস অনেক লোক উপস্থিত ছিল; দুইশত কি তিনশত লোক ছিল আমার স্মরণ নাই।"

এই উভয় মানিত সাক্ষী দ্বারা পরিস্কার রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে রাজবাড়ী কোন কার্য্য উপলক্ষে প্রতিনিয়ত সমুদয় ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিতেন, এবং সেই পরম্পরাগত নিয়মানুসরণ পূর্ব্বক তিনিও উক্ত দিবস আহার করিয়াছিলেন। সেই স্থলে দুই তিন জন ঠাকুর লোকও উপস্থিত ছিল, এতদ্ভিন্ন আরো দুই তিন শত লোক উপস্থিত থাকা প্রকাশ পায়। ইহা দ্বারাই অনুমেয় যে রাজবংশীয়গণ সময়ে সময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজ স্থলে উপস্থিত হইয়া যথোচিত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি অনাচরণীয় ব্যক্তির বাটীতে

কি কেহ কখনও নিমন্ত্রণে যাইয়া থাকেন, এবং ভোজ স্থলে অনাচরণীয় ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া পর্য্যবেক্ষণ কি অভ্যর্থনা করিতে পারেন ? মোকদ্দমা সম্বন্ধে উভয় মানিত সাক্ষীর সাক্ষ্যই অখণ্ডনীয় প্রমাণ তদুদ্ধরণ পূর্ব্বক সমালোচকের বর্ত্তমান বুদ্ধির দুরবস্থার পরিচয় প্রদর্শন করা হইল।

বাদী নবদ্বীপচন্দ্রের পক্ষের ৬ নম্বর সাক্ষী শ্রীরামচন্দ্র শিরোমণি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল—আমি ত্রিপুরার রাজবাটীতে পণ্ডিতিতে নিযুক্ত আছি। আমি মহারাজের দ্বার পণ্ডিত। দালান সঞ্চারের পর দিবস মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হইয়াছিল। মহারাজের মৃত্যুর পূর্ব্বদিবস দালান সঞ্চারের বাস্তু যাগে আমি লিপ্ত ছিলাম। বেলা দুই প্রহরের সময় রাজবাটীতে যাইয়া নিমন্ত্রণ খাইয়াছিলাম। দালান সঞ্চার ব্যতীত আরও ক্রিয়াকাণ্ড হইয়াছিল।

সাক্ষ্য দেওয়ার সময় ইহার বয়স অনুমান ৭০ বৎসরের অধিক ছিল, ইনি ৩০।৩২ বৎসর কাল রাজধানীতে থাকিয়া দ্বারপণ্ডিতের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। শিরোমণি মহাশয় প্রাচীন ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন বলিয়াই বাদীকর্ত্তৃক তৎপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বরিত হওয়া সত্বেও, রাজকীয় বিচারাদালতে দণ্ডায়মান হইয়া সত্যের অপলাপ ও প্রকৃত ঘটনার বিপরীত উক্তি করেন নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে রাজবাড়ী ভোজন ও কোন কার্য্য উপলক্ষে রাজবংশীয়গণের পৌরোহিত্য কার্য্য করা স্বীকার করিয়াছেন। রাজবংশীয়গণ অনাচরণীয় হইলে শিরোমণি মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তি কখনই তাঁহাদের পৌরোহিত্য কার্য্য করিতেন না, অথবা রাজবাটীতে নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিতে এবং প্রকাশ্য কাছারিতে তাহা প্রকাশ করিতেও সাহসী হইতেন না। কারণ অনাচরণীয় ব্যক্তির বাটীতে ভোজন, দানগ্রহণ এবং পৌরো-

হিত্য কার্য্য করিলে যে ব্রাহ্মণ সদ্যঃপতিত হয়, ইহা তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতের কেন, সকলেরই বিদিত আছে। মহারাজের বিপক্ষপক্ষকর্ত্তৃক মানিত সাক্ষী নিজের খাইয়া, নিজে পতিত হইয়া, অনাচরণীয় রাজবংশীয়দিগের আচরণীয়তা প্রতিপাদনার্থ অসত্যোক্তি করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা সমালোচকের ন্যায় বুদ্ধিজীবী ব্যক্তির কুশাগ্র বুদ্ধিরই আয়ত্ত! অন্যের সম্ভবে না। ত্রিপুরেশ্বর অনাচরণীয় হইলে তদ্বিরুদ্ধ পক্ষীয় সাক্ষী রাজবাড়ী না যাইয়া অথবা রাজবংশীয়গণের পৌরোহিত্য না করিয়া তাহা স্বীকার করিবেন অথবা ঐরূপ মিথ্যা উক্তি করিবেন ইহার কোনও কারণ ছিল না। অভিলষিত আশা ভগ্ন হওয়াতেই বোধ হয় সমালোচক বিশুদ্ধ রাজবংশীয়গণের অযথা দোষোদ্ঘাটন করিয়া মনের জ্বালা উদ্গীরণ করিতেছেন। তদর্থ কতিপয় মিথ্যাবাদী সাক্ষীর সাক্ষ্য হইতে অসত্যাংশ উদ্ধৃত ও সাধারণ্যে প্রচারিত করিয়া সামাজিগণের ভ্রান্তিজন্মাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। উদ্ধৃত সাক্ষীর জবানবন্দী ও ঐঘটনার মূলকারণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে সেই ভ্রম নিরসন হইয়া সাধারণের বিবেকাস্ত্র প্রতিবাদকারীর চতুরতা-ব্যূহভেদ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই।

"১নং বিবাদীর পক্ষের ৩ নং সাক্ষী হাজির হইয়া আইন মতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল, আমার নাম শ্রীঈশ্বর চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পীং মৃত দুর্গাচরণ তর্ক পঞ্চানন, সাকিন দরইন, পরগণে নুরনগর, পেসা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতি। প্রকাশ করে যে আমি ২১। ২২ বৎসর যাবৎ রাজবাড়ী আছি। আমার পিতা ও রাজ বাটীতে ছিল। তাঁহার মৃত্যুর দুই তিন বৎসর পর আমি রাজবাটীতে গিয়াছি। আমি চণ্ডীপাঠ করিতাম। প্রতিদিবসই লক্ষ্মীনারায়ণের গৃহে চণ্ডীপাঠ হয়। মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস যে দালান

সঞ্চার হয় তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। যখন ঐ কার্য্য কর্ম্ম সমাধা হয় তখন আমি দালানের বারিন্দায় চণ্ডীপাঠ করি। যুবরাজি কার্য্য সমাধা হইলে পর আমরা খাওয়া লওয়া করিয়া বাসায় গিয়াছি। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি বিবাহিতা স্ত্রী ভিন্ন যাহাকে উপভোগ করে, তাহাকে কাছুয়া বলে। রাজা যখন কাহাকে হুদ্দা দেন, তখন চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের তিন জন ঈশ্বরী ছিল। রাজলক্ষ্মী বড় ঈশ্বরী, মুক্তাবলী ২য় ঈশ্বরী। চন্দ্রেশ্বরী ছোট ঈশ্বরী। পরগণা বরদাখাতের রামলোচন ভট্টাচার্য্য বড়ঈশ্বরী রাজলক্ষ্মীর চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলেন। বাঘাউরার রামগতি ভট্টাচার্য্য ২য় ঈশ্বরী মুক্তাবলীর চণ্ডীপাঠ করেন। জেলা শ্রীহট্টের গোলোকচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ছোট ঈশ্বরী চন্দ্রেশ্বরীর চণ্ডীপাঠ করিয়াছিলেন। এই তিন ঈশ্বরীর ব্যতীত আর কোন রাণীর চণ্ডীপাঠ হইলে আমার অজ্ঞাতসারে হইতে পারিত না, কারণ লক্ষ্মীনারায়ণের ঘরে চণ্ডীপাঠ হইত, হইলে আমার না জানিবার কোন কারণ নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি নবদ্বীপ চন্দ্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্রের শ্রাদ্ধ করেন্ নাই। ঐ শ্রাদ্ধে আমি উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলাম। আমি বিরাটের শ্রোতা ও ছিলাম আমি ঐ কার্য্য করিতে গিয়াছিলাম। রামদুলাল বিদ্যাভূষণকে আমি চিনি। তিনি রাজার দ্বার পণ্ডিত। ব্রজেন্দ্রচন্দ্র মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের সপিণ্ড করণ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। আমি চণ্ডীপাঠ করি এবং শান্তি স্বস্ত্যয়ন উপস্থিত মতে করি। আর যখন যে মঙ্গল কার্য্য উপস্থিত হয় তাহা উপস্থিত মতে করি। আমি ব্যতীত আরও চণ্ডীপাঠক ছিল, আমাকে সহ ৯ জন চণ্ডীপাঠক ছিল। দালান সঞ্চার উপলক্ষে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। চণ্ডীপাঠ সমাপন করিয়া যখন আহার করিতে যাই, তখন বেলা দুইপ্রহর হইয়াছিল আমি নূতন দালানের দক্ষিণাংশে আহার করিয়াছিলাম। রাজপরিবারে গন্ধর্ব্ব বিবাহ নাই। মুখচন্দ্রিকা এক বিবাহ হয় ও তাহাদের কুলাচার মতে শাস্তি গৃহিতা এক বিবাহ হয়। রাজবাটীতে রামদুলাল বিদ্যাভূষণের ব্যবস্থা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। যদি বিদ্যাভূষণ বলিয়া থাকেন যে ব্যবস্থা দেওয়াই আমার কার্য্য বটে তবে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়াছেন।

তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল যে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ও নবদ্বীপ চন্দ্রকে লেখাইতেন রামদুলাল বিদ্যাভূষণ এখন নবদ্বীপ চন্দ্র ঠাকুরের বাটীতে আছেন।"

'এই সাক্ষী মহারাজবংশের একজন পুরোহিত। ইহাঁর জবানবন্দী দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে রাজবাড়ীর কোন ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহাদের সনুদয়ের আহার করা একটী চিরন্তনী প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ দেশ বিদেশীয় পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক প্রতিনিয়ত শান্তি স্বস্ত্যয়ন ও শ্রাদ্ধাদির মন্ত্র পাঠ করাইবার নিয়ম থাকা ও জানা যাইতেছে এবং ত্রিপুররাজপরিবার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত যে সকল পবিত্র কুলাচার দীর্ঘকাল যাবৎ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে তাহাও বিশদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। "কাছুয়া" যে বিবাহিতা স্ত্রী নহে রক্ষিতা মাত্র, এই ব্যক্তির জবানবন্দী তাহারও প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাহার জবানবন্দী দ্বারা রাম দুলাল বিদ্যাভূষণ যে নবদ্বীপচন্দ্রের শিক্ষা গুরু এবং তাহার বাড়ী থাকিয়া তদন্নে প্রতিপালিত হইয়া সাক্ষী দিতেছেন তাহাও প্রকাশ পাইতেছে। পাঠক! ইহা দ্বারাই সহজে অনুমান করিতে পারিবেন যে, ঐ মোকদ্দমায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় কতদূর স্বার্থসম্পর্কশূন্য লোক ছিলেন। আমরা নিম্নে তাঁহার জবানবন্দীর সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন করিলাম।—

"বাদীর মানিত ৪নং সাক্ষী হাজির হইয়া বলিল যে আমার নাম শ্রীরাম দুলাল বিদ্যাভূষণ পীং রাম রায় চক্রবর্ত্তী সাকিন নোওয়াদিল পরগণে নুরনগর পেসা পণ্ডিতি। প্রকাশ করে যে মহারাজার বাটীতে থাকিয়া স্মৃতির ব্যবস্থা দেওয়া অন্যান্য ক্রিয়া কর্ম্ম হইলে নিকটে থাকিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ বিবেচনা করিতে হয়। কখন কোন ক্রিয়া ও করিতে হয়। ঈশানচন্দ্র মাণিক্যের আদ্য শ্রাদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি ঐ শ্রাদ্ধে পুরোহিতের কার্য্য

করাইয়াছি। আমি ব্রজেন্দ্র চন্দ্রকে শ্রাদ্ধের ও দানাদি কার্য্যের মন্ত্র পাঠ করাইয়াছিলাম। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র সোণার ষোড়শ ও দান সাগর, নবদ্বীপ চন্দ্র রূপার ষোড়শ ও রোহিণী চন্দ্র তৈজসের ষোড়শ করিয়াছিল। সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম। সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধ যে নিয়মে করা হয় সেই নিয়মেই উক্ত শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধে পার্ব্বণ বিধিক একটী শ্রাদ্ধ ও একোদ্দিষ্ট বিধিক একটী শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ড ও অন্ন ঈশান চন্দ্র মাণিক্যের পিণ্ড ও অন্নের সহিত করা হইয়াছিল। সপিণ্ডকরণ শ্রাদ্ধে পুরোহিত, পণ্ডিত এবং অগ্রশ্রাদ্ধী উপস্থিত থাকা কর্ত্তব্য, সেমতে পুরোহিত ও কতক পণ্ডিত উপস্থিত ছিল। অগ্রদানী উপস্থিত ছিল কি না স্মরণ নাই। নিগানন্দ ও কৃষ্ণকান্ত এই দুইজন রাজার পুরোহিত। আদ্য শ্রাদ্ধে আমি ও দুইজন কি একজন পুরোহিত ছিল। আরো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিল, নাম স্মরণ নাই। শাস্ত্রের নিয়ম মত ঐ শ্রাদ্ধ হইয়াছিল। ঈশান চন্দ্র মাণিক্যের সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ প্রতি সন সন হইত। ত্রিপুরার রাজবংশে কোন কর্ম্ম কুলাচার মতে কোন কোন কর্ম্ম শাস্ত্র মতে হইত। ঈশান চন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন দালান সঞ্চারে আমি উপস্থিত ছিলাম। ঐ দালান সঞ্চারে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইয়াছিল। বাস্তুযাগ হইয়াছিল, আর বৈধক্রিয়া বাড়ী সঞ্চারে যাহা যাহা হবার বটে হইয়াছিল। রাজধানীস্থ ব্রাহ্মণ সকলের ভোজন হইয়াছিল, এবং আমলা মুচ্ছদি অন্যান্য লোকের ও আহার হইয়াছিল। মঙ্গল কার্য্যেতে জোকার দেওয়ার নিয়ম আছে। নূতন দালানের উত্তর ধারে প্রভুর দ্বারা একটী কূয়া উৎসর্গ হইয়াছিল। রাজকুমার যে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন্ তাহার মন্ত্র পড়াইয়াছিলাম। এবং বাস্তুযাগের তন্ত্রধারের কার্য্য করিয়াছিলাম। রাজ কুমার গণের পিতা মাতার মৃত্যু হইলে তাহারা ক্রিয়াধারী হইলে পর তাহাদিগের নিকট ব্রাহ্মণ থাকার নিয়ম আছে। সেই নিয়মানুসারে আমিও কৃষ্ণকান্ত পুরোহিত প্রভুর আজ্ঞানুসারে রাজকুমার দিগের নিকট এক শয্যায় ছিলাম। রাজপণ্ডিত ও দ্বারপণ্ডিতে বেশী কম আছে। রাজপণ্ডিত বৃত্তি পায় এবং রাজা যৎকালীন সিংহাসনে বসেন

তখন সে বসিতে পারে, দ্বার পণ্ডিত আসন পায় না দাঁড়াইয়া অভিষেক করে।"

বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জবানবন্দীতে রাজবংশের আচরণীয়তা ও বহুতর হিন্দুয়ানী কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বয়ং শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ ও দানাদি গ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন, এবং রাজবংশীয়গণের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াকলাপ যে শাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইত তাহাও ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার জবানবন্দীতে কার্য্য উপলক্ষে রাজধানীস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণ ও কর্ম্মচারীবর্গ নিমন্ত্রিত হইয়া রাজবাড়ী ভোজনের কথা প্রকাশ পায়। সুতরাং তিনিও যে তৎকালে ভোজন করিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। রাজবংশীয়গণের কাহারও মৃত্যুর পর তৎপুত্র ক্রিয়াধারী হইলে তাহার সহিত এক শয্যায় অবস্থিতি করাও জানা যাইতেছে। এতদ্ভিন্ন ক্ষত্রিয় নিয়মানুসারে ত্রিপুররাজবংশে শ্রাদ্ধকালীন যে পাত্রান্ন দেওয়া হইয়া থাকে তাহাও প্রকাশ হইয়াছে।

আমরা জানি ক্ষত্রিয়দিগের শ্রাদ্ধে পাত্রান্ন প্রদান করা হইলে তাহা পুরোহিতকে গ্রহণ করিতে হয় সুতরাং তিনিও যে পাত্রান্ন গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে অনুমাত্র ও সন্দেহ নাই। তদ্ব্যতীত ক্রিয়ধারী রাজকুমারগণের সঙ্গেও একত্র শয়ন ও উপবেশন করিয়াছেন এবং ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে অবিরত রাজবাড়ী ভোজন করিয়া হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছেন। পাঠক! এইক্ষণ যদি বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্বার্থের অনুরোধে বলেন যে আমি রাজবাড়ী খাই, দান গ্রহণ করি, পাত্রান্ন গ্রহণ করি, ক্রিয়াধারীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়নও উপবেশন করি কিন্তু তাঁহাদের স্পৃষ্ট জল পান করি না, তবে তিনি যে কতদূর সত্যবাদী বলিয়া ভদ্রসমাজে পরিগণিত

হইবেন তাহা আপনিও বিবেচনা করিতে পারেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি সোণার দান গ্রহণে কি স্বার্থের সহিত সম্বন্ধ থাকে না? পণ্ডিত মহাশয়কে ত্রিপুরার একজন প্রধান স্মার্ত্ত বলিয়া প্রতিবাদক মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন; ভাল, জল পান করা অপেক্ষা দান গ্রহণ যে চতুর্গুণ অধিক প্রায়শ্চিত্তার্হ পাপ—স্মার্ত্ত মহাশয় কি স্মৃতিতে তাহা পাঠ করিয়াছিলেন না? অণাচরণীয় জাতির বাড়ী কি কখনও দান গ্রহণ, ভোজন অথবা ক্রিয়াধারীর সঙ্গে এক শয্যায় শয়ন করা যাইতে পারে? ত্রিপুরেশ্বর অনাচরণীয় হইলে কি কখনও এই সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি তত্তদ্দান গ্রহণ অথবা পৌরোহিত্য কার্য্য করিতে সম্মত হইতেন? সমালোচক, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জবানবন্দীর সত্যাংশ ত্যাগ করিয়া অসত্যাংশ প্রকাশপূর্ব্বক সাধারণের চক্ষে যে ধূলি দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাহার নিষ্ফলত্ব প্রতিপাদন করা হইল।

"বিবাদীর ২৫ নং সাক্ষী হাজির হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক কহিল আমার নাম শ্রীকাশীনাথ দেবশর্ম্মণ পীংমৃত দয়ারাম চক্রবর্ত্তী সাকিন বাঘাউরা। প্রকাশ করে যে আমি ক্ষত্রির জাতির স্পৃষ্টজল খাই, শূদ্র এবং বৈদ্যের স্পর্শ করা জল খাই। ত্রিপুরার রাজা ক্ষত্রিয়। আমি রাজার স্পর্শ করা জল কখনও খাই নাই। রামদুলাল বিদ্যাভূষণ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ও নবদ্বীপ চন্দ্রকে শিক্ষা দিতেন।"

এই সাক্ষী ত্রিপুরার রাজা যে ক্ষত্রিয় তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াছেন; এবং ক্ষত্রিয়ের স্পৃষ্টজল যে পান করা যাইতে পারে তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সমালোচক চতুরতা করিয়া সাক্ষী যে ত্রিপুররাজবংশীয়গণকে ক্ষত্রিয় স্বীকার করিয়াছেন তাহা গোপন করত "মহারাজের

স্পর্শ করা জল পানকরি নাই”, কেবল এই উক্তি অবলম্বন করিয়া ত্রিপুররাজবংশীয়দিগকে অনাচরণীয় প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। জিজ্ঞাসাকরি—নাটোরের রাজাকে ব্রাহ্মণ স্বীকার করিয়া “তাঁহার স্পর্শ করা জল পান করি নাই” কেহ এইরূপ উক্তি করিলে তদ্দ্বারা কি নাটোরের রাজা অনাচরণীয় বলিয়া অনুমিত হইবেন? সমালোচক ঈর্ষারদাস হইয়া আত্মমতসমর্থন জন্য গাছকে মাচ্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিলে সারগ্রাহী পাঠকগণ কি তাহাই বিশ্বাস করিবেন? মহারাজ বিবাদীর নিজের সাক্ষী তাঁহাকে অনাচরণীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন সমালোচক এই শাক্ষীর জবানবন্দী লক্ষ্য করিয়াই এই রূপ অসারের ন্যায় তর্জ্জন, গর্জ্জন ও হুঙ্কার করিয়া সামাজিকগণের ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার এই তর্জ্জন গর্জ্জন যে প্রভাত মেঘাড়ম্বরের ন্যায় তাহা বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। সমালোচক স্বকীয় অভীপ্সিতসাধনের প্রকৃত উপায় নাপাইয়া যে, এইরূপ কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বিশদরূপে প্রকাশিত হইল অথবা তাহার কুটকৌশলের মর্ম্মোদ্ভেদ করা হইল।

বাদীর ১১ নং সাক্ষী ঈশান চন্দ্র ঠাকুরের পিতা সম্ভু ঠাকুর উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে ত্রিপুররাজত্বের দাবি করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সেই সময় অবধি ইনি ত্রিপুররাজদ্রোহী সাব্যস্ত হইয়া রাজধানী হইতে চিরদিনের নিমিত্ত নির্ব্বাসিত হন্। তিনি কি তাঁহার পুত্র কেহ আর এই পর্য্যন্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন নাই। পুরুষানুক্রমে ঈশান ঠাকুরকে ত্রিপুরেশ্বরের চির-শত্রু স্বীকার করিতে হইবে।

বাদী নবদ্বীপচন্দ্রের কুমন্ত্রণাগুরু উক্ত ঈশান চন্দ্র ঠাকুর মহাশয় বাদীর আবেদনের পরিপোষকতায় যে ভাবে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত বরিত হইয়াছিলেন বোধ হয় সকলেই তাহা অবগত আছেন। তিনি শিক্ষিত ভাবে সাক্ষ্য প্রদান করা সত্ত্বেও বিবাদীর বারিষ্টারের কূটপ্রশ্নে যে সকল প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন এস্থলে অমরা তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিলাম; এতৎ পাঠে সুবিবেচক পাঠকমাত্রেই প্রতিবাদকারীর উদ্ধৃত সাক্ষ্যের সত্যতা ও সাক্ষীর বিশ্বস্ততার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

"বাদীর ১১ নম্বর সাক্ষী প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিল আমার নাম শ্রীঈশান চন্দ্র ঠাকুর পীং মৃত সম্ভু চন্দ্র ঠাকুর সাকিন কুমিল্লা। বিবাদীর পক্ষের বারিষ্টারের কূটপ্রশ্নোত্তরে প্রকাশ করিল যে আমাদের রাজবংশীয়েরা চন্দ্রবংশী ক্ষত্রিয় জাতি বটেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতিকে আমি জানি। ব্রাহ্মণকে দ্বিজ বলা যায়। হিন্দু ক্ষত্রিয়ের পৈতা ধারণ বিষয় আমি জানি এবং আমি ও পৈতা ধারণ করিয়া থাকি। রাজবংশীয়-ঠাকুর-লোক পৈতা ধারণ করে। আমার ও রাজার বংশীয় যাহারা তাহারা ক্ষত্রিয় জাতি। আমরা চন্দ্রবংশীয় যযাতির সন্তান বটি। আমাদের বংশ ঐ চন্দ্র-বংশীয় বটে। ঐ যযাতির বিষয় পুরাণে উল্লেখ অর্থাৎ যযাতির কথা মহাভারতে লিখা আছে। যযাতি রাজার বংশই যুধিষ্ঠির বটেন। তাঁহারা উভয়েই ক্ষত্রিয় ছিলেন। আমরা জ্ঞাতির জন্ম ও মরণে ১৩ দিবস অশৌচ ধারণ করিয়া থাকি। আমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে তাহাতে ১৩ দিবস অশৌচ ধারণ করিয়াছি এবং কতদিন অশৌচ ধারণ করিতে হইবে তদ্বিষয় কাহারও নিকট ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিনাই। রাজার নিয়মেই ১৩ দিন অশৌচ লইয়াছি। তারিণী দেব্যা আমার ভ্রাতার স্ত্রীছিল। বর্ত্তমান মহারাজের বিরুদ্ধে আমার ভ্রাতার স্ত্রী তারিণী দেব্যা নালিশ করিয়াছিল। তাহাতে সে আমার ভ্রাতার স্ত্রীছিল বলিয়া সাক্ষী দিয়াছি। সেই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস

হইয়াছিল। ভগবান্ চন্দ্র ঠাকুর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিল, খগুলের ঘর-জ্বালাই মোকদ্দমায় তাঁহার ফেল জামিন দেওয়ার আদেশ হইয়াছিল। তিনি তাহা না দেওয়াতে জেলখানাতে ছিলেন।"

বর্ত্তমান মহারাজের সহিত ঈশান চন্দ্র ঠাকুর ও তাহার ভ্রাতার যে দীর্ঘসাময়িক শত্রুতাছিল, সাক্ষীর জবানবন্দীতেই তাহা স্পষ্টরূপ প্রকাশ পাইতেছে। এই কারণ বশতঃ মহারাজের রাজত্বলাভ তাহার পক্ষে কতদূর চিত্তবিদারক ও অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহাও সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তিনি কাছুয়া-পুত্র নবদ্বীপচন্দ্রকে রাজা করিবার দুরভিসন্ধিতে উপস্থিত মোকদ্দমা দায়ভাগ অথবা মিতক্ষরা প্রভৃতি হিন্দুদিগের উত্তরাধিকারিত্ব নির্ণায়ক আইনানুসারে বিচার না হওয়ার পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই তিনি "রাজ পরিবার মধ্যে সন্তান জন্মিবার পর মাতার বিবাহ হওয়া, দ্বাদশ-রাত্র অশৌচ গ্রহণ স্থলে মাসৈক অশৌচ গ্রহণ করা, কাশ্যপ গোত্র হইতে বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র হওয়া এবং অণাচরণীয় জাতির সহিত আদান প্রদান প্রচলিত থাকা" ইত্যাদি নানা অমূলক কথা উল্লেখ করিয়া বিচারকের ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎপর বাদীর পক্ষের বারিষ্টার সাহেব বহু পীড়াপীড়ি করিয়া কুটপরীক্ষা দ্বারা সাক্ষীর নিকট হইতে যে কএকটী প্রকৃত কথা বাহির করিয়াছিলেন, তাহা উপরে উদ্ধৃত করাগেল। পাঠকমাত্রেই এতৎ পাঠে সাক্ষীর চতুরতা ও প্রতিবাদকারীর উদ্ধৃতাংশের সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নিম্নলিখিত কারণে এই সাক্ষী অবিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

প্রথমতঃ, সাক্ষী নিজে ক্ষত্রিয়জাতি এবং ক্ষত্রিয়গণের পৈতা ধারণের নিয়ম থাকা হেতু তিনিও পৈতা ধারণ করেন

স্বীকার করিয়া তাহাদের মধ্যে মাসাশৌচ গ্রহণের নিয়ম প্রচলিত থাকার কথা বলিয়াছেন। পাঠক! বিবেচনা করুন, যে ব্যক্তি নিজে ক্ষত্রিয় জাতি স্বীকার করেন, তিনি যে মাসাশৌচ গ্রহণ করার উক্তি করিয়াছেন তাহা কতদূর চতুরতা ব্যঞ্জক। ক্ষত্রিয়গণের দ্বাদশ রাত্র অশৌচ গ্রহণ করা একটী চিরপ্রচলিত প্রথা, ঈশান চন্দ্র ঠাকুর ক্ষত্রিয় হইয়া কিরূপে মাসাশৌচ গ্রহণ করিতেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না, কারণ শাস্ত্রে আছে—

"শুধ্যেৎ বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি।"
(ইতি মনুঃ)

(তদ্ভাষা) মরণ ও জন্ম, উভয়েতেই ব্রাহ্মণের দশ রাত্র, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ রাত্র, বৈশ্যের পঞ্চদশ রাত্র ও শূদ্রের ত্রিশ রাত্র অশৌচ হয়। সকলেই তৎপর দিবস শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ঈশান ঠাকুরের নিজে ক্ষত্রিয় হইয়া মাসাশৌচ গ্রহণ করার কথা যে কতদূর সত্য তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। পরন্তু তিনি পূর্ব্বে মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়াছেন, এই কথা যদি ও সত্য হয়, আমরা বুঝিতে পারিনা তবে তিনি কি জন্য তাহার মাতৃশ্রাদ্ধে দ্বাদশ রাত্র অশৌচ গ্রহণকরিয়াছিলেন। মহারাজের সঙ্গে দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার শত্রুতা থাকা প্রযুক্ত তিনি রাজধানী ত্যাগ করিয়া নবদ্বীপ চন্দ্রের আশ্রয়ে কুমিল্লা নগরীতে বাস করিতেছেন। এমতাবস্থায় রাজা কোন নূতন নিয়ম প্রকটন করিলে, তাঁহার সেই কুলাচার বিরুদ্ধ নিয়মে বাধ্য হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। সুতরাং রাজপরিবারের মধ্যে অশৌচ নিয়ম পরিবর্ত্তন করার কথা সাক্ষীর চতুরতা মাত্র। অন্যথা তিনি কখনও

মাতৃ বিয়োগে দ্বাদশ রাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতেন না। সুতরাং তাঁহার এই উক্তি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস যোগ্য।

দ্বিতীয়তঃ, সাক্ষী নিজে এবং ত্রিপুররাজপরিবার চন্দ্রবংশ সম্ভূত যযাতির পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র স্থলে কাশ্যপ গোত্র উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় মাত্রেই বৈয়াঘ্রপত্থ গোত্র। জানিনা সাক্ষী নিজে চন্দ্রবংশীয় স্বীকার করিয়া কি জন্য কাশ্যপ গোত্র উল্লেখ করিলেন। অধিকন্তু তিনি আপন প্রবর থাকার বিষয় অস্বীকার করেন্। কি আশ্চর্য্য! যিনি চন্দ্রবংশের দোহাই দিয়া সাক্ষীস্থলে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রবর থাকা অজ্ঞাত, ইহাও কি সম্ভব হয়? বাস্তবিক ত্রিপুররাজপরিবার চন্দ্রবংশীয় এবং তাঁহাদের বৈয়াঘ্রপত্থ গোত্র ও সাংকৃতি প্রবর বটে। চতুর সাক্ষী অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আপন গোত্র ও প্রবর গোপন করিয়া সাক্ষী দেওয়াতে তাঁহার সাক্ষ্য বিশ্বাস যোগ্য নহে।

তৃতীয়তঃ, সাক্ষী ত্রিপুররাজবংশীয়গণের বিদেশীয় ক্ষত্রিয়দিগের সহিত আদান প্রদান প্রচলিত থাকা অস্বীকার করিয়াছেন। বর্দ্ধমান, কলিকাতা, মণিপুর, অযোধ্যা প্রভৃতি স্থানের বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণের সহিত ত্রিপুররাজপরিবারের উদ্বাহঘটিত যে সকল সম্পর্ক অদ্যাপি ও বর্ত্তমান আছে, আমরা পূর্ব্বেই তাহা বিস্তারিত রূপে উল্লেখ করিয়াছি। তদ্দ্বারাই সাক্ষীর উক্তি সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইবে।

চতুর্থতঃ, সাক্ষী কাছুয়াপুত্র রাজ্যলাভে সক্ষম বলিয়া রাজপরিবারের কুলাচার বিরুদ্ধ কতকগুলি কথা উক্তি করিয়াছেন।

"কাছুয়া" কোন বিবাহিতা স্ত্রী নহে, ক্ষত্রিয়রাজনিয়মানুসারে কাছুয়া রক্ষিতা বা সেবিকা মাত্র। তজ্জন্যই কাছুয়াপুত্রগণ রাজা হইতে পারেনা। হাইকোর্টের বিচারে ও তাহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে। পুত্র জন্মিবার পর মাতার বিবাহ হওয়া প্রথা রাজবংশে প্রচলিত নাই, ইহা সাক্ষীর স্বকপোল কল্পিত।

সাক্ষীগণ অর্থলোভে মিথ্যাবাদী হইলে রাজভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া নিস্ব, নবদ্বীপের পক্ষ আশ্রয় করিবে কেন? এই রূপ যাহারা বলেন তাঁহাদের ভ্রম। কারণ প্রসন্ন চাঁদ গোলেচা নামক একজন বিপুল ধনশালীকেঁয়ে ত্রিপুররাজত্বের কর্ত্তৃত্ব লোভে এবং অপরিসীম লাভের দুরাশায় অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া নবদ্বীপচন্দ্রের সহায়তা করে। সেই মোকদ্দমা হাইকোর্টে নিষ্পত্তি হওয়ার সঙ্গে প্রসন্ন চাঁদ প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হয়, পাঠকবর্গ অনুমান করিতে পারেন, সেই মোকদ্দমায় নবদ্বীপ চন্দ্রের পক্ষে কত লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই অবস্থায় নবদ্বীপ চন্দ্রের অনুকুল মিথ্যাসাক্ষিগণের যে যথেষ্টরূপে অর্থতৃষ্ণার তৃপ্তি হইয়াছিল, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

বিবাদীর বারিষ্টারের কুটপ্রশ্নে যে সকল প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছে, তদ্দ্বারা নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হয় যে ত্রিপুররাজ বংশীয়েরা ভুবন বিখ্যাত চন্দ্রবংশ সম্ভূত লব্ধযশা যযাতি হইতে সমুৎপন্ন। বিশেষ ক্ষত্রিয় নিয়মানুসারে উপবীত ধারণ, দ্বাদশ রাত্র অশৌচ গ্রহণ প্রভৃতি যাবতীয় প্রথা প্রচলিত থাকা ও সাক্ষীর জবানবন্দীতেই প্রকাশ পাইয়াছে। বাদীর সাক্ষীগণ বাদীর উকীলের প্রশ্ন মতে যে সকল ইচ্ছানুরূপ সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল, বিবাদীর বারিষ্টারের কুটপরীক্ষায় অনেক প্রকৃত

কথা বাহির হওয়াতে তাহাদের সাক্ষ্য একেবারে খণ্ডিত হইয়া বিচার আদালতে সাক্ষীগণ মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইয়াছে। উভয় পক্ষের সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণান্তর হাইকোর্টের জজ ও চিফ্-জষ্টিস্ প্রভৃতি সূক্ষ্মদর্শী বিচারকগণ, ত্রিপুররাজবংশীয়দিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্থির করিয়া হিন্দুদিগের উত্তরাধিকারিত্ব-স্বত্ব-নির্ণায়ক দায়ভাগ অনুসারে এই মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। বিচারকগণ যেং হেতু প্রদর্শন পুর্ব্বক বাদীর সাক্ষী গণের উক্তি মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রকটন করা হইল না, পাঠকগণের বোধসৌকর্য্যার্থে নিম্নে হাইকোর্টের বিচারের সার সঙ্কলন পুর্ব্বক সমালোচকের জটিল-ন্যায়-সূত্র-গ্রথিত চাতুর্য্যজাল বিচ্ছিন্ন করা হইল অথবা তাহার দুরভিসন্ধি-যবনিকা সমুদ্ঘাটন করা হইল।

———০০০———

EXTRACT FROM THE DECISION OF THE HIGH COURT.

Fort William, Calcutta, Dated 26th September, 1864.

HON'BLE J. P. NORMAN, OFFG. CHIEF JUSTICE

and

HON'BLE F. B. KEMP, JUDGE.

Case No. 245 of 1864.

Bir Chandra Jubraz *Defdt. Appellant*

vs.

Nil Krishna Thakur & others *Plff. Respondent*

It is admitted on all hands that the family of the Rajahs of Tipperah is Hindu of the Khetri or warrior tribe; and from the question put to the pundits in 1809, it appears to have been taken for granted by all parties that it is governed by the Hindu Law as current in Bengal, except so far as the general law is controlled by any family custom of inheritance. Now in order to establish Kulachar or family custom of inheritance, it is necessary to show that the usage has been ancient and invariable.

বাঙ্গালা অনুবাদ।

কলিকাতা হাইকোর্ট, তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ ইং।

বিচারক।

মাননীয় জেঃ পি নরম্যান একটীন্ চিফ্ জষ্টিন্।

এবং

মাননীয় এফ্, বি কেম্প জজ।

মোকদ্দমা নং ২৪৫। ১৮৬৪ ইং

বীরচন্দ্র যুবরাজ প্রতিবাদী আপীলাণ্ট্।

বনামে।

নীলকৃষ্ণ ঠাকুর গয়রহ বাদী রেস্পণ্ডেণ্ট।

ত্রিপুরার রাজপরিবার যে ক্ষত্রিয়বংশজ হিন্দু ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। এবিষয় *১৮০৯ সনে পণ্ডিতগণের নিকট প্রশ্নকরা হইয়াছিল, সেই সূত্রে অবগত হওয়া যায় সকলেই স্বীকার করিয়াছেন ত্রিপুররাজবংশ উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ২ বিষয়ক চিরন্তন কুলপ্রথার অধীন হইলেও অন্যান্য সকল বিষয়ে বঙ্গদেশ প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারেই পরিচালিত হইয়া থাকে। ঐ বিশেষ কুলাচার অথবা পারিবারিক প্রথা অবধারণ করিতে হইলে উহা প্রাচীন ও আবহমানকাল অপ্রতিহত ভাবে প্রচলিত ইহা প্রদর্শন করিতে হইবে।

অবিকল উদ্ধৃত সাক্ষীগণের জবানবন্দী এবং হাইকোর্টের নিষ্পত্তি পাঠ করিলে প্রতিবাদকারীর চতুরতা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

---

* ৺দুর্গামাণিক্য ও ৺গঙ্গামাণিক্যের মোকদ্দমায় সদর দেওয়ানী হইতে পণ্ডিত গণের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হইয়াছিল।

পরিশিষ্ট।

ত্রিপুরক্ষত্রিয়বংশ প্রাতঃস্মরণীয় চন্দ্রবংশাবতংস মহামতি যযাতি হইতে সমুৎপন্ন; ইঁহাদিগের আচার ব্যবহার ক্রহ্যু হইতে একাল পর্য্যন্ত পুরুষানুক্রমে শাস্ত্রানুমোদিত ও পবিত্র; ত্রিপুর-পার্ব্বত্যজাতি সকলের সহিত ইহাদিগের কোনও রূপ সংস্রব নাই; সাময়িক সমালোচনার আলোচনা সমুদয়ই বিদ্বেষময় প্রবঞ্চনা মূলক। এইসকল বিষয় প্রদর্শিত প্রমাণ সমূহ দ্বারা বিশদ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। সাময়িক সমালোচনা পাঠে উল্লিখিত বিষয় সমুদয়ের কোন অংশে কোন ব্যক্তির ভ্রম জন্মিয়া থাকিলে, ভরসা করি—এইপুস্তক আলোচনায় সেই ভ্রম তিরোহিত হইবে।

ত্রিপুরক্ষত্রিয় কুলের চন্দ্রবংশত্ব প্রতিপাদন করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। কারণ ত্রিপুরক্ষত্রিয়বংশ চন্দ্রবংশ ইহা চিরকাল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি যাবতীয় ভদ্রশ্রেণীর লোকেরা আবহমানকালই ক্ষত্রিয়রাজগণের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিতে হয়, ইঁহাদিগের প্রতি ও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান মহারাজ যখন ঢাকানগরে আগমন করেন তখন ঢাকানগরস্থ ও ঢাকাজেলাস্থ যাবতীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া মহারাজকে যথাশাস্ত্র অভ্যর্থনা এবং ক্ষত্রিয়রাজোচিত কতিপয় অভিনন্দনপত্র প্রদান করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা উপলক্ষে ব্রীটিশ গবর্ণমেণ্ট

ও ইঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া বিচারতঃ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহার কিয়দংশ মোকদ্দমা বিষয়ক পরিচ্ছেদে প্রকাশিত হইয়াছে। ত্রিপুরাহিন্দুসমাজরক্ষিণী সভার সভ্যগণের ন্যায় লোকদিগের নিন্দাকর চীৎকারে ইঁহারা কি কর্ণপাত করিবেন? বস্তুতঃ সাময়িক সমালোচনার বিদ্বেষ ও বঞ্চনা পুর্ণ আপত্তি সমুদায়ের উত্তর দেওয়া ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণের শোভা পায় না। দূর হইতে সিংহ দেখিয়া শৃগালবৃন্দ চীৎকার করিলে সিংহ যেরূপ রোষ সহকারে প্রতিগর্জ্জন করে না; দূর হইতে ত্রিপুরক্ষত্রিয়গণও সেইরূপ সাময়িক সমালোচনা লেখক গণের প্রলাপের প্রতি অবহেলা করিতেছেন।

ইতর লোকেরা কোন নির্দ্দোষ উন্নত বংশের মিথ্যা দোষ ঘোষণা করিলে সেই উন্নত বংশীয়েরা অমূলক দোষ ঘোষনার প্রতি অবহেলা করিয়া প্রতিবিধানে নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন, কিন্তু প্রতিবেশী ভদ্র সমুদয়ের তৎ প্রতিবিধানে যথোচিত শাসন করা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া মিথ্যা দোষ ঘোষণার শাসন উদ্দেশ্যে সাময়িক সমালোচনার বিতণ্ডা খণ্ডন ও মীমাংসা করা হইল।

বিক্রমপুরাদি সমাজে চির প্রসিদ্ধ ত্রিপুরক্ষত্রিয়সমাজ লইয়া হঠাৎ এরূপ আন্দোলন কেন? অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে। ইহার উত্তর স্থলে কয়েকটী কথার উল্লেখ করিতে হইল।

সাময়িক সমালোচনা লেখক এই প্রশ্নের উত্তরেও তাহার সঞ্চিত চতুরতা এবং ভদ্র সমাজের অমার্জ্জনীয় অসত্য প্রিয়তার অভিনয় করিয়াছেন। মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুঝাইবার জন্য

তিনি কত ভঙ্গি, কত ভাব, ও কত রূপ ধারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, দেখিলে বুদ্ধিজীবী মাত্রেরই হাস্য সংবরণ করা কঠিন। ঠিক বোধ হয় যেন কোন ভাঁড় ধার্ম্মিকের সং সাজিয়া হিন্দুসমাজকে হাসাইবার জন্য ভাঁড়াম করিতেছেন। ইনি বলিতেছেন ইহার আশ্রয় কুমিল্লার হিন্দুসমাজরক্ষিণীসভা, রঙ্গভুমি বিশুদ্ধ হিন্দুসমাজ, চক্ষে তৈল দিয়া কাঁদিয়া সকলকে কাঁদাইবার চেষ্টায় বলিতেছেন ইহার একমাত্র লিপ্সা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম্মরক্ষা, লক্ষ্য—যাহারা স্বীয়ধর্ম্ম রক্ষা করিতে যাইয়া বিপদে পতিত হইতেছে তাহাদের পক্ষ সমর্থন করা এবং মনে মুখে প্রাণে স্বদেশের মঙ্গল, হিত ও উন্নতি সাধন করা। তিনি আরও বলিতেছেন যে মহারাজের আত্মীয় অন্তরঙ্গ এবং প্রধানতম কর্ম্মচারী সকলেই স্বার্থপরবশ ও মহারাজের অমঙ্গলে কৃত সংকল্প, সুতরাং নিঃসংসৃষ্ট লেখক মহাশয় নিজের খাইয়া মহারাজের মিথ্যা কুৎসা ঘোষণা করিয়া উপকার করিতে অগ্রসর না হইয়া আর থাকিতে পারিলেন না। তিনি মহারাজের কুৎসা গান না করিয়া আর তাঁহার উপকার করিবার উপায় দেখিলেন না, কিন্তু তাঁহার গানের ধুয়া আভোগ অন্তরায় যে বঞ্চনা, চাতুরী, স্বার্থপরতা ও বিশ্বনিন্দুকতার সম্ পড়িতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না। হিন্দুসামাজিক লোক এরূপ নির্ব্বোধ নহেন যে তাঁহারা "রেজা খাঁ' "রহিম খাঁ' গণের পক্ষবল দিগের কথায় একেবারে ভুলিয়া যাইবেন এবং ভিন্নজাতীয়ের উচ্ছিষ্ট ভোজনে আজীবন পবিত্র ব্যক্তিগণের মুখে পুরাণ প্রসঙ্গ শ্রবণ করিয়া কিম্বা লং সাহেব টড্ সাহেব প্রভৃতির ব্যবস্থা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবেন ও প্রবোধ পাইবেন।

বাস্তবিক এই আন্দোলনের মূল কারণ কেবল স্বার্থপরতা। সেই স্বার্থপরতার সহিত বিক্রমপুরের অথবা রাজ সরকারী প্রধানতম কোন কর্ম্মচারীর ঘ্ণাক্ষরে ও কোনরূপ সম্পর্ক নাই।

দ্রুহ্যবংশভূষণ পবিত্র ক্ষত্রিয়রাজগণের ত্রিপুরায় শুভপদার্পণ হইতে বাঙ্গলার পূর্ব্বপ্রান্ত সুখ সৌভাগ্য ও গৌরবের স্থান হইয়াছে। অতি প্রাচীন সময়ে ঢাকা প্রভৃতি এমন কি গঙ্গাপার পর্য্যন্ত অঞ্চল ও ত্রিপুর দেশস্থ ক্ষত্রিয়গণের কৃপায় এই গৌরবের ও এই সৌভাগ্যের অংশী ছিল। এখন মেঘনার পূর্ব্বপার তাহার সীমা হইয়াছে। এই বিশাল নদের পূর্ব্বপার প্রাতঃস্মরণীয়, বিমলকীর্ত্তি দানকল্পতরু স্বাধীনতাভূষণ ত্রিপুরক্ষত্রিয় নৃপতিগণের অনুকম্পায় লক্ষ্মীর বিলাস ভবন হইয়া রহিয়াছে। এদেশে নিরন্ন পরিবার আছে কিনা সন্দেহ। ঢাকাস্থ ধনাধিপতি কুবের একবার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছেন, এখানে টাকা দিতে চাহিলেও ফকির বা দীনহীন জাতি ভিক্ষুক পাওয়া যায় না। এই সচ্ছল সান্ন দেশে আবার এরূপ একটী পরিবার নাই যে বলিতে পারে তাহাদের এরূপ সুখের অবস্থা ত্রিপুরক্ষত্রিয় নৃপতিগণের অনুগ্রহে হয় নাই।

এদেশের সম্মান জনিত সুখ ও ত্রিপুরক্ষত্রিয় নৃপতিগণের অনুগ্রহে। ৺কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য মহারাজের পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় মহারাজই এদেশীয়দিগকে দেওয়ানী, নায়েব দেওয়ানী প্রভৃতি পদ প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন, এখনও দেওয়ানবাড়ী প্রভৃতি সর্ব্বত্র সেই সম্মানে সম্মানিত, অনেকে চাকুরী দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছে, অনেকে উপাধি পাইয়া সম্মানিত হইয়াছে, এবং বিদেশে রায়, চৌধুরী, বিশ্বাস প্রভতি উপাধি

দ্বারাই পরিচিত হইতেছে। অনেকে রাজ দত্ত ভূমি ভোগ ক-রিয়া এবং কৃত্রিম লাখেরাজ প্রভৃতি উপায়ে গণ্য মান্য জমিদার হইয়া গিয়াছে। ইহার পর ত্রিপুরক্ষত্রিয় মহারাজগণ প্রসন্ন হইয়া এদেশে জাতীয় গৌরব আনয়ন করিয়াছেন এবং বিঘ্ন বিপাকে সমুদয়ের জাতি রক্ষা করিতেছেন। মেঘনার পূর্ব্ব-পার এরূপ ভদ্র পরিবার নাই যাহারা মহারাজগণের এবিষয়ের যশোকীর্ত্তন না করিবে। একজনের পিতৃ শ্রাদ্ধ ঠেকিয়াছে, গতি মহারাজ। ব্রাহ্মণের পুত্রের যজ্ঞোপবীত হইতে পারে না, গতি দ্রুহ্যু কুলাবতংস ত্রিপুরক্ষত্রিয় মহারাজবংশ। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এরূপ একটী কর্ম্ম নাই যাহাতে ইহাঁরা এ-দেশীয়গণের একমাত্র শরণ্য নহেন।

৺ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্য মহারাজের সময় হইতে বিদেশীয়-গণের আদর এবং রাজ সংসারে দেশীয়গণের এক চাটিয়া ক্ষম-তার শিথিল হইতে আরম্ভ হয়। কৃত্রিম লাখেরাজ ব্রহ্মত্র দেবত্র প্রভৃতি সৃষ্টি করিবার পথরুদ্ধ হইয়া আইসে। তখন হইতে দেশীয় বলিয়া আর পক্ষপাত হইত না, যোগ্যতা, সাধুতা এবং কার্য্যদক্ষতার সম্মান হইতে লাগিল। দেশীয়গণ বিদেশীয় যোগ্য লোকের সমকক্ষ হইলে কর্ম্ম পাইত। এই সকল কারণে দেশীয় চাকুরি ব্যবসায়ী লোক এবং তালুকদার ও উভয় ব্যব-সায়ী লোকদিগের অন্তঃকরণে রাজ সংসারের প্রতি বিদ্বেষ স-ঞ্চার হইয়া ক্রমশঃ বিদ্রোহভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহারা রাজ সংসারের মঙ্গল ও শান্তির সময়ে নিজ লাভ ও সমাদরের প্রত্যাশা না দেখিয়া রাজ সংসারের নানাপ্রকার অমঙ্গল ও অশান্তিকর গোলযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, এবং উহা

ঘটাইবার নিমিত্ত দলবদ্ধ হইয়া প্রাণপণে সচেষ্ট হইল। ধনী গৃহস্থের গৃহদাহ কালে প্রতিবেশী চোর ও দস্যুগণের যেরূপ নানাপ্রকার লাভের পর্ব্ব উপস্থিত হয়, রাজ সংসার সম্বন্ধে ত্রিপুরা জেলার কর্ম্মচারীদিগের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ।

বর্ত্তমান ত্রিপুরেশ্বরের সহিত নীলকৃষ্ণ বাহাদুরের বিবাদের পর অবধি কিছুকাল রাজ সংসারে শান্তি বিরাজিত ছিল। কয়েক বৎসর নিয়ত শান্তি দেখিয়া ত্রিপুরা জেলার নিরাশ কর্ম্মচারীরা তৎসঙ্গে সঙ্গে কতিপয় দুষ্ট তালুকদার একবারে অসহিষ্ণু ও অধীর হইয়া উঠিল। রাজ সংসারের নানাপ্রকার অশান্তি ঘটাইবার চেষ্টা বিফল হওয়াতে অবশেষে অকৃতজ্ঞেরা কুমার নবদ্বীপচন্দ্রদ্বারা এক গুরুতর মোকদ্দমা উপস্থিত করায়। সেই মোকদ্দমার গোলযোগের সময়টা ইহাদিগের পরম আমোদে অতিবাহিত হইল। মোকদ্দমায় কুমার নবদ্বীপচন্দ্র অকৃতকার্য্য হইলে পর পুনর্ব্বার রাজ সংসারে শান্তির উদয় হইল। প্রভুদ্রোহীরা কয়েক বৎসর শীতকালের কুম্ভীরের ন্যায় নিস্তেজভাবে লুক্কায়িত রহিল। অশান্তি ঘটাইবার অন্য কোন সুযোগ না পাওয়াতে কুমার নবদ্বীপচন্দ্রদ্বারা আকার পরিবর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ব মোকদ্দমাই পুনর্ব্বার উপস্থিত করাইল। সেই চেষ্টাও বিফল প্রায় হওয়াতে ষড়যন্ত্রীরা অনন্যোপায় হইয়া এক নূতন সামাজিক গোলযোগ ঘটাইতে প্রবৃত্ত হইল।

নূরনগর প্রভৃতি স্থানে যেসকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ রাজ বাটীতে নিয়ত চণ্ডী পাঠাদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কর্ম্ম করিয়া আসিতেছিল, তাহাদিগকে ষড়যন্ত্রীরা এই বলিয়া বুঝাইল যে—রাজ সংসারে পূর্ব্বের ন্যায় তোমাদের লাভ নাই, এক যোগে

২।৪ টাকার অধিক দান পাওনা, দেবত্র ব্রহ্মত্র নামে ধোকা দিয়া ভূমি লইবার পথেও কাঁটা পড়িয়াছে। অনেক চেষ্টায় শ্রীশ্রীযুত মহারাজকে এবং রাজকীয় প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে পরামর্শ দিয়া ত্রিপুরসারস্বতসভা সত্বর সংস্থাপন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছ, মনে করিয়াছ—সেই সভাদ্বারা তোমরাই উৎসাহিত হইবে। সেই সভা তোমাদিগের (ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণদিগেরই) একমাত্র বাণিজ্য স্থল। এইটী তোমাদিগের ঘোরতর দুরাশা। কারণ—সেই সভাদ্বারা বিক্রমপুরাদি অঞ্চলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণই অর্থ মর্য্যাদাদি যাবতীয় বিষয়ে অধিক পরিমাণে উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন। তোমরা বিক্রমপুরাদি অঞ্চলীয় পণ্ডিতগণের সহিত বিচারে জয়লাভ করিয়া সভা হইতে কখনই পুরস্কার লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। পরীক্ষাদ্বারা সভা হইতে বৃত্তি লাভ বিষয়ে তোমাদিগের দেশীয় ছাত্রগণ বিদেশীয় ছাত্রদিগকে অতিক্রম করিবে এরূপ সম্ভাবনা ও অতি অল্প। তোমরা আমাদিগের পরামর্শে সম্মত হইলে আমাদিগের সহিত তোমাদিগের ও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা। কয়েক দিনের তরে রাজবাটী যাইয়া ক্রিয়া কর্ম্ম করান্ রহিত কর। তাহাতে তোমাদিগের যাহা ক্ষতি হয়, আমরা সেই ক্ষতি পূরণ করিব। দায়ে না ঠেকাইলে রাজ সংসার হইতে কোন কার্য্য উদ্ধার করা যায়না। রাজবাটীতে প্রত্যহ বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। দূর দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া কার্য্য করান্ দুষ্কর। যে রূপেই হউক তোমাদিগকে সম্মত না করিলে চলিবে না। এই ষড়যন্ত্র মূলক পরামর্শে নূরনগর প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মণেরা রাজবাটী আসা এক প্রকার রহিত করে, এবং মহারাজের দান

অগ্রাহ্য, মহারাজ অযাজ্য, মহারাজের জল অস্পৃশ্য, বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। ভাট কুলের ভগীরথ রাজবাটীর পুরাতন ধূমকেতু মহাশয়ই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক। তাঁহার অমাত্য পারিষদ সৈন্য সামন্ত দল বল অসংখ্য। চতুর চূড়ামণি এদিগে রাজসরকারের কর্তৃপক্ষদিগকে বলেন—কিছু টাকা হইলেই ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণগণকে আবার বাধ্য করা যায়। ওদিকে ত্রিপুরা জেলার সমুদায় গ্রামিক লোককে (নিজ দল বল) রাজবাটী আসিতে আরও দৃঢ়রূপে বারণ করান্। এই ঘটনায় রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বিশ্বাসঘাতক দিগের আচরণের প্রতি সতর্ক হন্। তাহাতে ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক ক্ষেপিয়া উঠে! “ত্রিপুর সারস্বত সভা” সংস্থাপন উপলক্ষে বিক্রমপুরস্থ যাবতীয় প্রধান পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া যখন আগড়তলা গমন করেন্, তখন ত্রিপুরা জেলার পণ্ডিত গণের এবং অপরাপর ব্রাহ্মণ দিগের হিংসা এবং পরিতাপের সীমা পরিসীমা রহিলনা। এই সুযোগে ষড়যন্ত্রীরা ত্রিপুরার বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের সহিত যোগ দেওয়ার জন্য অপরাপর শ্রেণীর লোকদিগকে নানা প্রকার কুপরামর্শ এবং প্রলোভন দ্বারা উত্তেজনা করিতে লাগিল।

কুমিল্লাতে কয়েক জন আমলা ও উকীল আছে, তাহারা বহুকাল ত্রিপুর রাজসংসারের অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করিয়া তল্লাভে বার বার বিফল প্রায়াস ও হতাশ হওয়াতে রাজসংসারের প্রতি তাহাদিগের বিদ্বেষ সঞ্চিত ছিল, এই সুযোগে তাহারা ও রাজ দুর্ন্নামকারী বিদ্রোহিগণের দল আশ্রয় করিল। ত্রিপুরা-

দর্শন কে রাজ দোষ ঘোষণার যন্ত্র করিয়া লইল। যাহারা প্রকৃতই জাতি পাত শঙ্কায় শঙ্কিত হইবার লোক নহেন, যাহাদের উৎপীড়নে জাতি লক্ষ্মী ভারত ভূমি ত্যাগ করিয়া অতলস্পর্শ সাগর গর্ভে লুক্কায়িত হইয়াছেন, যাহারা স্বপ্নে ও হিন্দু জাতীয়-গৌরবভিত্তি রক্ষা অপরিহার্য্য কি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতে অবকাশ পান না, সর্ব্বভক্ষ হুতাশনের ন্যায় খাদ্যা-খাদ্র্য উদরস্থ করিলে ও যাহাদের মন্দাগ্নি জন্মে না, যাহারা ত্রি-লোক তারিণী সুরধুনীর ন্যায় সকল জাতির পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণেই আগ্রহান্বিত, সেইরূপ স্বভাবসম্পন্ন কতিপয় উন্মার্গগামী নব্য সভ্য, মিলিত হইয়া প্রাণপণে ত্রিপুরেশ্বরের নিন্দাবাদ করিতে অগ্রসর হইল।

ত্রিপুরেশ্বরের দুর্নাম ঘোষণার নিমিত্ত বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের প্রতি পল্লীতে২ দূত প্রেরিত হইল। মিশেনারি নিযুক্ত হইয়া স্থানে স্থানে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় কুলের অপবাদ সূচক বক্তৃতা করিতে লাগিল। ইহাদিগের নিয়ত উৎপীড়নে বিক্রমপুরাদি সমাজ পীড়া গ্রস্ত হইয়া উঠিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির বলে নূতন বাবু খ্যাতি প্রাপ্ত ব্যক্তি প্রভৃতি ঘৃণিত কর্ম্মের অভিস-ন্ধিতে সমবেত হওয়াতে উহাদিগের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আব-র্জ্জনাতে, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার দুর্গন্ধে, ত্রিপুরাজেলায় এক অদ্ভুত সামাজিক মেলেরিয়া উৎপন্ন হইল। এই মেলেরিয়া সং-ক্রামকতা সহকারে ক্রমে মেঘনা—বুড়ীগঙ্গা—ধলেশ্বরী ও পদ্মা নদী পার হইয়া বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থলে বিস্তীর্ণ হইল।

বিক্রমপুরস্থ তারপাশা সমাজের প্রধান প্রধান কুলীন, তন্ত্রের প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয় মহাশয়গণ, বাঘিয়া সমাজের অনেক কুলীন,

কালী পাড়ার বাবুগণ, মাল্‌খা নগরের বসু ও ইদীলপুরের কতিপয় চৌধুরী জমিদার প্রভৃতি কায়স্থ কুলীন মহোদয়গণ, রাজনগরের মহারাজ রাজবল্লভের, এবং রায় মৃত্যুঞ্জয়ের বংশধরগণ, জগ্গার বাবুগণ ও সারার সম্মানিত ভট্টাচার্য্য বংশীয়গণ এবং ভাগ্যকুলের খ্যাতনামা কুণ্ড বাবুগণ, পারজোয়ারস্থ ব্রাহ্মণকিত্তা, শাক্তা প্রভৃতি স্থানের ভদ্র বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, ঢাকা নগরস্থ অধিকাংশ সামাজিক ও রাজকীয় পদ মর্য্যাদাশালী মহোদয় প্রভৃতি সেই ব্যাপক সামাজিক রোগের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ভরসাকরি অতি অল্প দিন মধ্যেই সমাজে পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্যময় শান্তি বিরাজিত হইবে।

বর্ত্তমান আন্দোলনের কারণ, লক্ষণ এবং পরিণাম সংক্ষেপে কথিত হইল। আন্দোলনকারী দিগের বর্ত্তমান সামাজিক বিষয়ে উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান পাঠক বর্গের গোচর করা গেল। হিন্দুধর্ম্মের ভাণকারী প্রধান আন্দোলন কর্ত্তা দিগের সহিত হিন্দু ধর্ম্মের কতদূর সম্পর্ক, তাহা বোধ করি পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। আন্দোলনের প্রধান উত্তেজকযন্ত্রস্বরূপ সাময়িক সমালোচনা ও ত্রিপুরাদর্শনের যে কতদূর ভদ্রতা সভ্যতা, এবং সত্যপরতা, তাহা সর্ব্বসাধারণেই বিদিত। বিদ্বেষ মূলক প্রতারণাময় উত্তেজনাতে চালিত হওয়া হিন্দু সমাজের নিতান্ত অনুচিত।

সম্পূর্ণ।